মুফতি তাকি উসমানি (দামাত বারাকাতুহুম)-এর
রমজান বিষয়ক বয়ান সংকলন

আল্লাহুম্মা বাল্লিগনা রমাযান

অনুবাদ
আবু মুসআব ওসমান

আল্লাহুম্মা বাল্লিগনা
রমাযান

মুফতি তাকি উসমানি (দামাত বারাকাতুহুম)-এর
রমজান বিষয়ক বয়ান সংকলন

আল্লাহুম্মা বাল্লিগনা রমাযান

অনুবাদ
আবু মুসআব ওসমান

মাকতাবাতুল হাসান

হাসান

আল্লাহুম্মা বাল্লিগনা রমাযান
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২০ (পিডিএফ)
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক
মাকতাবাতুল হাসান
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৭০০৭০৩০
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ
০১৬৭৫৩৯৯১১৯

মুদ্রণে: শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - wafilife.com - niyamahshop.com

প্রচ্ছদ : আখতারুজ্জামান
পৃষ্ঠাসজ্জা : মুহিব্বুল্লাহ মামুন
ISBN : 978-984-8012-58-1

বিনিময় : রাব্বে কারিমের দরবারে

Allahumma Balligna Ramajan
by Saikhul Islam Mufti Taqi Osmani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com
Facebook/maktabatulhasan - www.maktabatulhasan.com

অর্পণ

এখনও সে পুণ্য রাত্রি নামে পৃথিবীতে, কিন্তু প্রাণ
এক অন্ধকার ছেড়ে অন্য এক আঁধারে হারায়,
ঊর্ধ্বের ইঙ্গিত আসে লক্ষ মুখে, অজস্র ধারায়;
নর্দমার কীট শুধু পাপ-পঙ্কে খোঁজে পরিত্রাণ।

সৃষ্টি রহস্যের মূলে দিশাহারা যেখানে বিজ্ঞান
কালের সম্মুখে প্রজ্ঞা যেখানে শঙ্কায় শিহরায়,
নাস্তিকের অহমিকা ঘনতর রাত্রির ছায়ায়
শুধু সংশয়ের মুখে হয় সে তিমিরে ঘূর্ণমান।

মুসলিম রেনেসাঁসের কবি
ফররুখ আহমদ

[জন্ম : রমজান ১৩৩৬ হিজরি]
[মৃত্যু : রমজান ১৩৯৪ হিজরি]

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

হাসান

সূচি

বিষয় **পৃষ্ঠা**

প্রকাশকের কথা ১১

বয়ান নং ১

মাহে রমজান
উদাসীনতা পরিহার করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের
এক অবারিত সুযোগ

মাহে রমজানের বিশেষ তাৎপর্য.....১৬
মাহে রমজানের স্বাতন্ত্র কেবল রোজা ও তারাবি-ই নয়!.....১৭
মাহে রমজানে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন বড় সহজ! ১৮
বিশ রাকাত তারাবি আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক মহাসুযোগ! ২০
নৈকট্য অর্জনের পূর্বশর্ত অধিক ইবাদত ২০
রমজান মাস কুরআনের মাস! ২২
রোজার দাবি গুনাহ পরিত্যাগ করা! ২৫

বয়ান নং ২

মাহে রমজান
সৃষ্টি-উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের মাস

মানবজাতির সৃষ্টি-তাৎপর্য ২৮
ফিরেশতাদের ইবাদত ও মানবজাতির ইবাদত অভিন্ন শ্রেণিভুক্ত নয় ..২৯
গুনাহর চিন্তা অন্তরে জাগা দূষণীয় নয়! ৩১
মাহে রমজানের দাবি সৃষ্টি-উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন..... ৩৩
মাহে রমজানে কী আমল করব? ৩৬
রোজা তাকওয়া অর্জনের স্বতন্ত্র সোপান..... ৩৭

সাহরি-ইফতারে কৃচ্ছ্রসাধন আবশ্যক নয় ৪০
রমজানে হারাম ভক্ষণ করব না..... ৪৩
মাহে রমজান ক্রোধ সংবরণের মাস.....৪৪

বয়ান নং ৩

রমজানের প্রস্তুতি নিন
নববি নির্দেশনা অনুযায়ী

রমজান মাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ৪৫
রমজানকে স্বাগত জানাতে হবে নবীজির হিদায়াত অনুসারে..... ৪৭
রমজানে করতে হবে সবরের অনুশীলন ৪৯
রমজানে করতে হবে সহমর্মিতার চর্চা ৫১

বয়ান নং ৪

মাহে রমজানেই নিহিত
সারা বছরের শান্তি-নিরাপত্তা

রমজান মাস শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে কাটানোর অর্থ ৫৭
তারাবি যেমন সুন্নাত, তারাবির জামাতও সুন্নাত.....৫৯
তারাবি আল্লাহ তাআলার একান্ত সান্নিধ্য লাভের বিশেষ সুযোগ ৬১

বয়ান নং ৫

মাহে রমজান
সবর ও হামদর্দির অনুশীলনের মাস

নবী-জবানের বদদোয়া থেকে বাঁচুন.....৬৪
সবরের মর্মার্থ অনেক বিস্তৃত ৬৬
অপরের দুঃখে ব্যথিত হওয়াও মাহে রমজানের শিক্ষা ৬৯
রমজানে জাকাত আদায়ের বিধান..... ৭৩
ইলম অর্জন স্বতন্ত্র এক ইবাদত..... ৭৫

হাসান

বয়ান নং ৬

রমজানের শেষ দশকে করণীয় চারটি বিশেষ আমল

শেষ দশকে বেশি বেশি শোকর করা উচিত..... ৭৭
ইবাদতের তাওফিক একমাত্র আল্লাহর দান..... ৭৮
বন্দেগির হক কীভাবে আদায় করবে বান্দা?! ৭৯
আমাদের শোকর তো 'প্রতীকী কৃতজ্ঞতা'! ৭৯
ইবাদতের পরও তাওবা করা কর্তব্য ৭৯
আমাদের আমলের দৃষ্টান্ত.....৮১
নিজ আমলের মুহাসাবাও করা চাই ৮৩
চলমান সংঘাত-পরিস্থিতি আমাদের বদ আমলেরই পরিণতি ৮৩
ঈমানের শক্তির সামনে সব শক্তিই অসহায়! ৮৪
তাওবা আজাবকে অপসারণ করে..... ৮৫

বয়ান নং ৭

মহিমান্বিত রজনী শবে কদর কী করছি? কী করব?

শবে কদর উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য রাব্বে কারিমের বিশেষ দান ৯০
শবে কদরের শিক্ষা কলহ-বিবাদ পরিহার ৯১
অনির্দিষ্ট শবে কদরেও আছে বান্দার প্রতি করুণা-দান! ৯২
শবে কদর রুসমের রাত নয়.....৯২
শবে কদরে করণীয় আমল ৯৩
দোয়া কেবল প্রয়োজন পূরণে সহায়ক নয়, স্বতন্ত্র ইবাদত ৯৫
মুমিনের কোনো দোয়াই নিষ্ফল নয়! ৯৫

রুমান

বয়ান নং ৮

রমজানের শিক্ষা
কুরআনমুখী জীবন গড়া

এক রাতে বরকত ও কল্যাণের কত কার্যকারণ.....১০০
বরকতের রজনীগুলো কাটাতে হবে ভেবে-চিন্তে.....১০১
বিপদ-আপদ, দুর্যোগ-দুর্বিপাক আমাদেরই কর্মফল.....১০২
কুরআন মুসলমানের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ.....১০৩
শাইখুল হিন্দের দৃষ্টিতে মুসলিম উম্মাহর দুর্গতির কারণ.....১০৪
প্রতিটি মুসলমানের প্রতি আল-কুরআনের তিনটি দাবি.....১০৫
প্রতিটি বিপদ এক একটি গায়বি সতর্কবাণী.....১০৬
রমজানের আলোকেই গড়ে তুলি আগামীর জীবন.....১০৬
আমার দৃষ্টিতে এই অধঃপতনের কারণ.....১০৭
দোয়া করার আদবও দোয়া করে চাইতে হবে! ১০৮

বয়ান নং ৯

হেলায় নষ্ট না করি
মাহে রমজানের অর্জন

জুমাতুল বিদার হাকিকত ১১০
রমজানের শেষ সময়ে করণীয়.....১১১
কোনো ইবাদতকে তুচ্ছজ্ঞান করতে নেই.....১১২
শোকরের পাশাপাশি চাই ইসতেগফার ১১২
বাকি মুহূর্তগুলোও কাজে লাগান.....১১৫
ফজিলতের মুহূর্তগুলো যেন হেলায় নষ্ট না হয়.....১১৭

পরিশিষ্ট
রমজান ও রোজা-সংশ্লিষ্ট হাদিসে নববি

প্রকাশকের কথা

প্রিয় পাঠক,

দরজায় কড়া নাড়ছে আরেকটি 'মাহে রমজান'।

সিয়াম ও কিয়ামের মাস! রাব্বে কারিমের রহমত ও অনুগ্রহে সিক্ত হওয়ার মাস! রাব্বে গাফুরের মাগফিরাত ও ক্ষমালাভে ধন্য হওয়ার মাস! দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে জাহান্নাম হতে মুক্তির ফরমান হাতে পাওয়ার মাস! মহিমান্বিত রজনীর মাস, লাইলাতুল কদরের মাস!

তিলাওয়াতে কুরআনের মাস! আল্লাহর কাছে প্রার্থনার মাস, দোয়া কবুলের মাস! দান-সদকা করার মাস, নববি বদান্যতার অনুসরণের মাস! সবর ও ধৈর্যের অনুশীলনের মাস! হামদর্দি ও সহমর্মিতার চর্চা করার মাস! সামান্য আমলে অসামান্য অর্জনের মাস!

দরজায় কড়া নাড়ছে মুসলিম জীবনের সর্বোত্তম-সর্বশ্রেষ্ঠ মাস! পশ্চিমাকাশে উদিত হতে যাচ্ছে আরেকটি 'হিলালে রমজান'; জীবন-উদ্যানে পুষ্পিত বসন্তের সুবাসিত ফল্গুধারা নিয়ে, রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে এবং অসামান্য অর্জন ও প্রাপ্তির সওগাত নিয়ে।

অর্জন ও উপার্জনের মাস মাহে রমজান আমাদের জীবনে আবারও উপস্থিত হয়েছে এবং হয়তো শেষবারের মতো! মোটেও কি অসম্ভব?! প্রিয়জন-পরিচিতজনদের কতজন গত রমজানেও ছিলেন, একসঙ্গে সাহরি-ইফতার করেছেন, তারাবি আদায় করেছেন; কিন্তু আজ তারা নির্জন কবরের বাসিন্দা! তারাও কি কেউ ভেবেছিলেন, আগামী রমজানের 'নতুন চাঁদ' আমার জীবনে আসবে না?!

হাসান

গত কদিনেই তো হারিয়ে গেল কতজন! চারিদিকে শুধু মৃত্যু ও মৃত্যুর হাতছানি! প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টা, প্রতিক্ষণ! চলে যাচ্ছে একজন-দুজন, হাজার ছাড়িয়ে লক্ষজন; 'করোনা' নামের এক অদৃশ্য থাবায়! কেউ কি জানে—এরপর কার পালা এই কিয়ামত-বিভীষিকায়!

প্রিয় পাঠক, নিশ্চিত করেই আপনার যাপিত জীবনে অনেকগুলো রমজান মাস গত হয়েছে। সামনে হয়তো জীবনের শেষ 'মাহে রমজান'। হয়তো শেষ সুযোগ অনন্ত জীবনকে সাজাবার, সর্বশেষ সুযোগ পরকালের পাথেয় জোগাড় করার। আমার-আপনার-আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য বরকত, রহমত ও মাগফিরাতের ফল্গুধারায় সিক্ত এ মাসের প্রতিটি ক্ষণ ও প্রতিটি ভগ্নাংশের সঠিক ব্যবহার।

মাহে রমজান সঠিকভাবে অতিবাহিত করার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে আকাবির উলামায়ে কেরাম উম্মাহকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এবং বয়ান ও রচনার মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের জীবনাদর্শ থেকে রমজানের করণীয়-বর্জনীয় বিষয় তুলে ধরেছেন। এ জাতীয় কিছু রচনা ও আলোচনার সঙ্গে বাংলাভাষী পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেওয়া মাকতাবাতুল হাসানের কর্মপরিকল্পনায় আছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গতবছর রমজানের পূর্বে আমরা প্রকাশ করেছিলাম ড. রাগিব সারজানি কৃত '*রমাজানুল আখির*' বইয়ের অনুবাদ *এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমজান*। আমাদের এবারের আয়োজন শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানি দামাত বারাকাতুহুম-এর রমজান সংক্রান্ত বয়ানের অনুবাদ-সংকলন '*আল্লাহুম্মা বাল্লিগনা রমাযান*'। ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতেও এ বিষয়ে আমাদের প্রকাশনা অব্যাহত থাকবে।

হজরত শাইখুল ইসলামের ব্যক্তিত্ব, কর্ম-কীর্তি ইত্যাদি আলোচনারও ঊর্ধ্বে। আমাদের যাপিত সময়ের মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম এই রাহবার বয়ান, বক্তৃতা, সেমিনার, অধ্যাপনা, লিখনিসহ বিভিন্ন অঙ্গনে উম্মাহর অসামান্য খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ হজরতকে দীর্ঘায়ু দান করুন এবং উম্মাহকে তার কর্ম-অবদানে আরও বেশি সমৃদ্ধ করুন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সংকলিত বয়ানগুলো হজরতের নিয়মতান্ত্রিক কোনো

হাসান

সংকলন নয়; বরং আমরাই অনলাইন থেকে বিভিন্ন সময়ে হজরতের কৃত রমজান সংক্রান্ত কয়েকটি বয়ান সংগ্রহ করে পাঠক-খিদমতে পরিবেশন করছি।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে হয়তো বইটির ছাপা সংস্করণ এতদিনে প্রকাশ পেয়ে যেত। এখন 'করোনা দুর্যোগে' সবাই যখন হোম কোয়ারেন্টিনে স্বেচ্ছাবন্দি অবস্থায় অবসর সময় কাটাচ্ছেন, তখন পাঠকদের কল্যাণ বিবেচনায় আমরা প্রথমে বইটির পিডিএফ সংস্করণ প্রকাশ করছি। ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতে সময়-সুযোগমতো বইটির পরিমার্জিত ছাপা সংস্করণও প্রকাশিত হবে।

বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট শিরোনামে রোজা ও রমজান সংক্রান্ত কিছু হাদিস মূল আরবি পাঠসহ যুক্ত করা হয়েছে। তালিবে ইলম ভাইয়েরাসহ যারা মোটামুটি আরবি জানেন-বোঝেন, তারা হাদিসগুলো মুখস্থ করে নিজেদের ইলম-আমল সমৃদ্ধ করতে পারেন।

কদিন পূর্বেই আমরা আমাদের আরেকটি প্রকাশনা '*কুরআন হিফজ করবেন যেভাবে*'-এর পিডিএফ সংস্করণ প্রকাশ করেছি। আশা করি, আমাদের সুহৃদ পাঠকবৃন্দ বইটি দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এবং অর্জিত শিক্ষা নিজ নিজ জীবনে কাজে লাগাতে সচেষ্ট আছেন। আমাদের আশা, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিও মাকতাবাতুল হাসানের পাঠকবৃন্দকে একটি সুন্দর, সজিব ও বরকতপূর্ণ রমজান কাটাতে সহায়তা করবে। দয়াময় আল্লাহ আমাদের প্রতিটি কাজ ইখলাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে করার তাওফিক দান করুন, আমাদের সবাইকে রমজানের রহমত, বরকত ও নাজাতে সিক্ত করুন এবং পরকালের জীবনে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।

রাকিবুল হাসান খান
২১ শাবান ১৪৪১ হিজরি
১৬ এপ্রিল ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

হাসান

‘করোনা মহামারি’
শাইখুল ইসলামের নির্দেশনা

প্রতিটি বিপদ-আপদ, দুর্যোগ-দুর্বিপাকের সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা হলো সকলে আল্লাহ রাব্বুল আলামানির আনুগত্য করা এবং শরিয়তের বিধি-বিধান পালন করা। যথাযথভাবে নামাজ আদায় করা, আল্লাহর দরবারে রোনাজারি-কান্নাকাটি করা। যেকোনো বিপদ-আপদে এসব আমলই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে আসবাব ও ব্যবস্থা পরিহার করার নাম তাওয়াক্কুল ও স্রষ্টা-নির্ভরতা নয়। বরং ব্যবস্থা গ্রহণ করে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে। সুতরাং এ ভাইরাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেসব দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে, তা পালন করে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে ইবাদত করে যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ কল্যাণের ফয়সালা করবেন।

রুমান

বয়ান নং ১

মাহে রমজান
উদাসীনতা পরিহার করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের
এক অবারিত সুযোগ

হামদ ও সালাতের পর,

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফজল ও করম, দয়া ও মেহেরবানিতে ইতিমধ্যে শাবান মাসের অর্ধেকের বেশি অতিবাহিত হয়ে গেছে। আল্লাহ চাহে তো দিনদশেক পরই রহমত ও বরকতের মাস 'মাহে রমজান' শুরু হয়ে যাবে। শাবান মাসকে রমজান মাসের অবতরণিকা ও অগ্রবর্তী অংশ হিসেবে অভিহিত করা হয়। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন কর্ম ও নির্দেশনার মাধ্যমে শাবান মাসকে রমজানের প্রস্তুতিমূলক মাস হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি নিজে শাবান মাসে বেশি বেশি নফল রোজা রেখেছেন, উম্মতকেও শাবান মাস রমজান মাসের প্রস্তুতিতে ব্যয় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। সুতরাং চলমান সময়ে অর্থাৎ শাবান মাসে আমাদের কর্তব্য হলো—এ মাসেই আমরা রমজানকে স্বাগত জানাব; রমজান মাস কীভাবে অতিবাহিত করব, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা করব এবং আগত মাহে রমজানের রহমত ও বরকত, নুর ও নুরানিয়াত যেন অর্জন করতে পারি, রমজান মাস হতে যেন যথার্থভাবে উপকৃত হতে পারি, এ উদ্দেশ্যে শাবান মাসেই পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করব।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবানেরও পূর্বে রজব মাসের শুরুতেই নতুন চাঁদ দেখে এই দোয়া করতেন—

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ»

হে আল্লাহ, আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করুন আর আমাদের ভাগ্যে রমজান নসিব করুন।[১]

এ দোয়ার মাধ্যমে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজান শুরু হওয়ার দুই মাস পূর্ব থেকেই মাহে রমজান নসিব হওয়ার তামান্না প্রকাশ করতেন। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রমজান মাসকে আপন বান্দাদের ওপর বিশেষ রহমতের বারিধারা বর্ষণ করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। যদিও বছরের বারো মাস, মাসের উনত্রিশ-ত্রিশ দিন সবই আল্লাহর সৃষ্টি; প্রতিদিন আল্লাহর নির্দেশেই ভোরের আকাশে সূর্য উদিত হয়, আল্লাহর হুকুমেই সন্ধ্যাকাশে সূর্য অস্ত যায়; আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আদেশেই দিনের প্রস্থানে রাতের আগমন হয়, রাতের প্রস্থানে দিনের আগমন ঘটে; সময়ের আবর্তন ও পরিবর্তন সবই আল্লাহর হুকুমে হয়; কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এসব দিনের মধ্য হতে কিছু কিছু দিনকে, বিশেষ কোনো দশক ও বিশেষ কোনো মাসকে আপন বান্দাদের বিশেষ দয়া ও করুণায় সিক্ত করার জন্য নির্বাচন করেছেন। আর নির্বাচিত সেসব সময়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বরকতপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে রমজান মাস।

মাহে রমজানের বিশেষ তাৎপর্য

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এই যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক বছরের নির্দিষ্ট কিছু দিন, দশক ও মাসকে আপন বান্দাদের ওপর বিশেষ রহমত ও বরকত নাজিল করার জন্য নির্বাচন, এর হিকমত ও তাৎপর্য কী?

প্রকৃতপক্ষে এই নির্বাচনের মাঝে পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়া ও মহত্ত্বের, বান্দার প্রতি করুণা ও অনুগ্রহের অনন্য এক রহস্য নিহিত রয়েছে।

রমজান ছাড়া বছরের বাকি এগারো মাস আমরা পার্থিব জীবনের হাজারো ব্যস্ততায় ডুবে থাকি, ঘুরপাক খেতে থাকি জীবন-জীবিকার সন্ধানে। সময়

---

[১]. ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং-২৩৪৬ ও তাবারানি, *আল-মুজামুল আওসাত*, হাদিস নং-৩৯৩৯।

কাটিয়ে দিই হাসি-তামাশা, আরাম-আয়েশের মাঝে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হয়তো আদায় করি, দিনে পাঁচবার হয়তো হাজিরা দিই দরবারে ইলাহিতে; কখনো প্রশান্ত হৃদয়ে, কখনো অস্থির চিত্তে; কিন্তু দিনের অধিকাংশ সময়ই আমরা অতিবাহিত করি পার্থিব নানা চিন্তা-ভাবনায়, সম্পদ ও জীবিকার অন্বেষণে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বছরের একটি মাস 'রমজান'কে এ উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করেছেন যে, বান্দা পার্থিব ব্যস্ততায় এগারো মাসে আল্লাহর কাছ থেকে যতটুকু দূরে সরে গেছে, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল করে ফেলেছে, এই এক মাসে যেন সেই দূরত্বকে জয় করে পুনরায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে; দুর্বল হয়ে যাওয়া সম্পর্ক পুনরায় মজবুত ও সুদৃঢ় করতে পারে। অর্থাৎ আমাদের মতো গাফেল ও উদাসীন বান্দাদের গাফলতের ঘুম থেকে জাগ্রত করে আপন নৈকট্য ও সান্নিধ্য-দানের জন্য রমজান মাস হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটি বাহানা!

মাহে রমজানের স্বাতন্ত্র কেবল রোজা ও তারাবি-ই নয়!

সাধারণভাবে আমরা মনে করে থাকি, অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজানের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দিনে রোজা রাখা আর রাতে তারাবি পড়া। ব্যস! এতটুকুই মাহে রমজানের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য; এতটুকুই রমজান মাসের দাবি ও তাৎপর্য। কিন্তু বাস্তবতা কি তা-ই?

নিঃসন্দেহে রোজা যেমন রমজান মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন, তেমনই রমজানের রাতের তারাবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ একটি সুন্নাত; কিন্তু বাস্তবতা হলো রমজানের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য, হক ও দাবি এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়।

আমরা পূর্বেও বলে এসেছি যে, রমজানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো—বান্দা এ মাসকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করবে, এ মাসকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃনবায়ন ও সুদৃঢ় করবে। আর এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শুধু রোজা ও তারাবি যথেষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দেশ্য তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন বান্দা রমজান মাসে নিজের অন্যান্য সকল ব্যস্ততা হ্রাস করে আল্লাহর ইবাদতে সর্বোচ্চ সময় ব্যয় করতে সচেষ্ট হবে।

হাসান

পার্থিব বিভিন্ন ব্যস্ততায় তো আমরা বাকি এগারো মাস ডুবে ছিলাম; সকাল-সন্ধ্যা কেবল দুনিয়ার পেছনে ছুটেছি; এই এক মাস আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন রাত-দিন, সকাল-সন্ধ্যা ইবাদতে নিমগ্ন থেকে তার নৈকট্য অর্জন করার জন্য।

মাহে রমজানে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন বড় সহজ!

রমজান মাসে বান্দা যেন আল্লাহ পাকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হয় এবং তার ইবাদতে পূর্ণ নিবিষ্ট হয়, এ জন্য এ মাসে আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি আপন দয়া ও অনুগ্রহের প্রকাশ অন্যান্য সময়ের চেয়ে বিস্তৃত ও ব্যাপকতর করে রেখেছেন।

মাহে রমজানের শুরু থেকেই দুনিয়াবাসীর ওপর আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকে। গুনাহগার বান্দাকে ক্ষমা করার নানা বাহানা তালাশ করা হয়। মুমিন বান্দার ওপর রহমত নাজিল করার উসিলা খোঁজা হয়। এ মাসে সামান্য আমলেও অসামান্য আজর ও সাওয়াব দান করা হয়।

হাদিস শরিফে এসেছে, এ মাসে কেউ যদি নফল ইবাদত করে, আল্লাহ পাক তার জন্য ফরজ ইবাদত পরিমাণ সাওয়াব রেখেছেন, আর এ মাসে কেউ যদি কোনো ফরজ আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য সত্তরটি ফরজ আদায়ের সাওয়াব রেখেছেন।[২]

অর্থাৎ দু-রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করলে একশ চল্লিশ রাকাত নামাজের সাওয়াব! সুবহানাল্লাহ! এভাবে প্রত্যেক নেক আমলের সাওয়াব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ মাসে সত্তর গুণ করে দেন। এক টাকা দান করলে সত্তর টাকা দান করার সাওয়াব! দশ টাকা দান করলে সাতশ টাকা দান করার সাওয়াব! আর একশ টাকা দান করলে সাত হাজার টাকা দান করার সাওয়াব!

সুবহানাল্লাহ! কত মহান আমার দয়াময় আল্লাহ!

---

২. দেখুন পরিশিষ্টে উল্লেখিত হাদিস নং-৪।

হাসান

এ মাসে ছোট ছোট আমলের বদলায়ও আল্লাহ পাক মাগফিরাত ও ক্ষমার ওয়াদা করেছেন। বান্দা নিজে রোজা রেখেছে, পেয়ারে হাবিবের জবানে তার জন্য আল্লাহ তাআলার মাগফিরাত ও ক্ষমার ঘোষণা—

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه»

যে ব্যক্তি ঈমানের দাবিতে, শুধু আল্লাহর কাছে আজর লাভের প্রত্যাশায় রমজানের রোজা রাখবে, তার পূর্বে কৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৩]

বান্দা কোনো রোজাদার ব্যক্তিকে ইফতার করিয়েছে, এর পরিবর্তেও মাগফিরাতের বার্তা—

«مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَه مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِه، وَعِتْقَ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ»

যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার এই আমল তার গুনাহ-মাফের এবং জাহান্নাম হতে মুক্তিলাভের কারণ হবে।[৪]

বান্দা রমজানের রাতে তারাবিতে দণ্ডায়মান হয়েছে; নববি জবানে রাব্বে কারিমের খোশখবরি—

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه»

যে ব্যক্তি ঈমানের দাবিতে শুধু আল্লাহর কাছে আজর লাভের প্রত্যাশায় রমজানের রজনীতে ইবাদত করবে (তারাবি ইত্যাদি পড়বে), তার পূর্বে কৃত যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।[৫]

মোটকথা, এ মাসে অতি অল্প আমলেও আল্লাহ পাক বিরাট আজর ও সাওয়াব দান করেন এবং বাহানা তালাশ করে করে এ মাসে মাগফিরাত ও ক্ষমা প্রদান করেন। আল্লাহ পাক তার নৈকট্য অর্জনের জন্য এ মাস যেমন নির্ধারণ করেছেন, নৈকট্য অর্জনের পথও সহজ করে দিয়েছেন।

---

৩. ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১৯০১ ও ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৫।

৪. ইবনে খুযাইমা, *সহিহ ইবনে খুযাইমা*, হাদিস নং ১৮৮৭ ও বায়হাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৩৩৩৬।

৫. ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৭ ও ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৭৫৯।

হাসান

বিশ রাকাত তারাবি আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক মহাসুযোগ!

বছরের অন্যান্য দিনগুলোতে আমরা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি। কিন্তু রমজান মাসে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পাশাপাশি অতিরিক্ত বিশ রাকাত তারাবিও আদায় করা হয়। কী বৈশিষ্ট্য এই তারাবির? কী তাৎপর্য এই অতিরিক্ত বিশ রাকাতের? আল্লাহু আকবার! ভেবে দেখেছেন কখনো?

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'বান্দা আপন পরওয়ারদিগার আল্লাহ পাকের সবচেয়ে নিকট-সান্নিধ্য লাভ করে সিজদার হালতে।'[৬] সিজদা হলো মুমিন বান্দার মিরাজ ও আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎপর্ব। বান্দা যখন সিজদার হালতে আল্লাহ পাকের দরবারে ললাট স্পর্শ করে, বারবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পাঠ করে রাব্বে কারিমের ছানা ও প্রশংসা করে, তখন সে আল্লাহ পাকের যে নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করে, অন্য কোনো সময় তা লাভ করে না। সুতরাং আল্লাহ পাক যেন বিশ রাকাত তারাবির এই বিধান দান করে বান্দাকে সম্বোধন করে বলছেন, বান্দা! প্রতিদিন তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আমার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হতে। এখন আমার সান্নিধ্য অর্জন ও সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ তোমার জন্য আরও উন্মুক্ত ও অবারিত করে দিলাম। রমজান মাসে আরও বেশি আমার সান্নিধ্য অর্জন করো। বিশ রাকাত তারাবি পড়বে, তো চল্লিশটি অতিরিক্ত সিজদার মাধ্যমে আরও চল্লিশ বার আমার একান্ত সান্নিধ্য লাভে ধন্য হবে।

নৈকট্য অর্জনের পূর্বশর্ত অধিক ইবাদত

আল্লাহ পাক রমজান মাস নির্ধারণ করেছেন তার নৈকট্য আরও বেশি অর্জনের জন্য আর আল্লাহর একান্ত নৈকট্য অর্জিত হবে অধিক ইবাদতের মাধ্যমে।[৭] সুতরাং এ মাসে আমরা রোজা তো রাখবই, ইনশাআল্লাহ

---

৬. হাদিসটির মূল পাঠ হলো—

«أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّه، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»

সিজদা অবস্থায়ই বান্দা তার রবের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে। অতএব, তোমরা (সিজদায়) অধিক পরিমাণে দোয়া করবে। [*সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৪৮২]

৭. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«إِنَّ اللهَ قَالَ : مَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّى أُحِبَّهُ»

রুমান

তারাবিও ইহতেমামের সঙ্গে আদায় করব; পাশাপাশি যেসব নফল ইবাদত অন্যান্য মাসে ঠিকমতো আদায় করা হয় না, সেগুলোও এ মাসে গুরুত্ব সহকারে আদায় করতে চেষ্টা করব। বছরের বাকি এগারো মাস তাহাজ্জুদের তাওফিক কখনো হয়, কখনো হয় না; রমজান মাসে আল্লাহ তাআলা এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, সাহরির উসিলায় তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে উঠতেই হয়, সুতরাং পুরো রমজান মাসে ইহতেমাম ও গুরুত্বের সঙ্গে তাহাজ্জুদ আদায় করব।[৮] সাহরি গ্রহণেও যেহেতু অনেক সাওয়াব রয়েছে[৯], তাই সাহরির জন্য একটু আগে শয্যাত্যাগ করব, চার রাকাত নামাজ তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়ে নেব, এরপর সাহরির সুন্নাত আদায় করব। সারা বছর হয়তো মাগরিবের পর আউয়াবিনের ছয় রাকাত নফল নামাজ[১০] পড়ার সুযোগ হয় না, রমজানে পড়ার চেষ্টা করব। ইশরাক[১১]

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। একপর্যায়ে সে আমার মাহবুব ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে যায়। [*সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৫০২]

৮. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

«أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»

ফরজ নামাজের পর শ্রেষ্ঠ নামাজ হলো রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ)। [*সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১১৬৩]

৯. দেখুন পরিশিষ্টে উল্লেখিত হাদিস নং ৩২-৩৫।

১০. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«مَنْ صَلّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَه بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً»

যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামাজ পড়ে এবং এর মাঝে কোনো অন্যায় কথা না বলে, এর বিনিময়ে তাকে বারো বছর (নফল) ইবাদত করার সাওয়াব প্রদান করা হয়। [*সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৪৩৫]

১১. ইশরাকের নামাজ দুই বা চার রাকাত। সূর্যোদয়ের দশ/বারো মিনিট পর থেকে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত ইশরাকের ওয়াক্ত। তবে ওয়াক্তের শুরুতেই পড়ে নেওয়া উত্তম। ফজর নামাজ আদায় করার করার পর (পার্থিব কথা-কাজে লিপ্ত না হয়ে) নামাজের স্থানে বসে থেকে তাসবিহ-তাহলিলে ব্যস্ত থেকে ইশরাকের ওয়াক্তে হলে ইশরাক আদায় করলে সাওয়াব বেশি হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

«مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِيْ جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَه كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ»

ও চাশতের[১২] নামাজ সারা বছর পড়া হয় না, রমজানে পড়ার হিম্মত করব।

রমজান মাস কুরআনের মাস!

রমজান মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় কুরআন তিলাওয়াত বেশি করব। মাহে রমজানের সঙ্গে তো কুরআনের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। রমজান মাসকেই আল্লাহ তাআলা কুরআন নাজিল করার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ﴾

যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে ফজর নামাজ পড়ে, এরপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থেকে আল্লাহর জিকির করতে থাকে, এরপর দু-রাকাত (নফল) নামাজ পড়ে, তার জন্য একটি হজ ও একটি উমরার সাওয়াব রয়েছে। [*সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৫৮৬]

আরেক হাদিসে আছে—

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : «ابْنَ آدَمَ! اِرْكَعْ لِيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَه»

আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম-সন্তান! দিনের প্রারম্ভে আমার জন্য চার রাকাত (নফল) নামাজ পড়ো; দিনের সমাপ্তি পর্যন্ত আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। [*সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৪৭৫]

১২. চাশতের নামাজ দুই/চার/ছয়/আট বা বারো রাকাত পড়া যায়। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ দিন চার রাকাত আদায় করতেন। ইশরাক আদায়ের পর থেকে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত চাশতের ওয়াক্ত। তবে দিনের এক-চতুর্থাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর (সকাল নয়টা-দশটার দিকে) পড়ে নেওয়া উত্তম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

«مَنْ حَافَظَ عَلٰى شَفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَتْ لَه ذُنُوْبُه وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»

যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নামাজ নিয়মিত আদায় করবে, তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। [*সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৪৭৬]

আরেক হাদিসে আছে—

«مَنْ صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَه قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ»

যে ব্যক্তি বারো রাকাত চাশতের নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি স্বর্ণের প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। [*সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৪৭৩]

রুহামা

> রমজান মাস—যে মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য (আদ্যোপান্ত) হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়। [সুরা বাকারা: ১৮৫]

হাদিস শরিফে এসেছে, আল্লাহর নবী রমজান মাসে হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের সঙ্গে কুরআন দাওর করতেন।[১৩] কী চমৎকার দৃশ্য! কল্পনাতেও দেহ-মন শিহরিত হয়ে ওঠে! একবার হজরত জিবরাইল তিলাওয়াত করছেন, নবীজি শুনছেন; আবার নবীজি তিলাওয়াত করছেন, জিবরাইল শুনছেন।

মাহে রমজানের সঙ্গে যেহেতু কুরআনের বিশেষ সম্পর্ক আছে, তাই রমজানে অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি তিলাওয়াত করব। তিলাওয়াত তো প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিদিনই করা উচিত। অল্প হোক বা বেশি, প্রতিদিনই কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর কুরআনের হক ও দাবি। আর বিশেষ করে রমজান মাসে তো তিলাওয়াতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত।

আমাদের আকাবিরে দ্বীন মাহে রমজানে তিলাওয়াতের অত্যন্ত ইহতেমাম করতেন। আমরা যার তাকলিদ করি এবং যার ফিকহি বর্ণনার মাধ্যমে ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান সুস্পষ্ট, নিখুঁত ও সুচারুরূপে জানতে পারি, সেই ইমামে আজম আবু হানিফা রহ.-এর আদত ও অভ্যাস ছিল রমজানে তিনি একষট্টিবার কুরআন খতম করতেন! প্রতি রোজ দিনে এক খতম, রাতে এক খতম, আর তারাবিতে পুরো রমজানে এক খতম।

ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. হয়তো দূর-অতীতের মনীষী; কিন্তু আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি রহ. তো নিকট-অতীতের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। দেড়-দুইশ বছর পূর্বে গত হয়েছেন। ১২৫২ হিজরি মোতাবেক ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তার ইন্তেকাল। তার সংকলিত ফিকহগ্রন্থ *'ফতোয়ায়ে শামি'* পড়ে আলিমগণ মুফতি হন, ফতোয়া প্রদান করেন। তিনি রমজান মাসে প্রতিদিন একবার কুরআন খতম করতেন।

---

[১৩]. দেখুন পরিশিষ্টে উল্লেখিত হাদিস নং ৬।

আর আকাবিরে উম্মাহর মাঝে এমন ব্যক্তিত্বের সংখ্যা তো অগণিত যারা দৈনিক দশ পারা করে তিন দিনে কুরআন খতম করতেন। তেমনই পুরো কুরআনে আমরা যে সাতটি মনজিল দেখি, দৈনিক এক মনজিল করে তিলাওয়াত করে প্রতি সপ্তাহে কুরআন খতমকারীদের সংখ্যাও অনেক।

কুরআন তিলাওয়াত এত ফজিলতপূর্ণ আমল যে, এর প্রতিটি হরফের পরিবর্তে আছে দশটি করে নেকি![১৪] আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেউ যদি আলিফ-লাম-মীম পড়ে, তাহলে সে ত্রিশটি নেকি লাভ করবে। কেননা, আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।'[১৫] আজকাল টাকা-পয়সার কদর করা হয়; নেকির কদর করা হয় না। তিন হরফের বিনিময়ে ত্রিশ নেকির ঘোষণা আমাদের হৃদয়ে কোনো স্পন্দন সৃষ্টি করে না; অথচ ত্রিশ টাকার ঘোষণা আমাদের আন্দোলিত করে। আমাদের সবার জীবনে এমন একদিন আসবে, যেদিন টাকা-পয়সা কিছুই থাকবে না, সেদিন একমাত্র নেকিই কাজে লাগবে। মাত্র একটি নেকির অভাবে কাউকে জাহান্নামে যেতে হবে। একটি নেকির জন্য হয়রান ও পেরেশান হয়ে সে ছোটাছুটি করবে প্রিয়জন-আপনজন ও আত্মীয়স্বজনের কাছে। মাত্র একটি নেকি, তাহলেই জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি এবং চিরস্থায়ী জান্নাত প্রাপ্তি। কিন্তু...!

সুতরাং কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের এই ফজিলতপূর্ণ আমল আমরা রমজানে অধিক পরিমাণে করতে সচেষ্ট হব। আর যাদের কুরআন পাঠ শুদ্ধ নয়, তাদের কর্তব্য রমজানে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী কারও কাছে মশক করে কুরআন শুদ্ধ করে নেওয়া। কুরআন শুদ্ধ করা কঠিন কোনো

---

[১৪]. আর রমজানে তো প্রত্যেক আমলের সাওয়াব অন্য সময়ের চেয়ে সত্তর গুণ। সুতরাং এক হরফ তিলাওয়াতের পরিবর্তে সাতশ নেকি!

[১৫]. হাদিসটির মূলপাঠ নিম্নরূপ—

«مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَه بِه حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُوْلُ الم حَرْفٌ، وَلٰكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ»

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে একটি হরফ পড়বে, তার জন্য আছে একটি নেকি আর নেকিটিকে দশগুণ করে দেওয়া হবে। আমি এ কথা বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি হরফ। বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ এবং 'মীম' একটি হরফ। [সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২৯১০]

কাজ নয়। উনত্রিশটি হরফের সঠিক উচ্চারণ মশক করে শিখে নিই; তিলাওয়াত অনেকটা শুদ্ধ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

রোজার দাবি গুনাহ পরিত্যাগ করা

সর্বশেষ নিবেদন এই যে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। [সুরা বাকারা: ১৮৩]

রোজা ফরজ করার মাকসাদ ও উদ্দেশ্যই হলো আমাদের মাঝে যেন তাকওয়া ও খোদাভীতি সৃষ্টি হয়। বড় আফসোস ও পরিতাপের বিষয়— আমরা রমজানে রোজা অবস্থায় পানাহার থেকে বিরত থাকি; অথচ যেসব কাজ সর্বাবস্থায় গুনাহ, রোজা রেখে তা নির্দ্বিধায় করতে থাকি! রমজানের পূর্বে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত ছিলাম, রোজা রেখেও মিথ্যা বলি; রমজানের পূর্বে পরনিন্দা করতাম, এখনও করি; সুদ-ঘুষ এখনও গ্রহণ করি; এখনও মুসলিম ভাইকে কষ্ট দিই। আরও লজ্জার বিষয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখছি আর সাহরি-ইফতার করছি হারাম খাবার দিয়ে! ঘুষের অর্থ দিয়ে, সুদের মাল দিয়ে, জুয়া খেলে উপার্জিত অর্থ দিয়ে! বলুন, এই রোজার মাধ্যমে কীভাবে বরকত ও কল্যাণ নসিব হবে? এমন রোজার মাধ্যমে কীভাবে তাকওয়া ও খোদাভীতি অর্জিত হবে?

রোজা ফরজ করা হয়েছে তাকওয়া অর্জন করার জন্য। সুতরাং রমজান মাসের জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, অন্তত এ মাসে কোনো গুনাহ করব না। চোখের খেয়ানত করব না, কানের গুনাহ ও জবানের গুনাহ করব না। মিথ্যা বলব না, পরনিন্দা ও দোষচর্চা করব না, হারাম কোনো খাবার মুখে দেবো না। হাত দ্বারা বা জবান দ্বারা কাউকে কোনো কষ্ট

হাসান

দেবো না। কেউ ঝগড়া করতে চাইলে হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী তাকে বলে দেবো—আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করব না; আমি রোজাদার।[১৬]

রমজানের পূর্বেই এভাবে গুনাহমুক্ত ও ইবাদতে নিমগ্ন রমজান কাটানোর সংকল্প করা, নিজেকে প্রস্তুত করা এবং আগত রমজানের নিজামুল আওকাত ও সময়সূচিকে ব্যস্ততামুক্ত রেখে ইবাদতের জন্য বিন্যস্ত করাই হচ্ছে প্রকৃত 'ইসতিকবালে রমাযান' বা রমজানের অভ্যর্থনা। রমজানের পূর্বে সভা-সমাবেশ, টকশো আয়োজন করা কিংবা লিফলেট-ব্যানার ও 'আহলান-সাহলান মাহে রমজান'-এর পোস্টার টানানোর নাম ইসতেকবালে রমাযান নয়।

যদি আমরা এভাবে পরিকল্পনা মতো রমজান অতিবাহিত করতে পারি, তাহলে শুনুন, অন্য এক হাদিসে খোশখবরি এসেছে—

«مَنْ سَلِمَ لَه رَمَضَانُ سَلِمَتْ لَهُ السَّنَةُ»

> যার রমজান মাস সঠিকভাবে অতিবাহিত হবে, (আল্লাহপ্রদত্ত তাওফিকে) তার পুরো বছর সঠিকভাবে অতিবাহিত হবে।[১৭]

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে রমজান মাস তার রেজা ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী অতিবাহিত করার তাওফিক দান করুন এবং রমজানের হাকিকি রহমত ও বরকত, নুর ও নুরানিয়াত নসিব করুন। আমিন।

---

[১৬]. দেখুন পরিশিষ্টে উল্লেখিত হাদিস নং ১৫।

[১৭]. শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হাদিসটির সনদ সমালোচনামুক্ত নয়। মুহাদ্দিসগণের অনেকেই রেওয়ায়েতটি সম্পর্কে আপত্তি করেছেন।

হাসান

বয়ান নং ২

মাহে রমজান
সৃষ্টি-উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের মাস

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَ الْفُرْقَانِ﴾

রমজান মাস—যে মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য (আদ্যোপান্ত) হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়। [সুরা বাকারা: ১৮৫]

হামদ ও সালাতের পর,

আজকের এ জুমা-ই মাহে রমজানের পূর্বে সর্বশেষ জুমা। আগামী জুমা ইনশাআল্লাহ আমরা মাহে রমজানে আদায় করব। তাই আজ রমজান সম্পর্কে কিছু কথা আরজ করা সমীচীন মনে করছি।

মহিমান্বিত মাস রমজানের মধ্যে যে আল্লাহ পাকের অফুরন্ত রহমত ও বরকত, করুণা ও কল্যাণধারা নিহিত রয়েছে, তা তো প্রত্যেক মুসলমানেরই জানা আছে। এ মাসের মহত্ত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কেও সকলে সম্যক অবগত। তাই এ বিষয়ে আলোচনা করা মন্থিত বিষয়কে পুনঃমন্থন করারই নামান্তর!

আল্লাহ তাআলা এ মাসকে নির্ধারণ করেছেন নিজের জন্য, আপন ইবাদতের জন্য। এ মাসের দিবসে-রজনীতে, প্রতিটি ক্ষণ ও মুহূর্তে আল্লাহ পাক আপন বান্দাদের ওপর যে কী বিপুল পরিমাণ রহমত নাজিল করেন,

হাসান

বান্দা কত বিচিত্র ধরনের অনুগ্রহে সিক্ত করেন, তা তিনিই ভালো জানেন। আমি-আপনি-আমরা তা কল্পনাও করতে পারব না।

রমজান মাসের কিছু বৈশিষ্ট্য তো এমন যে, প্রত্যেক মুসলমানই তা জানে এবং আলহামদুলিল্লাহ আমলও করে। রমজান মাস রোজার মাস; রোজা ফরজ, আলহামদুলিল্লাহ অনেক মুসলমানই রোজা রাখে। রমজানের রাতের তারাবির আমলের কথাও সকলের জানা আছে; আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম উম্মাহর বড় একটি অংশের তারাবিতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়। সুতরাং এসব বিষয়ে আলোচনা নতুন কিছু নয়। আজ তাজকির ও স্মরণ করিয়ে দেওয়ার নিয়তে অন্য একটি বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা করেছি। আল্লাহ তাওফিক দান করুন। আমিন।

সাধারণভাবে মনে করা হয়, মাহে রমজান রোজা রাখা ও তারাবি পড়ার মাস। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, রোজা ও তারাবি এ মাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন দুটি ইবাদত। কিন্তু রমজানের তাৎপর্য, মহত্ত্ব ও মর্যাদা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। মাহে রমজানের তাকাজা ও দাবি, ফায়েদা ও কল্যাণমুখিতা এবং রমজান হতে অর্জনের পথ ও পন্থা আরও অনেক বিস্তৃত, আরও অনেক ব্যাপক।

বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমরা আলোচনার ধারা একটু পেছনে নিয়ে যাব।

মানবজাতির সৃষ্টি-তাৎপর্য

পবিত্র কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। [সুরা যারিয়াত: ৫৬]

এ আয়াতের ভাষ্যমতে মানবসৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব করা। আয়াতে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষ প্রেরণের মৌলিক উদ্দেশ্য বাতলে দিয়ে বলেছেন যে, মানুষ দুনিয়াতে আমার ইবাদত করবে; এ উদ্দেশ্যেই আমি তাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছি।

হাসান

সংশয়বাদীদের অনেকে আপত্তি করে যে, 'ইবাদত' মানবজাতির মাকসাদে খালক বা সৃষ্টি-উদ্দেশ্য হতে পারে না। ইবাদতের জন্য তো পূর্ব থেকেই ফিরেশতা জাতি বিদ্যমান ছিল। ফিরেশতারা সর্বদা আল্লাহর জিকির করত, ইবাদতে নিমগ্ন থাকত। এ কারণেই আল্লাহ পাক যখন আদম আ.-কে সৃষ্টির ইচ্ছা ফিরেশতাদের সামনে প্রকাশ করেছিলেন, ফিরেশতাগণ বলেছিল—

﴿نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ﴾

আমরাই তো আপনার তাসবিহ, হামদ ও পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত আছি। [সুরা বাকারা: ৩০]

সুতরাং ইবাদতের উদ্দেশ্যে ভিন্ন জাতি সৃষ্টির কী প্রয়োজন?

ফিরেশতাদের ইবাদত ও মানবজাতির ইবাদত অভিন্ন শ্রেণিভুক্ত নয়

প্রথমে তাদের এই আপত্তির উত্তর শুনুন। নিঃসন্দেহে ফিরেশতাগণ মানবসৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই আল্লাহর ইবাদত করত। কিন্তু তাদের ইবাদতের বৈশিষ্ট্য ছিল মানবজাতির ইবাদত হতে সম্পূর্ণই ভিন্ন। ফিরেশতাদের ফিতরত ও স্বভাব-প্রকৃতিই এমন যে, তাদের পক্ষে ইবাদত ও আনুগত্য-বিরোধী কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। তাদের গুনাহ করার যোগ্যতাই নেই। আল্লাহ পাক তাদের স্বভাবে এ বিষয়টি রাখেনই-নি। তাদের না ক্ষুধা বা পিপাসা লাগে, না জৈবিক চাহিদা সৃষ্টি হয়, না গুনাহর কামনা-স্পৃহা জাগ্রত হয়। আল্লাহ পাক তাদের প্রকৃতির মাঝে এ বিষয়গুলো রাখেননি। বরং সৃষ্টিগতভাবেই তারা ইতাআত ও আনুগত্যে অভ্যস্ত।

অধিকন্তু আল্লাহ পাক তাদের জন্য ইবাদতের কোনো বিনিময় রাখেননি। ফিরেশতাদের জন্য তিনি ইবাদতের পরিবর্তে আজর ও সাওয়াব, দান ও প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেননি। গুনাহ যেমন নেই, জান্নাত লাভের আজর ও সাওয়াবও নেই।

বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝুন। মনে করুন, একজন ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি-বঞ্চিত; কোনো কিছু দেখতে পায় না। দৃষ্টিশক্তি না থাকায় টেলিভিশন দেখে না, ফিল্ম-সিনেমা দেখে না, অপরিচিত মহিলার প্রতি

হাসান

দৃষ্টিপাত করে না। বলুন, তার সারা জীবনের এই দৃষ্টি-সংযমে কী কোনো কামাল ও কৃতিত্ব আছে? তার তো দেখার শক্তিই নেই।

হ্যাঁ, যিনি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, চোখে দেখেন; তিনি যদি দৃষ্টির হেফাজত করেন, বেগানা মহিলার সামনে দৃষ্টি অবনত ও সংযত রাখেন, তাহলে তা হবে কৃতিত্বের বিষয়। মনে গুনাহর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে, পরিবেশ-পরিস্থিতিও অনুকূলে, তারপরও আল্লাহর ভয়ে ও খওফে ইলাহির তাড়নায় দৃষ্টিকে অবনত রাখা হলে তা-ই হবে কামাল ও শ্রেষ্ঠত্ব।

গুনাহ হতে উভয়ই বিরত থেকেছে, দৃষ্টির হেফাজত উভয়েই করেছে, তারপরও কামাল ও শ্রেষ্ঠত্ব একজনের, অপরজনের নয়।

তদ্রূপ কোনো ফিরেশতা সকাল হতে সন্ধ্যা পানাহার থেকে বিরত থাকলে তার কোনো আজর ও সাওয়াব নেই। কারণ ফিরেশতাদের ক্ষুৎপিপাসা নেই, পানাহারের প্রয়োজনই নেই। সুতরাং পানাহার থেকে বিরত থাকায় তার কোনো কৃতিত্বও নেই।

বিপরীতে একজন মানুষ? মানুষের জন্মই হয়েছে পানাহারের প্রয়োজন ও চাহিদাকে সঙ্গী করে। একজন মানুষ যত উঁচু স্তরের মানবিক গুণের অধিকারীই হোন না কেন, তার পানাহারের প্রয়োজন হবেই। মানবজাতির মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে নবীগণের, সেই নবীগণও সৃষ্টিগতভাবেই পানাহারের মুখাপেক্ষী। এ কারণেই কাফিররা বলেছিল, ইনি আবার কেমন রাসুল! পানাহার করেন! ক্ষুধা লাগে! পিপাসা লাগে!

﴿مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾

এ কেমন রাসুল, যে খাবার খায়! [সুরা ফুরকান: ০৭]

সুতরাং সৃষ্টিগতভাবেই পানাহারের চাহিদাকে সঙ্গে নিয়ে বড় হওয়া মানুষ যখন ক্ষুধা লাগা সত্ত্বেও আল্লাহর আদেশে আহার না করে, প্রচণ্ড পিপাসা লাগার পরও আল্লাহর আনুগত্য পালনে পানি পানে বিরত থাকে; তাহলে এটাই তার শ্রেষ্ঠত্ব, এটাই তার কৃতিত্ব।

মোটকথা, যে ইবাদতের উদ্দেশ্যে ফিরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তা এমন কোনো গুণ নয়, যা জান্নাত লাভের কারণ হবে। বিপরীতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে পানাহারের চাহিদা দিয়ে, নফস ও প্রবৃত্তির তাড়না দিয়ে

ইসলাম

এবং গুনাহর আকর্ষণ দিয়ে; তারপরও মানুষ যখন আল্লাহর ভয়ে গুনাহর চাহিদা দমন করে, আল্লাহকে স্মরণ করে রমজানদিবসে পানাহার হতে বিরত থাকে, তখন তার এই ইবাদতের প্রতিদানরূপে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে দান করেন সেই জান্নাত, যার সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ﴾

এবং নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতুল্য। [সুরা আলে-ইমরান: ১৩৩]

গুনাহর চিন্তা অন্তরে জাগা দূষণীয় নয়!

হজরত ইউসুফ আ.-এর ঘটনা স্মরণ করুন। ইউসুফ-জুলায়খার ঘটনা তো সকলেই জানেন। ইউসুফ আ. কীভাবে জুলায়খার প্ররোচনা মোকাবিলা করেছিলেন, তাও সকলে জানেন। উক্ত ঘটনায় হজরত ইউসুফ আ.-এর কামাল ও কৃতিত্ব তো তা-ই ছিল, যা কুরআনের ভাষায় এভাবে এসেছে—

﴿وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَ هَمَّ بِهَا﴾

স্ত্রীলোকটি তো স্পষ্টভাবেই ইউসুফের সঙ্গে (অসৎ কর্ম) কামনা করেছিল আর ইউসুফের মনেও স্ত্রীলোকটির প্রতি ইচ্ছা জাগ্রত হয়েই যাচ্ছিল...। [সুরা ইউসুফ: ২৪]

জুলায়খা যখন হজরত ইউসুফ আ.-কে আহ্বান করেছিলেন, তখন জুলায়খার অন্তরে যেমন গুনাহর বাসনা জাগ্রত হয়েছিল, আয়াতের ভাষ্য অনুসারে হজরত ইউসুফ আ.-এর মধ্যেও মনোবাসনা তৈরি হয়েছিল।

অনেকে বলে থাকে, 'ইন্নালিল্লাহ! নবীর অন্তরে এ ধরনের চিন্তা?!' আরে! এটাই তো নবীর কামাল ও শ্রেষ্ঠত্ব যে, মাটির তৈরি মানুষ হয়েও মনে কুমন্ত্রণা জাগ্রত হওয়ার পরও আল্লাহর ভয়ে, আল্লাহর বড়ত্বের কল্পনা করে নিজের মনোবাসনা দমন করেছেন এবং রাব্বে কারিমের সামনে শির অবনত করে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

﴿اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾

তিনি তো আমার মনিব। তিনি আমাকে ভালোভাবে রেখেছেন।

[সুরা ইউসুফ: ২৩]

মনে যদি কুমন্ত্রণা জাগ্রত না হয়, গুনাহর আগ্রহ সৃষ্টিই যদি না হয়, তাহলে শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্ব কীসের? শ্রেষ্ঠত্ব তো তখনই, যখন গুনাহর পরিবেশও থাকে, পারিপার্শ্বিকতাও পক্ষে থাকে, মনে গুনাহর প্রতি আকর্ষণও থাকে, এরপরও গুনাহ থেকে বিরত থাকা হয়।

কথা বেশ দীর্ঘ হয়ে গেল। বলছিলাম, মানবজাতির সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ইবাদত' আর সে ইবাদত ফিরেশতাদের ইবাদত হতে ভিন্ন শ্রেণির ইবাদত।

মানবসৃষ্টির যে উদ্দেশ্যের কথা এতক্ষণ বলা হলো তার দাবি তো এই যে, মানুষ সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহরই ইবাদত করবে, দিবস-রজনীর একটি মুহূর্তও ইবাদত ছাড়া কাটাবে না। কারণ, সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো ইবাদত। অন্য কোনো কাজের অনুমতিই তো নেই।

অধিকন্তু অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন—

﴿اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾

বস্তুত আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে—এর বিনিময়ে।

[সুরা তাওবা: ১১১]

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জান-মাল, জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন, আর বিনিময়ে দিয়েছেন পরকালে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।

সুতরাং আমাদের জান-প্রাণ জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রিত পণ্য। এ প্রাণের মালিকানা আমাদের নয়। এর দাবি এই ছিল যে, আমরা আপন প্রাণ ও অস্তিত্বকে, শরীর ও প্রতিটি শক্তিবিন্দুকে আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যয় করব না।

সুতরাং আল্লাহ যদি বলতেন, 'বান্দা, তোমাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ইবাদতের জন্য, আর তোমার জান আমি কিনে নিয়েছি জান্নাতের বিনিময়ে; কাজেই সকাল-সন্ধ্যা আমার ইবাদতেই নিমগ্ন থাকো, দিবস-রজনী সিজদাতেই কাটিয়ে দাও; অন্য কিছু করার অনুমতি তোমার নেই,

হাসান

পানাহার-নিদ্রা-বিশ্রাম কোনো কিছুর সুযোগ তোমার নেই', তাহলে আল্লাহর এই আদেশ মোটেও অযৌক্তিক হতো না।

কিন্তু আল্লাহ যে বড় আশ্চর্য ক্রেতা! মূল্যের প্রতিশ্রুতি তো পুরোপুরি, প্রতিশ্রুতি পূরণও করবেন পুরোপুরি, কিন্তু ক্রয় করা পণ্য বিক্রেতাকেই ফিরিয়ে দিয়ে বলছেন, 'বান্দা, তোমার জান তোমার কাছেই রাখো!' আরও বলছেন, 'তোমাকে পানাহারের বৈধতাও দেওয়া হলো, শরিয়তের বৈধ সীমারেখার ভেতর থেকে হাসি-ঠাট্টা, কথাবার্তার অনুমতি দেওয়া হলো; শুধু সময়মতো নামাজ আদায় করো, আর এই এই আচরণ ও উচ্চারণ থেকে বিরত থেকো।' কত দয়া আল্লাহ পাক আপন বান্দার প্রতি করেছেন!

মাহে রমজানের দাবি সৃষ্টি-উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন

আল্লাহ ভালো করেই জানেন—এমন বৈধতা দানের ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, ভালো-মন্দ উভয় ধরণের কর্মযোগ্যতার অধিকারী মানুষ যখন পার্থিব কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন ধীরে ধীরে আখিরাত ও আখিরাতের বিধি-বিধান ভুলে যাবে।

জায়েজ পদ্ধতিতে ব্যবসা করার অনুমতি আছে, চাকরি করার অনুমতি আছে। কিন্তু জায়েজ ব্যবসা বা চাকরি করতে গিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে তাতেই ডুবে যায়; অন্তরে গাফলতের মরিচা পড়ে, সম্পদপ্রীতির পর্দা পড়ে যায়।

এ ধরনের গাফলত ও সম্পদপ্রীতির মরিচা দূর করতে আল্লাহ পাক কিছু বিধি-বিধান রেখেছেন। মাহে রমজানের রোজা তারই একটি।

বছরের এগারো মাস পানাহারের অবাধ অনুমতি ছিল, মনমতো কথাবার্তা বলা এবং নির্দোষ রসিকতা ও হাসি-ঠাট্টা করার অনুমতি ছিল। মানুষ এগারো মাস এসব পার্থিব কাজেই ব্যস্ত ছিল। এখন এক মাস আল্লাহ পাক নির্ধারণ করেছেন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য; ইবাদত ও আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকার জন্য।

আল্লাহ যেন আপন বান্দাদের সম্বোধন করে বলছেন, 'বান্দা! আপন সৃষ্টি-উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে এসো, ইবাদতে নিমগ্ন হও; বিগত এগারো মাসে

হাসান

যেসব গুনাহ করে ফেলেছ, তা মাফ করিয়ে নাও; সৎকর্মের স্বভাবযোগ্যতার ওপর ময়লার যে আবরণ পড়েছে, তা ধুয়ে ফেলো; গাফলতের যে পর্দা অন্তরকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে, তা ছিঁড়ে ফেলো। এ মাস তোমার রাব্বে কারিমের দিকে প্রত্যাবর্তনের মাস, আপন সৃষ্টি-উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে আসার মাস।'

আপনারা কি রমজান শব্দের অর্থ জানেন? উর্দু (ও বাংলা) ভাষায় 'রমজান' বলা হলেও আরবিতে এর সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে মীম বর্ণে যবর যোগে 'রমাযান'। কুরআনে শব্দটি এ উচ্চারণেই এসেছে। আরবিতে 'রমাযান' শব্দের অর্থ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মকারী। কতক ভাষাবিদের অভিমত হলো, সর্বপ্রথম এ মাস যেহেতু প্রচণ্ড গরমের মধ্যে এসেছিল, তাই গরমের আতিশয্য বোঝাতে এ মাসের নাম রাখা হয়েছে রমাযান। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের মত হলো—আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেহেতু এ মাসে আপন ফজল ও করমে, দয়া ও অনুগ্রহে বান্দার গুনাহকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেন, তাই এ মাসের নাম 'রমাযান' বা ভস্মকারী মাস।

সুতরাং এ মাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে এগারো মাস দুনিয়াবি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকায় অন্তরে যে গাফলত ছড়িয়ে পড়েছে, তা দূর করা; এগারো মাস যেসব গুনাহ হয়ে গেছে, আল্লাহর কাছ থেকে তা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া।

এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

> হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। [সুরা বাকারা: ১৮৩]

মোটকথা, রমজান মাসের দাবি কেবল রোজা রাখা ও তারাবি পড়াতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ মাসের দাবি হলো মাসের সর্বোচ্চ থেকে সর্বোচ্চ সময়কে কর্ম-ব্যস্ততা মুক্ত করে আপন উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। পুরো মাস বা মাসের অধিকাংশ সময়কে পার্থিব ঝামেলামুক্ত রেখে

হাসান

ইবাদতে ব্যয় করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা। বস্তুত এরই নাম হচ্ছে 'ইসতিকবালে রমাযান' বা রমজানকে স্বাগত জানানো।

বর্তমানে মিশর, সিরিয়াসহ আরববিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং সেখানকার অনুকরণে আমাদের দেশে ইসতিকবালে রমাযান নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কুরআন তিলাওয়াত, হামদ-নাত ও আলোচনা মাহফিলের মাধ্যমে রমজানকে স্বাগত জানানো হয়। এসব অনুষ্ঠান আয়োজনের পেছনের উদ্দেশ্য তো মহৎ, জযবা ও উদ্দীপনা তো নির্দোষ; কিন্তু কখনো কখনো এই নেক জযবা ও নির্দোষ উদ্দীপনাই বাড়তে বাড়তে ভবিষ্যতে বিদআতের রূপ ধারণ করে।

প্রকৃতপক্ষে রমজানের ইসতিকবাল ও অভ্যর্থনা হচ্ছে নিজের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কর্মসূচিকে পরিবর্তন করে অধিকাংশ সময়কে ইবাদতের জন্য ফারেগ করা, ব্যস্ততা কমিয়ে ইবাদতে বেশি সময় দেওয়া।

এই মনোভাব সামনে রেখে রমজান মাস কাটালে এ মাসের রূহ ও রূহানিয়াত, প্রাণ ও প্রাণশক্তি, রহমত ও বরকত এবং দান ও কল্যাণ অর্জিত হবে, ইনশাআল্লাহ। আর যদি এই মনোভাব না থাকে, রমজানে ইবাদতে নিমগ্ন থাকার ফিকির ও মনোভাব, তৈয়ারি ও প্রস্তুতি না থাকে; তাহলে প্রথাগতভাবে রমজান আসবে, চলেও যাবে, গাফলতের পর্দাও দূর হবে না, গুনাহর খাতাও পরিষ্কার হবে না।

তো আজকের আলোচনার প্রথম বিষয় এই যে, প্রথমে আমি নিজে এবং আমরা সকলে রমজানের জন্য সঠিক সময়সূচি-কর্মসূচি তৈরি করে তা অনুযায়ী আমল করার প্রস্তুতি নেব। রমজানের পূর্বে আজই ঠিক করে নেবো—রমজানে ইবাদতে নিমগ্ন থাকার জন্য কোন কোন কাজ একেবারেই বাদ দেবো, কোন কোন কাজ স্থগিত বা বিলম্বিত করব। সর্বোচ্চ চেষ্টা করব এ মাসকে যাবতীয় কর্মমুক্ত রাখার।

হাসান

মাহে রমজানে কী আমল করব?

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, যখন এ মাসকে ইবাদতের জন্য ফারেগ করলাম তো এ মাসে কী ইবাদত করব? এ মাস কীভাবে অতিবাহিত করব?

এ মাসে রোজা রাখা, তারাবি পড়ার কথা তো আমরা সকলেই জানি। আলহামদুলিল্লাহ, ঈমানের অতি সামান্য আলোকচ্ছটাও যার অন্তরে বিদ্যমান আছে, তার মাঝে মাহে রমজানের আজমত ও বড়ত্বের অনুভূতি জাগ্রত থাকে এবং সে এ মাসে যথাসম্ভব নফল ইবাদত, জিকির-আজকার ও কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আরও বেশি বেশি ইবাদতের তাওফিক দান করুন।

কিন্তু আমি আপনারকে ভিন্ন একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। নিঃসন্দেহে বেশি বেশি নফল নামাজ, জিকির ও তিলাওয়াত, এগুলো অত্যন্ত উত্তম আমল। কিন্তু এ সবই হচ্ছে নফল; এরচেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বের দাবিদার একটি ফরজ আমল, যার প্রতি আমাদের মোটেই ভ্রুক্ষেপ নেই। আর তা হচ্ছে এ মাস সব ধরনের গুনাহমুক্ত অবস্থায় অতিবাহিত করা। চোখকে অবৈধ দৃষ্টি ও অন্যায় বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে পবিত্র রাখা, কানকে অবৈধ শ্রবণ হতে হেফাজত করা, জবানকে অন্যায় ও অশ্লীল উচ্চারণ হতে মুক্ত রাখা; এককথায় সবধরনের গুনাহ থেকে পূর্ণ বিরত থাকা।

আমি তো বলব যে, এক রাকাত নফলও না পড়ুন, অধিক তিলাওয়াত না করুন, জিকির-তাসবিহ পাঠ না করুন; কিন্তু এ মাস গুনাহমুক্ত অতিবাহিত করুন।

এই সিদ্ধান্ত করে নিন যে, এ মাস আল্লাহর মাস। অন্ততপক্ষে এ মাসে আল্লাহর অবাধ্যতা করব না। গুনাহে লিপ্ত হব না। গিবত ও পরনিন্দা করব না, মিথ্যা বলব না, কানের অবৈধ ব্যবহার করব না, ঘুষের লেনদেন করব না। অন্তত এই একটি মাস নিজেকে অন্যায় থেকে বিরত রাখব।

'রোজা' অর্থ কী? রোজা অর্থ আহার থেকে বিরত থাকা, পান করা থেকে বিরত থাকা, নিজের জৈবিক চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত থাকা। অথচ এ তিনটি বিষয়ই সাধারণ অবস্থায় হালাল ও বৈধ। রোজা রাখা অবস্থায়

হাসান

হালাল বিষয় পরিহার করছি, অথচ যেসব বিষয় সর্বাবস্থায় হারাম, তাতে নিশ্চিন্তে লিপ্ত হচ্ছি!

রোজা রেখে মিথ্যা বলছি!

রোজা রেখে পরনিন্দা করছি!

রোজা রেখে সময় কাটাতে টিভি-সিনেমার অশ্লীল দৃশ্য উপভোগ করছি!

রোজা রেখে দৃষ্টিশক্তির অন্যায় ব্যবহার করছি!

এ কারণেই হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِه فَلَيْسَ لِلّٰه حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَه وَشَرَابَه»

(রোজা রেখে) যে ব্যক্তি মিথ্যাচার ও অন্যায় কর্ম পরিহার করল না, তার পানাহার ত্যাগ ও ক্ষুধার্ত থাকার আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।[১৮]

সুতরাং সার্বক্ষণিক হারাম মিথ্যাকে ছাড়তে না পারলে পানাহার পরিত্যাগে কী হবে? যদিও ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে তার এ রোজার কাজা ওয়াজিব নয়, কিন্তু এ ধরনের রোজার দ্বারা কোনো আজরই সে পাবে না, রোজার রূহ ও প্রাণশক্তি, বরকত ও কল্যাণ কিছুই সে লাভ করবে না।

রোজা তাকওয়া অর্জনের স্বতন্ত্র সোপান

কিছুক্ষণ পূর্বে আমি আপনাদের সামনে যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি তাতে রমজানের রোজা ফরজ করার হিকমত ও গূঢ় রহস্য এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে যেন আমাদের অন্তরে তাকওয়া ও খোদাভীতি সৃষ্টি হয়। রোজার মাধ্যমে কীভাবে তাকওয়া সৃষ্টি হবে?

কোনো কোনো আলিম এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, রোজা মানুষের মাঝে বিদ্যমান পাশবিক শক্তিকে দমিত করে। ক্ষুধার্ত থাকার কারণে তার পাশবিক চাহিদা ও প্রবৃত্তি স্তিমিত হয়ে যায়। ফলে অন্যায়

---

১৮. ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১৯০৩। অর্থাৎ তার পানাহার বর্জনকে আল্লাহ পাক কবুল করবেন না।

কাজ ও গুনাহর কাজের প্রতি আগ্রহ-আকর্ষণও কমে যায় এবং এভাবেই তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

কিন্তু হাকিমুল উম্মত হজরত আশরাফ আলী থানবি রহ. (আল্লাহ হজরতের মর্যাদা বুলন্দ করুন) বলেছেন, প্রকৃত কথা এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি সঠিক পদ্ধতিতে রোজা রাখে, তাহলে এ রোজা নিজেই তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম হবে। কেননা, তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহর বড়ত্ব ও প্রতাপের অনুভূতি অন্তরে ধারণ করে গুনাহ থেকে বিরত থাকা। এই অনুভূতি অন্তরে থাকা যে, আমি তো আমার রবের সামনে আছি। আমার প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ তিনি অবলোকন করছেন। এই অনুভূতিকে লালন করে গুনাহ হতে বিরত থাকার নামই হলো তাকওয়া।

পবিত্র কুরআনে যেমন বর্ণিত হয়েছে—

﴿وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى﴾

আর যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় পোষণ করে এবং নিজেকে মন্দ চাহিদা হতে বিরত রাখে। [সুরা নাযিআত: ৪০]

রোজা হচ্ছে এই তাকওয়া অর্জনের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ। একজন মুসলমান যখন রোজা রাখে, সে যত বড় গুনাহগার হোক না কেন, যদি প্রচণ্ড গরমের দিনও হয়, পিপাসায় কাতরও হয়, দরজা-জানালা বন্ধ কামরায় একাকীও হয়, হাতের নাগালে ফ্রিজে বরফ-শীতল পানিও থাকে, আর তার নফস তাকে প্ররোচিত করতে থাকে যে, যাও! উঠে পানি পান করে নাও, কেউ দেখবে না; তারপরও সে পানি পান করবে না। অথচ পান করলে দেখার কেউ নেই, জানার কেউ নেই, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করার কেউ নেই, পাকড়াও করার কেউ নেই। এরপরও কেন পান করবে না. কারণ একটাই, হৃদয়ে সুপ্ত এই অনুভূতি যে, আল্লাহ তো দেখছেন! আর এর নামই তো তাকওয়া।

রোজার মাঝে বিদ্যমান এই তাকওয়ার কারণেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

«اَلصَّوْمُ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِه، يَدَعُ شَهْوَتَه وَطَعَامَه مِنْ أَجْلِيْ»

> রোজা তো একমাত্র আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দিয়ে থাকি। রোজাদার আমার জন্যই প্রবৃত্তি-চাহিদা ও পানাহার থেকে বিরত থাকে।[১৯]

অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রে দশ গুণ, বিশ গুণ, সত্তর গুণ, সাতশ গুণ সাওয়াব আমি আল্লাহ দিয়ে থাকি; কিন্তু রোজা? রোজার প্রতিদান আমি নিজে দেবো। প্রচণ্ড পিপাসায়ও বান্দা আমাকে ভোলেনি, হাতের নাগালে বরফ-শীতল পানি পেয়েও বান্দা আমাকে বিস্মৃত হয়নি, কেবল আমার ভয়ে সে আমার হুকুম অমান্য করেনি। সুতরাং তার আমল ও সৎকর্মের আজর ও প্রতিদান আমি নিজে তাকে প্রদান করব।

তো বলছিলাম, রোজাদার বান্দার এই অনুভূতির নামই তাকওয়া আর রোজা তাকওয়া অর্জনের স্বতন্ত্র মাধ্যম। যখন রোজা ফরজ করা হয়েছে তাকওয়া অর্জনের জন্য, তাই আল্লাহ যেন বান্দাকে সম্বোধন করে বলছেন, 'বান্দা, আরেকটু অগ্রসর হও। আমার ভয়ে পানাহার থেকে যেমন বিরত থেকেছ, তদ্রূপ কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন অন্যায় ও গুনাহর নানা রকম আকর্ষণ তোমার নফস ও মনকে প্ররোচিত করবে, তখনও আমার ভয়ে তা থেকে বিরত থেকো।'

রোজার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জনের এই প্রশিক্ষণ তখনই পরিপূর্ণ হবে, যখন জীবনের সকল ক্ষেত্রে 'আল্লাহ দেখছেন'-এই ভয়ে গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকা হবে। শুধু পানাহার থেকে উদরকে নিবৃত্ত রাখলাম; কিন্তু হাত, চোখ, কান ও জবানকে গুনাহে নিমগ্ন রাখলাম, তাহলে তো তারবিয়াত ও সংশোধনের প্রশিক্ষণ পূর্ণ হলো না।

কামরা শীতল করার জন্য এয়ার-কন্ডিশনার লাগানো হলো। কিন্তু দরজা-জানালা খোলা রেখে এসির সুইচ চালু করলে কামরা কী শীতল হবে? একদিকে ঠান্ডা বাতাস তৈরি হবে, আরেকদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে; কামরা আর শীতল হবে না। তদ্রূপ হাত-পা, চোখ-কান ও জবানের দরজা খোলা রেখে রোজার এসি চালু করলেও তাকওয়ার নুর ও শীতলতা অর্জিত হবে না, গুনাহর দরজা দিয়ে সব বেরিয়ে যাবে।

---

[১৯]. ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১১৫১।

সাহরি-ইফতারে কৃচ্ছ্রসাধন আবশ্যক নয়

সুতরাং মাহে রমজানে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে গুনাহ থেকে বাঁচা। নফল ইবাদত, জিকির ও তাসবিহ আদায়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গুনাহমুক্ত রমজান অতিবাহিত করা।

অনেকে মনে করেন, রোজার প্রকৃত বরকত ও কল্যাণ অর্জন করতে হলে সাহরি ও ইফতারে খুব অল্প পরিমাণে আহার করতে হবে। সাহরি-ইফতারে যদি পেট পুরেই আহার করলাম, তাহলে নফস আর দমিত হলো কোথায়! কিন্তু হাকিমুল উম্মত থানবি রহ. এ ধরনের চিন্তাধারাও প্রত্যাখান করেছেন। তিনি বলেছেন, না ভাই, এসব ভিত্তিহীন কথা। সাহরি-ইফতারে কম আহারের কোনো প্রয়োজন নেই। সাহরি-ইফতারেও অন্য সময়ের মতো পরিমিত পানাহার করো। হ্যাঁ, মাত্রাতিরিক্ত পানাহার তো রমজান ব্যতীত অন্য মাসেও অপছন্দনীয়। কিন্তু বিশেষ করে রমজানের রাতে পানাহারে কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতি যত্নবান হওয়ার কোনো দরকার নেই। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেছেন—

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

আর যতক্ষণ না ভোরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে পৃথক হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খাও, পান করো। [সুরা বাকারা: ১৮৭]

স্বয়ং আল্লাহ যখন সুবহে সাদিক পর্যন্ত নিশ্চিন্তে পানাহার করতে বলেছেন, তখন স্বল্প পানাহারের পাবন্দি করা বন্দেগি ও আনুগত্যের দাবি নয়। পাশবিক শক্তি ও চাহিদা দমন করা মূল কথা নয়; পুরো দ্বীনের মূল মর্ম হলো সমস্ত ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ।

দেখুন, আল্লাহ তাআলা রমজান-দিবসে উপোস থাকার আদেশ করেছেন। তো উপোস থাকাই আল্লাহর কাম্য। এমনকি বান্দার মুখের উপবাসজনিত দুর্গন্ধও আল্লাহর পছন্দ। কিন্তু যেই মাত্র সূর্য ডুবে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর হুকুম—বিলম্ব না করে এখনই ইফতার করো। সুতরাং দ্রুত ইফতার করাই আল্লাহর কাম্য। এ কারণেই ইফতারে বিলম্ব না করাকে

হাসান

মুসতাহাব গণ্য করা হয়েছে এবং বিনা কারণে বিলম্ব করাকে মাকরূহ বলা হয়েছে।

কেন? এ কারণেই যে, সূর্যাস্তের পর হুকুম হচ্ছে পানাহারের। তাই পানাহার হতে বিরত থাকাই বরং এ সময় অপছন্দনীয়। বোঝা গেল, বান্দার কাজ নিঃশর্ত আনুগত্য করা; বিবেক ও যুক্তির দেওয়াল দাঁড় করানো নয়।

জনৈক অন্তর্জ্ঞানী কত চমৎকার কথা বলেছেন! তিনি বলেছেন, লোভ-লালসা মানবচরিত্রের অত্যন্ত নিন্দনীয় একটি দিক। পার্থিব কোনো বস্তুর লোভ করা শরিয়তে পছন্দনীয় নয়। কিন্তু আমার মাবুদ যদি বলেন, 'লোভ করো', তাহলে আমি লোভই করব, লালসার মাঝেই স্বাদ পাব। আরিফে রুমির ভাষায়—

چوں طمع خواہد ز من سلطان دین　　خاک بر فرق قناعت بعد ازین

> দ্বীনের অধিপতি আমার আল্লাহ যদি আমার কাছে দাবি করেন 'লোভ করো', তখন তো অল্পেতুষ্টির মাথায় ধুলি ছুড়ে মারাই কর্তব্য![২০]

সূর্যাস্তের এক মিনিট পূর্বে যদি কেউ সামান্য বুট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য এমনকি অসতর্কতাবশতও খেয়ে ফেলে, তবুও তার রোজা ভেঙে যাবে। আর ইচ্ছাকৃত খেলে তো কাফফারাও ওয়াজিব হবে। সন্ধ্যা ছয়টায় ইফতারির সময়, ছয়টার পর এক মিনিট দেরি করাও মাকরূহ ও অপছন্দনীয়; অথচ পাঁচটা উনষাট মিনিটে মাত্র একটি বুটের দানা খেলে কাফফারা হিসেবে ষাটটি রোজা রাখা আবশ্যক! আশ্চর্যের কিছুই নেই; কারণ, বিষয় এক মিনিটের নয়, একটি বুটের দানার নয়, বিষয় আল্লাহর হুকুম মানা-না মানার। ছয়টার পর আমার হুকুম ছিল—খাও; তুমি খেলে না কেন? ছয়টার এক মিনিট পূর্বেও আমার হুকুম ছিল—পানাহার থেকে বিরত থাকো, তুমি খেলে কেন?

ওদিকে সাহরির সময় আল্লাহর হুকুম বিলম্ব করে শেষ সময়ে আহার করা। বেশি আগে সাহরি খাওয়া সুন্নাহ-বিরোধী। সাহাবায়ে কেরাম শেষ সময়েই

---

২০. আল্লামা রুমি, *মসনবি*, পঙ্‌ক্তি নং ২৬৯৫।

সাহরি গ্রহণ করতেন। অনেকে মধ্য রাত বা তারও পূর্বে সাহরি খেয়ে নেয়; এটা সুন্নাতের খেলাফ। কেননা, পূর্বে যেমন বলেছি, সুবহে সাদিকের পূর্বের সময়ে তো পানাহারের অনুমতি আছে; বরং হুকুমও আছে। তো যতক্ষণ সময় বাকি আছে, পানাহার করাতেই আনুগত্য; যখন সময় শেষ, বিরত থাকাতেই আনুগত্য।

হজরত থানবি রহ. বলেন, যখন আল্লাহ বলেছেন, খাও; তো না খাওয়া বা কম খাওয়া আনুগত্য নয় আর সাহরি-ইফতারে স্বল্পাহারের পাবন্দিও কাম্য নয়। মূল পাবন্দির বিষয় হলো গুনাহ থেকে বিরত থাকা; চোখ-কান, হাত ও জবানকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা।

আমাদের হজরত (ডা. আবদুল হাই আরিফি রহ.) এক রমজানে বয়ানের মাঝে বলেছিলেন, ভাই, আমি তো এ কথা বলব যে, প্রয়োজনে নফসকে এই বলে প্রবোধ দাও যে, শুধু এই এক মাস গুনাহ থেকে বিরত থাকব। রমজান অতিবাহিত হওয়ার পর যা ইচ্ছা তাই করব! আরে! এক মাসই তো, এরপর তো ইচ্ছেমতো মনের চাহিদা পূরণ করতে পারব!

হজরত বলেছিলেন, কোনো ব্যক্তি যদি এভাবেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যায়, আমি আল্লাহর রহমতের প্রতি এ আশা রাখি যে, এক মাস পর আল্লাহ তাআলা তার নফস ও অন্তরের মধ্যে চির জীবন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দেবেন।

বর্তমানের বড় ফিতনা রেডিও, টেলিভিশন। এক মাসের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যাই যে, আপন চোখ-কানকে এক মাস এসব অশ্লীল বস্তু থেকে দূরে রাখব।

ইসলাম

রমজানে হারাম ভক্ষণ করব না

হজরত রহ. দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বলতেন তা হচ্ছে, কমপক্ষে এই এক মাস হালাল রিজিকের ইহতিমাম করুন। এই প্রতিজ্ঞা করুন, এই এক মাস শুধু এমন লোকমাই মুখে দেবো যা আমার জন্য বৈধ।

এমন যেন না হয় যে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য রোজা রাখলাম আর সাহরি করলাম হারাম খাবার দিয়ে! আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য রোজা রাখলাম আর ইফতার করলাম অবৈধ খাবারে উদর পূর্ণ করে! এ রোজা তো কখনই তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম হবে না।

আলহামদুলিল্লাহ, অনেকের তো মৌলিক জীবিকার পন্থা হালাল। তবে বছরের অন্য সময়ে উপার্জনের ক্ষেত্রে কিছু এদিক সেদিক হয়ে যায়; কখনো কখনো মিথ্যা বা অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া হয়, আল্লাহ হেফাজত করুন, তাদের জন্য তো হালাল খাদ্যের পাবন্দি করা সহজ। রমজান মাস তো ধৈর্যধারণ ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের মাস। এ মাসে সহমর্মিতার পরিবর্তে কারও প্রতি জুলুম ও অন্যায় কিছুতেই যেন না হয়।

কিন্তু অনেকের জীবিকার মূল পন্থাই অবৈধ। উদাহরণস্বরূপ সুদি চাকরি। তাদের উদ্দেশে হজরত বলতেন, অন্তত রমজানের জন্য হালাল জীবিকার ইহতেমাম করুন। এক মাসের জন্য অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নিন। এই মাসের খরচের জন্য কোনো হালাল জীবিকার ব্যবস্থা করে নিন। ব্যবস্থা না হলে প্রয়োজনে কর্জ নিন। তবুও এক মাস হারাম খরচ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।

তো এ কথা আরজ করছিলাম যে, এ মাসে নফলের ইহতেমাম করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

আর কেউ যদি চেষ্টা করে, তার জন্য বিষয়টি বড় সহজ। কারণ, এ মাসে আল্লাহ তাআলা শয়তানকে শৃঙ্খলিত করে রাখেন। শয়তানের পক্ষে সম্ভব নয় এ মাসে কাউকে প্ররোচিত করা। সুতরাং নিজ নফসের সঙ্গে লড়াই করুন এবং এ মাসে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করুন।

হাসান

মাহে রমজান ক্রোধ সংবরণের মাস

তৃতীয় বিষয় হলো গোস্বা ও ক্রোধ সংবরণ করা। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ মাস হলো ধৈর্যধারণের মাস; এ মাস সহমর্মিতার মাস। সুতরাং ক্রোধ ও গোস্বা থেকে বিরত থাকুন। পাশাপাশি ক্রোধ ও গোস্বার কারণে সৃষ্টি হয় এমন সব অপরাধ—তর্ক-বিতর্ক, মারামারি-হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকেও বেঁচে থাকুন। হাদিস শরিফে এসেছে—

«فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّه أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَه فَلْيَقُلْ إِنِّيْ امْرَؤٌ صَائِمٌ»

তোমাদের কেউ যেদিন রোজা রাখবে, সে যেন সেদিন কোনো অশ্লীল আচরণ-উচ্চারণ না করে, আর ঝগড়া-বিবাদ (হইচই-শোরগোলও) না করে। কেউ তাকে গালমন্দ করলে বা তার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইলে সে যেন বলে দেয়, 'আমি তো রোজাদার'।[২১]

মোটামুটি এই ছিল কিছু বুনিয়াদি ও মৌলিক কথা। বাকি করণীয় ইবাদত সম্পর্কে তো আপনাদের জানাই আছে। রোজা রাখা, তারাবি পড়া, বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা, চলা-ফেরা ও ওঠা-বসায় বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা, তিন তাসবিহ, দুরূদ শরিফ ও ইসতেগফারের ইহতেমাম করা, বেশি বেশি নফল নামাজ পড়া, খুশু-খুজুর সঙ্গে নফল আদায়ের চেষ্টা করা। বিশেষ করে বছরের অন্য সময়ে তো তাহাজ্জুদের জন্য ওঠার তাওফিক হয় না, রমজানে সাহরি খাওয়ার জন্য ওঠতেই হয়। সুতরাং রমজানে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন। মাহে রমজানের রহমত, বরকত ও মাগফিরাত নসিব করুন। আমিন।

---

[২১]. ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ১৯০৪ ও ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১১৫১।

বয়ান নং ৩

রমজানের প্রস্তুতি নিন নববি নির্দেশনা অনুযায়ী

হামদ ও সালাতের পর,

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজ এমন এক মুহূর্তে আপনাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার তাওফিক দান করেছেন, যখন মাহে রমজানুল মোবারক একেবারেই আসন্ন। তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের আলোচনায় রমজান সম্পর্কে কিছু কথা আরজ করা মুনাসিব মনে হচ্ছে।

রমজান মাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

মাহে রমজান বছরে মাত্র একবার আসে। আল্লাহ তাআলা এ মাস প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য নির্ধারিত করেছেন। এমনিতে তো বছরের বারো মাস, প্রত্যেক মাসের ত্রিশ দিন সবই আল্লাহর সৃষ্টি। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে বছরের মাসগুলোর মাঝে এবং মাসের দিনগুলোর মাঝে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। প্রতিদিনই সূর্য উদিত হয়, অস্তও যায়; দিনের গমনে রাতের আগমন এবং রজনীর প্রস্থানে দিবসের পুনঃআগমন—সারা বছর একই নিয়ম। কিন্তু আল্লাহ পাক বছরের কোনো কোনো মাসকে কিংবা মাসের কিছু দিনকে এই বলে নিজের দিকে বিশেষভাবে সম্বন্ধিত করেছেন যে, এটি আমার মাস, এটি আমার দিন। আর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি এই সম্বন্ধের কারণে উক্ত মাস ও দিনসমূহের মধ্যে বিশেষ এক মর্যাদা, পবিত্রতা ও স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অতি সামান্য নিসবত ও সম্বন্ধও মাখলুকের জন্য অত্যুচ্চ মর্যাদার বিষয়।

কাবাঘরের বিষয়টিই ভেবে দেখুন। সাধারণ পাথরের তৈরি একটি ঘর। কোনো কারুকার্য নেই, প্লাস্টার বা চুনকামও করা নেই; পেইন্ট-পালিশের কোনো বালাই নেই। স্থূল দৃষ্টিতে এ ঘরের কোনো বিশেষত্ব বা আকর্ষণই

নেই। কিন্তু আল্লাহ পাক যখন এ ঘরকে নিজের প্রতি সম্বন্ধিত করেছেন এবং একে 'বাইতুল্লাহ' নামকরণ করেছেন, তখন এই অতি সাধারণ কাঠামোর মাঝেই এমন আকর্ষণ, আবেদন ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, সারা পৃথিবীর মুসলমানগণ দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় সব স্থান বাদ দিয়ে বাইতুল্লাহর জিয়ারতের জন্য ছুটে আসে। বাইতুল্লাহর প্রতি একবার তাকিয়ে একজন মুসলমান যে অপার্থিব লাযযাত ও অনির্বচনীয় স্বাদ অনুভব করে, তা অন্য কোথাও করে না। কারণ একটাই, আল্লাহ পাক যখন এ ঘরকে নিজের প্রতি সম্বন্ধিত করে একে বাইতুল্লাহ নামকরণ করেছেন, এ ঘর বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে গেছে এবং মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের আদেশ করা হয়েছে—এ ঘরের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ো, এ ঘরের চারপাশে তাওয়াফ করো।

রমজান মাসও বছরের অন্যান্য মাসের ন্যায় একটি মাস। এ মাসের দিনগুলোও বছরের অন্যান্য দিনের মতো চব্বিশ ঘণ্টারই দিন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ মাসকে আপন নিসবত ও সম্বন্ধের গৌরব ও মর্যাদা দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ﴾

> রমজান মাস—যে মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য (আদ্যোপান্ত) হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়। [সুরা বাকারা: ১৮৫]

এই রমজান মাসকে আমি নির্বাচন করেছি আমার আখেরি ফরমান, সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ করার জন্য।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক রমজান মাসকে আপন পবিত্র কালাম নাজিল করার জন্য নির্বাচন করার ফলে এ মাসের মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এ মাসের মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং এ মাসের ফাজায়িল, রহমত ও বরকত পরিপূর্ণ অর্জনে সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

রুমান

রমজানকে স্বাগত জানাতে হবে নবীজির হিদায়াত অনুসারে

আমাদের দেশে এবং কিছু আরব দেশেও রমজানের পূর্বে ইসতেকবালে মাহে রমজান বা স্বাগত মাহে রমজান নামে কিছু জলসা, মাহফিল ও আলোচনা-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এটি একটি রুসম ও প্রথা মাত্র। সাহাবায়ে কেরামের বরকতময় ও প্রামাণ্য যুগে রমজানকে স্বাগত জানানোর এ জাতীয় কোনো আয়োজনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

কেউ যদি মাহে রমজানকে স্বাগত জানাতেই চায়, তাহলে প্রকৃত অর্থে ইসতেকবালে রমজান হলো রমজান আগমনের পূর্বেই রমজানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং ইবাদত ও আমলের জন্য নিজেকে পূর্ণ অবসর করা।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজান আগমনের একদিন পূর্বে শাবানের শেষ দিন সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে একটি খুতবা প্রদান করেছিলেন এবং উক্ত খুতবায় রমজানুল মোবারকের ফজিলত ও মর্যাদা, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য এবং রমজান মাস সঠিকভাবে অতিবাহিত করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। আজ ইনশাআল্লাহ সে খুতবাটিই জুমার খুতবা হিসেবে পাঠ করা হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মোবারক মাসের এক দিন পূর্বে খুতবার মধ্যে এ মাসের যে গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন, তা-ই আজ আপনাদের সামনে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

হজরত সালমান ফারসি রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসের শেষ দিন আমাদের উদ্দেশে খুতবা প্রদান করেন।[২২] খুতবায় নবীজি ইরশাদ করেন—

«يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»

উপস্থিত লোকসকল, তোমাদের ওপর ছায়া বিস্তার করতে যাচ্ছে মর্যাদাসম্পন্ন একটি মাস, অত্যন্ত বরকতময় একটি মাস। এ মাসে এমন একটি রাত আছে, যা হাজার মাস হতেও উত্তম।

---

[২২]. পুরো হাদিসটির মূল পাঠ একসঙ্গে দেখুন : পরিশিষ্টে উল্লেখিত হাদিস নং ৪।

«جَعَلَ اللهُ صِيَامَه فَرِيْضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِه تَطَوُّعًا»

আল্লাহ তাআলা এ রমজান মাসের দিনে রোজা রাখা ফরজ করেছেন এবং রাতে দণ্ডায়মান হয়ে নামাজ পড়া নফল (অর্থাৎ ফরজের স্তরের আবশ্যকীয় নয়) করেছেন।

«مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدّى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ»

যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো সৎ-কর্ম করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হবে, সাওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে সে ওই ব্যক্তির ন্যায় হবে, যে রমজান ছাড়া অন্য মাসে কোনো ফরজ আদায় করেছে।

অর্থাৎ রমজান মাসে নফল পর্যায়ের কোনো নেক আমল করলে বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা অন্যান্য মাসের ফরজ আমলের সমপর্যায়ের সাওয়াব দান করবেন।

ফরজ ইবাদতের সাওয়াব নফলের ইবাদতের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সাওয়াব অন্য যেকোনো নফল নামাজের চেয়ে বেশি। কিন্তু নবীজি ইরশাদ করলেন যে, কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে যদি নফল কোনো ইবাদতও করে, তাহলে এ নফলের পরিবর্তেই আল্লাহ পাক তাকে ওই পরিমাণ সাওয়াব দান করবেন, যা তিনি অন্য মাসে ফরজের পরিবর্তে দান করে থাকেন।

«وَمَنْ أَدّى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ أَدّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ»

আর যে ব্যক্তি রমজান মাসে কোনো ফরজ ইবাদত আদায় করবে, অর্থাৎ ফরজ নামাজ পড়বে কিংবা ফরজ রোজা রাখবে অথবা ফরজ জাকাত আদায় করবে; আল্লাহ তাআলা তাকে ওই ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব দান করবেন, যে রমজান ছাড়া অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করেছে।

অর্থাৎ এক রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করলে সত্তর রাকাত ফরজ আদায়ের সাওয়াব! ফজরের দুই রাকাত ফরজ আদায় করলে একশ চল্লিশ রাকাত ফরজ আদায়ের সাওয়াব! জোহরের চার রাকাত ফরজ আদায় করলে দুইশ আশি রাকাত ফরজ আদায়ের সাওয়াব!

রুমান

রমজানে করতে হবে সবরের অনুশীলন

এরপর নবীজি ইরশাদ করেন—

«وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ»

এ মাস সবরের মাস।

নবীজির এ উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। আমরা সাধারণত বুঝি বিপদ-আপদ ও মুসিবতে, দুঃখ-কষ্টে কিংবা কোনো শোকসংবাদে হা-হুতাশ না করে ধৈর্যধারণ করাকে সবর বলে। কিন্তু কুরআন-হাদিসের পরিভাষায় সবরের মর্ম ও উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক। সবর অর্থ নফস ও প্রবৃত্তি পছন্দ করছে না, এমন কোনো কাজে নিজেকে জোরপূর্বক বাধ্য করা।

কোনো একটি নেক কাজ করতে মন চাচ্ছে না; কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মনের চাহিদার বিপরীতে কাজটি করলাম, এর নামও সবর। উদাহরণস্বরূপ নামাজের ওয়াক্ত হওয়া সত্ত্বেও নামাজ পড়তে মন চাচ্ছে না; অলসতা বা ক্লান্তি লাগছে, ঘুম পাচ্ছে, তারপরও নিজের মনের এই চাহিদাকে প্রত্যাখ্যান করে নামাজের উদ্দেশে রওনা করলাম, তো এর নামও সবর।

কিংবা মনে গুনাহর কোনো কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। নফস না-মাহরাম মহিলার দিকে তাকিয়ে আনন্দ অনুভব করতে চাচ্ছে, অবৈধ দৃষ্টি বা শ্রবণের মাধ্যমে প্রবৃত্তির চাহিদা চরিতার্থ করতে চাচ্ছে; কিন্তু আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধান স্মরণ করলাম; মনে মনে এই চিন্তা করলাম যে, আল্লাহ আমাকে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির মতো অমূল্য নিয়ামত দান করেছেন, আমি এ নিয়ামতকে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে ব্যবহার করব না; এই চিন্তা করার পর আমি আমার চোখ ও কানকে নফসের অন্যায় চাহিদা হতে বিরত রাখলাম, তাহলে এর নামও সবর।

কোনো বিপদে আক্রান্ত হলাম, কষ্ট-মুসিবতের সম্মুখীন হলাম; মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল, তাকদির ও ভাগ্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আল্লাহর প্রতি অভিযোগ করতে ইচ্ছা করল, আল্লাহ শুধু আমাকে দেখলেন, বিপদে ফেলার জন্য আর কাউকে পেলেন না; কিন্তু মনের এই অন্যায় চিন্তাকে দমন করলাম। চিন্তা করলাম যে, এই বিপদ-আপদ, দুর্যোগ-দুর্বিপাক

হাসান

আল্লাহরই ইচ্ছা; আল্লাহরই ফয়সালা। আল্লাহ তাআলা একদিকে যেমন হাকিম ও বিধানদাতা, আরেকদিকে হাকিম ও মহা প্রজ্ঞাবান; তিনি কোনো কারণ ব্যতিরেকে একচ্ছত্র ফয়সালার ক্ষমতা যদিও রাখেন, কিন্তু তার প্রতিটি ফয়সালা হিকমত ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। আমার স্থূল দৃষ্টিতে যদিও এটি বিপদ; কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রজ্ঞাপূর্ণ এই ফয়সালায় অবশ্যই আমার জন্য কোনো কল্যাণ নিহিত আছে। এই চিন্তা করে আমি আল্লাহর ফয়সালা অবনত মস্তকে মেনে নিলাম। তাহলে এটিও সবর।

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় সবরের প্রকৃত ও সুসমৃদ্ধ অর্থ হচ্ছে— আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের প্রবৃত্তি ও মনকে মনের অপছন্দনীয় বিষয়ে বাধ্য করা। আর রমজান মাস হচ্ছে এই ব্যাপক ও সুসমৃদ্ধ অর্থবিশিষ্ট সবরের মাস। রমজান মাসে এই পারিভাষিক সবরের প্রশিক্ষণ নিতে হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নফস ও প্রবৃত্তির সকল অন্যায় চাহিদাকে প্রত্যাখ্যান করার অনুশীলন করতে হবে।

রমজান মাসে যখন আমরা রোজা রাখি এবং নিজের জন্য পুরো দিন পানাহারকে হারাম করে নিই, তখন যতই ক্ষুধা লাগে, প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে যতই পিপাসা লাগে, সামনে মজাদার খাবার কিংবা বরফ-শীতল পানীয় বিদ্যমান থাকে, যতই আহার করতে কিংবা পান করতে মন চায়; আমরা পানাহার থেকে বিরত থাকি। মনের চাহিদা সত্ত্বেও এই যে পানাহার থেকে বিরত থাকা, আল্লাহর হুকুমকে স্মরণ করে নফসের তাকাজা প্রত্যাখ্যান করা, এরই নাম সবর। পুরো রমজানে এভাবেই সবরের প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়।

এই এক ধরনের সবরের বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ পাক বান্দাকে সব ধরনের সবরের চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ যেন বান্দাকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'বান্দা, রমজান মাসের দিবসে তুমি যেমন পানাহার হতে বিরত থেকে সবরের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছ, ক্ষুধা ও পিপাসা লাগা সত্ত্বেও আমার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে নফসের চাহিদাকে প্রত্যাখ্যান করেছ; ঠিক তেমনই জীবনের সকল অঙ্গনে, আচরণ-উচ্চারণ ও চিন্তার প্রতিটি ক্ষেত্রে যখনই নফস ও প্রবৃত্তি আমার হুকুমের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে প্ররোচিত করবে; তখনও নফসের চাহিদাকে প্রত্যাখ্যান করে সবরের

হাসান

পরিচয় দেবে। তুমি পানাহারের ক্ষেত্রে সবরের চর্চা করার মাধ্যমে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সবরে অভ্যস্ত হবে।'

তো এ কারণেই নবীজি ইরশাদ করেছেন, এ মাস সবরের মাস। এরপর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

«وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ»

সবরের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।

আখিরাতে সাওয়াব লাভ ও জান্নাত লাভ সবরের কারণেই হবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا﴾

এবং তারা যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল তার প্রতিদানে (আল্লাহ) তাদেরকে জান্নাত ও রেশমি পোশাক দান করবেন। [সুরা দাহর : ১২]

অর্থাৎ আল্লাহ মুমিনদেরকে তাদের সবরের কারণে জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ বলবেন, আমার অনেক বান্দা নফসের গোলামি করেছে, প্রবৃত্তির চাহিদার শিকার হয়ে আমার হুকুম অমান্য করেছে, নফস ও প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে নিঃশর্ত গোলামি করেছে; কিন্তু আমার এই বান্দারা নফস ও প্রবৃত্তির প্রবল চাহিদার বিপরীতে সবরের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে এবং আমার বিধি-বিধানের নিঃশর্ত আনুগত্য করেছে, তাই আজ আমি তাদেরকে সবরের প্রতিদান হিসেবে জান্নাত দান করলাম।

রমজানে করতে হবে সহমর্মিতার চর্চা

এরপর নবীজি ইরশাদ করেন—

«وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ»

এ মাস সহমর্মিতার মাস।

এ মাসে মুসলমানদের সহমর্মিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। রমজানে আমাদের কর্তব্য—পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী বরং পুরো মুসলিম উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামী হয়ে হামদর্দি ও সহমর্মিতা প্রকাশে সচেষ্ট হওয়া।

রুহামা

«وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ»

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বছরের অন্যান্য দিনের তুলনায় রমজান মাসে মুমিনদের প্রতি দান ও অনুগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

লক্ষ করলে দেখবেন, যত দরিদ্র ব্যক্তিই হোক না কেন, রমজান মাসে ইফতারের সময় তার দস্তরখানে বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় উৎকৃষ্ট মানের খাবারের ইনতেজাম হয়। এটি মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুমিন বান্দাদের প্রতি বড় দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি রমজান মাসে তাদের রিজিক বৃদ্ধি করে দেন।

এরপর নবীজি ইরশাদ করেন—

«مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَه مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِه، وَعِتْقَ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَه مِثْلُ أَجْرِه مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِه شَيْءٌ»

যে ব্যক্তি রমজান মাসে কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, এই ইফতার করানোর উসিলায় তার গুনাহ মাফ করা হবে এবং সে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। শুধু তাই নয়, বরং কোনো রোজাদারকে ইফতার করালে উক্ত রোজাদার রোজা রেখে যে সাওয়াব লাভ করেছে, ইফতারের ব্যবস্থাকারীও সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।

কেউ মনে করতে পারে যে, ইফতারের ব্যবস্থাকারীকে যখন সাওয়াব প্রদান করা হবে, তাহলে নিশ্চয়ই তা রোজাদারের সাওয়াব থেকে হ্রাস করা হবে। নবীজি এই সন্দেহকে দূর করার জন্য এরপর ইরশাদ করেছেন যে, না, রোজাদারের সাওয়াব থেকে কিছুই হ্রাস করা হবে না; বরং ইফতারের ব্যবস্থাকারীকে ভিন্নভাবে সমপরিমাণ সাওয়াব প্রদান করা হবে।

এ কথা শোনার পর উপস্থিত সাহাবিদের মধ্য হতে কেউ আরজ করল—

«لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ»

আমাদের প্রত্যেকের তো এই সামর্থ্য নেই যে, কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে।

এটা নবীযুগের কথা, যখন মুসলমানদের আর্থিক সঙ্গতি ভালো ছিল না, আয়-উপার্জনও কম ছিল। তাই তারা এ প্রশ্ন করেছিলেন।

সাহাবিদের প্রশ্নের উত্তরে নবীজি বললেন—

«يُعْطِي اللهُ هذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ»

যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে এক ঢোক দুধ পান করাবে কিংবা একটি খেজুর; তাও সামর্থ্য না হলে সামান্য পানি পান করাবে, আল্লাহ পাক তাকেও উল্লিখিত সাওয়াব দান করবেন।

আল্লাহু আকবার! আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত মহান! কী অসীম তার দান!

এরপর নবীজি বলেন—

«وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ»

আর যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবে, আল্লাহ পাক তাকে আমার হাউজ থেকে অর্থাৎ হাউজে কাওসার থেকে পানি পান করাবেন। এর ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হবে না।

এরপর নবীজি ইরশাদ করেন—

«وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُه رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُه مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُه عِتْقٌ مِنَ النَّارِ»

এ রমজান মাসের প্রথম অংশ রহমতের, মধ্যম অংশ মাগফিরাত ও ক্ষমার এবং শেষ অংশ জাহান্নাম হতে পরিপূর্ণ নিষ্কৃতি প্রদানের জন্য নির্ধারিত।

নবীজি এরপর ইরশাদ করেন—

«مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِه فِيْهِ غَفَرَ اللهُ لَه وَأَعْتَقَه مِنَ النَّارِ»

আর যে ব্যক্তি এ মাসে তার অধীনস্থ ব্যক্তির বোঝা হালকা করবে, অর্থাৎ সে চিন্তা করবে, বেচারার রোজা রেখে এত কাজ করতে কষ্ট হবে এবং এ

রুমান

চিন্তা করে সে তার অধীনস্থ ব্যক্তির কাজের ভার লাঘব করতে সচেষ্ট হবে; আল্লাহ পাক তাকে মাগফিরাত ও ক্ষমার পুরস্কারে ভূষিত করবেন এবং জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি দান করবেন।

এই যে রমজান মাসে অন্যকে ইফতার করানোর, অধীনস্থদের কাজের ভার লাঘব করার এত ফজিলত ও এত পুরস্কার, এর একটাই উদ্দেশ্য— বান্দাকে রমজান মাসে সহমর্মিতার অনুশীলন করানো।

এই হলো মাহে রমজানের সেসব ফাজায়িল ও বৈশিষ্ট্য, যা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের একদিন পূর্বে সাহাবিদের সামনে বর্ণনা করেছিলেন।

রমজানের একদিন পূর্বেই আলোচনা করার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব থেকেই যেন সবাই প্রস্তুতি নিতে পারে।

রমজান মাসে আল্লাহ পাক মাগফিরাত ও ক্ষমার দরজা উন্মুক্ত করে দেন। এ মাসে রহমতের বারিধারা মুষলধারে বর্ষিত হতে থাকে। এ মাসে ছোট ছোট আমলের জন্যও বড় বড় আজর ও সাওয়াব প্রদানের ওয়াদা করা রয়েছে। এজন্য মুসলমান ভাইদের প্রতি নিবেদন এই যে, এ মাসের সময়সূচি আমরা এমনভাবে বিন্যস্ত করব, যাতে অধিকাংশ সময়কে ইবাদতের জন্য ফারিগ করতে পারি। এ মাসে আমরা নফল নামাজ, তাসবিহ-তিলাওয়াত ইত্যাদি কাজে অধিকাংশ সময় ব্যয় করব। বছরের অন্যান্য সময়ে কুরআন তিলাওয়াতের তাওফিক হয় না, রমজান তো কুরআনেরই মাস, এ মাসের সঙ্গে কুরআনের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, তাই এ মাসে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করব। চলতে-ফিরতে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি তাসবিহ বেশি বেশি পাঠ করব। অন্যান্য কাজ যতটা পারি, এ মাসের রুটিন হতে বাদ দেবো; একান্ত সম্ভব না হলে যথাসম্ভব সংক্ষেপে করতে সচেষ্ট হব।

এগারো মাস আমরা পার্থিব ব্যস্ততায় নিমগ্ন ছিলাম। যদিও পার্থিব ব্যবস্থায় নিমগ্নতার অনুমতি আছে; কিন্তু এর ফলে আমরা আমাদের রবকেই ভুলে গেছি। আল্লাহ পাক এই এক মাস দান করেছেন এগারো মাসের গাফলতকে ইবাদত দ্বারা দূর করতে, উদাসীনতার মরিচা দূর করে হৃদয়ে

হাসান

ঈমানের নুর বৃদ্ধি করতে এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের মাঝে যে দুর্বলতা এসে গেছে, তা সবল ও মজবুত করতে।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা এ বিষয়েও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব যে, পানাহারের মতো হালাল বিষয় আমরা এ মাসে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যখন ছাড়তে পেরেছি; সুতরাং যেসব কাজ সর্বাবস্থায় হারাম, তা আমরা এ মাসে কিছুতেই করব না। চোখের হেফাজত করব, জবানের হেফাজত করব, কানের হেফাজত করব, হালাল খাবার দ্বারা ইফতার করব। সুদ-ঘুষ-জুয়ার অর্থসহ সবধরনের অবৈধ অর্থ উপার্জন থেকে বিরত থাকব। এটা কত বড় লজ্জার বিষয় হবে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখছি আর ইফতার করছি হারাম মাল দিয়ে!

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে-আপনাদেরকে, আমাদের সবাইকে এ সমস্ত কথার ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

হাসান

বয়ান নং ৪

মাহে রমজানেই নিহিত সারা বছরের শান্তি-নিরাপত্তা

«مَنْ سَلِمَ لَه رَمَضَانُ سَلِمَتْ لَهُ السَّنَةُ»

যার রমজান মাস সঠিকভাবে অতিবাহিত হবে, (আল্লাহপ্রদত্ত তাওফিকে) তার পুরো বছর সঠিকভাবে অতিবাহিত হবে।

হামদ ও সালাতের পর,

আল্লাহ পাকের অসংখ্য দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের মাহে রমজান দান করেছেন, রমজানের মোবারক ও বরকতপূর্ণ মুহূর্তগুলো আমাদের নসিব করেছেন। এ মাস আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ, বরকত ও কল্যাণ অবতীর্ণ হওয়ার মাস, এ মাস মাগফিরাত ও ক্ষমা, নাজাত ও জাহান্নাম হতে মুক্তির পরোয়ানা লাভের মাস। এ মাস কুরআন শরিফ নাজিলের জন্য নির্বাচিত মাস।

এ মাসে আল্লাহ পাকের রহমতের সুশীতল বায়ুমালা বান্দার জন্য প্রবাহিত হতে থাকে, বরকতের বারিধারা বান্দাদের ওপর মুষলধারে বর্ষিত হতে থাকে। এ মাসে মাগফিরাত ও ক্ষমার বাহানা তালাশ করা হয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে—

«يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ»

আছ কোনো মাগফিরাত ও ক্ষমার ভিখারি? আমি ক্ষমা করে দেবো।

আছ কোনো রিজিক ও জীবিকার প্রত্যাশী? আমি রিজিক দান করব।

আছ কোনো অসুস্থ বা বিপদগ্রস্ত? আমি সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করব।

মোটকথা, আল্লাহ পাক আপন রহমত ও বরকতে সিক্ত করার জন্য মহা মূল্যবান এক মৌসুম আমাদেরকে দান করেছেন। তাই প্রথমত এ নিয়ামতের গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যদি আমরা এর গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারি এবং সে অনুযায়ী এ মাস অতিবাহিত করতে পারি, তাহলে তা আমাদের জীবনের এক বিস্ময়কর পট পরিবর্তনের কারণ হবে।

একটু পূর্বে আমি আপনাদের সামনে যে হাদিসখানা পাঠ করেছি, তাতে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার রমজান মাস শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অতিবাহিত হয়, তার পুরো বছর শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অতিবাহিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে এ হাদিস আমাদের জন্য এক নববি খোশখবরি! নবীজি সুসংবাদ দিয়ে বলছেন, যে ব্যক্তি শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে রমজান মাস অতিবাহিত করবে, আল্লাহ পাক তাকে তার এই আমলের উসিলায় পুরো বছর শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অতিবাহিত করার তাওফিক দিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে আমরা রমজান মাস শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অতিবাহিত করব? শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অতিবাহিত করার অর্থ ও উদ্দেশ্য কী? এ বিষয়টিই আজকে সামান্য আলোকপাত করার ইচ্ছা করছি। আল্লাহ পাক আমাকে ও আপনাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন।

রমজান মাস শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে কাটানোর অর্থ

রমজান মাস শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অতিবাহিত করার একটি অর্থ হলো রমজানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেসব বিশেষ ইবাদত নির্ধারিত করেছেন, তা সঠিকভাবে আদায় করা।

যেমন রমজানের একটি বিশেষ ইবাদত হচ্ছে রোজা রাখা। আল্লাহ পাক মাহে রমজানে বান্দার ওপর রোজা ফরজ করেছেন। অন্য মাসে রোজা রাখা ফরজ নয়; কেউ রাখলেও তা নফল হিসেবে বিবেচিত হয়। তো এই রোজার ইবাদতকে সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে হবে। সঠিকভাবে আঞ্জাম দেওয়ার অর্থ সবগুলো রোজা রাখতে হবে; রোজার যাবতীয় আদব বজায়

হাসান

রেখে রোজা রাখতে হবে। আদব বজায় রেখে আদায় করা রোজা সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

> হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। [সুরা বাকারা: ১৮৩]

অর্থাৎ রমজানের রোজার বদৌলতে আমরা তাকওয়ার মহাদৌলত লাভ করতে পারব।

রমজানে রোজা রাখার মাধ্যমে তাকওয়া কীভাবে অর্জিত হবে—এ বিষয়টি যথার্থরূপে উপলব্ধি করুন।

একজন মুসলমান যখন রোজা রাখে, সে যত বড় গুনাহগার হোক না কেন, যদি প্রচণ্ড গরমের দিনও হয়, পিপাসায় কাতরও হয়, দরজা-জানালা বন্ধ কামরায় একাকীও হয়, হাতের নাগালে ফ্রিজে ঠান্ডা পানিও থাকে, আর তার নফস তাকে প্ররোচিত করতে থাকে যে, যাও! উঠে পানি পান করে নাও, কেউ দেখবে না; বলুন, তারপরও কি সে পানি পান করবে?

বরং কেউ যদি তাকে বলে, 'নাও, এই পানিটুকু পান করে রোজা ভেঙে ফেলো; তোমাকে একলাখ টাকা দেবো', তারপরও একজন মুসলমান উত্তর দেবে, 'না, রোজা ভাঙব না'।

অথচ পানি করলে দেখার কেউ নেই, জানার কেউ নেই, তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করার কেউ নেই, পাকড়াও করার কেউ নেই। তবুও কেন পান করবে না? কারণ একটাই, হৃদয়ে সুপ্ত এই অনুভূতি যে, আল্লাহ তো দেখছেন। মূলত এরই নাম তাকওয়া।

আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে এই ভয়ে আপন প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে নিবৃত্ত থাকার নামই তো তাকওয়া। কুরআনে তাকওয়ার এই পরিচয়ই দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

হাসান

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾

আর যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় পোষণ করেছে এবং নিজেকে মন্দ চাহিদা হতে বিরত রেখেছে, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা। [সুরা নাযিআত: ৪০-৪১]

তারাবি যেমন সুন্নাত, তারাবির জামাতও সুন্নাত

রমজানের আরেকটি বিশেষ ইবাদত হচ্ছে তারাবির নামাজ আদায় করা। তারাবি রমজানের বিশেষ ইবাদত। অন্য মাসে জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ পড়া মাকরূহ; অথচ রমজানে জামাতে তারাবি পড়া সুন্নাত।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর তারাবির নামাজ রোজার মতো ফরজ করেননি। তারাবির নামাজ ফরজ বা ওয়াজিব না হওয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অনেক বড় ইহসান ও অনুগ্রহ।

হাদিস শরিফে এসেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রথম তারাবি পড়া শুরু করেন, তখন কারও সঙ্গে জামাতে পড়েননি; বরং একাকীই পড়েছেন। মসজিদে নববির এক কোণে নবীজির জন্য চাটাই দিয়ে হুজরার মতো তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল; নবীজি সেখানে ইতিকাফ করতেন। নবীজি সেখানেই দণ্ডায়মান হয়ে তারাবি শুরু করেন। সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ বিষয়টি লক্ষ করে নবীজির পেছনে দাঁড়িয়ে যান এবং ইকতেদা করেন। প্রথম দিন অল্প কয়েকজন সাহাবি নবীজির ইকতেদা করেছিলেন। দ্বিতীয় দিন বিষয়টি অনেক সাহাবিই জানতে পারেন এবং প্রথম দিনের তুলনায় বেশি সংখ্যক সাহাবি নবীজির পেছনে জামাতে তারাবি আদায় করেন। তৃতীয় দিন মসজিদে নববি পূর্ণ হয়ে যায়। নবীজির পেছনে তারাবি পড়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সবাই মসজিদে সমবেত হয়। সেদিন নবীজি বলেন, আমাদের এই জামাতের নামাজ আল্লাহ তাআলার অনেক পছন্দ হয়েছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে—না-জানি এ নামাজ আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর ফরজ করে দেন। আর আল্লাহ যদি ফরজ করেই দেন, আর তোমরা কখনো প্রাণবন্ততা ও উদ্দীপনার অভাবে তা আদায় না করো, তাহলে তো ফরজ তরকের কঠিন গুনাহ হবে। তাই আগামীকাল

ইসলাম

থেকে আমি আর তোমাদের সঙ্গে নিয়ে তারাবি আদায় করব না। তোমরা নিজ নিজ ঘরে পড়ে নেবে।

এরপর থেকে সাহাবায়ে কেরাম তারাবির নামাজ নিজ নিজ বাড়িতেই আদায় করতে থাকেন। কেউ একা, কেউ বা দু-চারজন মিলে।

হজরত উমর রাযি. নিজ খেলাফতকালে একদিন মসজিদে নববিতে এসে দেখেন সাহাবায়ে কেরাম দুজন, চারজন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারাবি আদায় করছেন। তিনি এ সময় চিন্তা করেন যে, এখন তো ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা শেষ হয়ে গেছে। কারণ, ওহি অবতীর্ণ হওয়ার বরকতময় ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আর তারাবির জামাত নবীজির পছন্দও হয়েছিল। তাই তিনি উপস্থিত সবাইকে এক ইমামের পেছনে তারাবি পড়ার নির্দেশ দেন আর সকলের ইমাম বানিয়ে দেন সেই মহান সাহাবিকে, যার সম্বন্ধে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমান হলো, 'উবাই বিন কাব সবচেয়ে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের অধিকারী।'

যদিও সাহাবায়ে কেরামের মোবারক ও পবিত্র জামাতের প্রত্যেক সদস্যই ছিলেন যাবতীয় উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী; কিন্তু একেক সাহাবির একেক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। যেমন হজরত আলি রাযি. সম্পর্কে নবীজি ইরশাদ করেছেন, 'আলি হলো বিবাদ-মোকাদ্দমার সমাধানে সর্বশ্রেষ্ঠ।' যায়দ বিন সাবিত রাযি. সম্পর্কে নববি ইরশাদ, 'যায়দ হলো মিরাস (মৃত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য সম্পদ) বণ্টনে সবচেয়ে বিজ্ঞ।' মুআয বিন জাবাল রাযি. সম্পর্কে নবীজির স্বীকৃতি, 'হালাল-হারামের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি মুআয বিন জাবালের।' তেমনই তিলাওয়াতে কুরআনে অনন্য ও অদ্বিতীয় ছিলেন উবাই বিন কাব রাযি.। আর তাই মুসলমানদের তারাবির ইমামতি করার জন্য খলিফা উমর রাযি. তাকেই নির্বাচিত করেন এবং সকলে তার পেছনে কুরআন খতম করে।

পরের দিন উপস্থিত হয়ে হজরত উমর রাযি. যখন সবাইকে উবাই বিন কাবের পেছনে এক জামাতে নামাজ আদায়রত দেখতে পান, তখন তিনি আনন্দিত চিত্তে মন্তব্য করেন, 'কী চমৎকার বিষয় এটি!'

এরপর থেকে সর্বযুগে তারাবির নামাজ জামাতের সঙ্গেই পড়া হচ্ছে। আর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

রুহামা

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ»

(তোমরা আমরা সুন্নাত ও কর্মধারা যেমন অনুসরণ করবে) সুপথের অধিকারী আমার খলিফাদের সুন্নাত ও নীতি-আদর্শও অনুসরণ করবে।

আর তাই তারাবির নামাজ আদায় করা যেমন সুন্নাত, তারাবি জামাতে আদায় করাও স্বতন্ত্র সুন্নাত।

তারাবি আল্লাহ তাআলার একান্ত সান্নিধ্য লাভের বিশেষ সুযোগ

তো আলোচনা করছিলাম, রমজানের দ্বিতীয় বিশেষ ইবাদত তারাবি। আমার শায়খ হজরত আরিফি রহ. বলতেন, এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনেক বড় ফজল ও করম, দয়া ও মেহেরবানি যে, তিনি রমজানের প্রতিটি রাতে প্রত্যেক মুমিন বান্দার জন্য অতিরিক্ত চল্লিশটি একান্ত সান্নিধ্য দান করেছেন। প্রতি রাতে বিশ রাকাত তারাবিতে চল্লিশটি সিজদা; একেকটি সিজদা আল্লাহ নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের একেকটি পরম মুহূর্ত। সিজদা আল্লাহ পাকের একান্ত সান্নিধ্য লাভের সর্বোচ্চ স্তর। বান্দা সিজদার হালতে আপন রবের যতটা নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করে, তা অন্য কখনো করে না।

এ কারণেই পবিত্র কুরআন মাজিদের এক স্থানে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾

সিজদা করো ও নিকটবর্তী হও। [সুরা আলাক: ১৯]

মাত্র দুই শব্দের কী গভীর মর্মসমৃদ্ধ বাণী! কী চমৎকার ব্যঞ্জনা! সিজদা করো আর আমার একান্ত সান্নিধ্যে এসে যাও।

এমনিতে তো আল্লাহ তাআলা বান্দার নিকটেই থাকেন। ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

আমি তার (বান্দার) গলদেশের ধমনি অপেক্ষাও তার বেশি নিকটবর্তী। [সুরা কাফ: ১৬]

রুমান

অর্থাৎ যে শিরা দিয়ে পুরো শরীরে রক্ত সঞ্চালন হয়, গ্রীবাস্থিত সেই শিরা হতেও আল্লাহ তাআলা বান্দার অধিক নিকটে! আল্লাহ তো বান্দার এত কাছে; কিন্তু বান্দা?! বান্দা বহু দূরে! বান্দার দিল-দেমাগ, চিন্তা-চেতনা এবং হৃদয় ও আত্মাজুড়ে কেবল গাইরুল্লাহর চিন্তা-ভাবনা, প্রীতি ও আকর্ষণ। অন্তরে গাইরুল্লাহর এই আকষর্ণের কারণে বান্দার অন্তরে আল্লাহর নৈকট্যের অনুভব ও অনুভূতিই থাকে না। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ গলদেশ হতে নিকটে থাকা সত্ত্বেও বান্দা উদাসীন থাকে, আল্লাহ হতে দূরে থাকার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন থাকে।

তাই তো ফার্সি ভাষার জনৈক কবি বলেছেন—

تو کہ از طرف خویش بمن نزدیکی من کہ از طرف خویش بغایت دورم

হে আল্লাহ, আপনি তো আপনার দিক থেকে আমার অনেক কাছে! গ্রীবাদেশ থেকেও কাছে! কিন্তু আমি তো আমার দিক থেকে আপনার থেকে দূরে, বহু দূরে!

প্রবৃত্তির ধোঁকা ও চাহিদা, লোভ ও লিপ্সার ফাঁদে পড়ে আমরা আল্লাহর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছি। সকাল-সন্ধ্যা, দিবস-রজনী পার্থিব নানা চিন্তায় ডুবে আছি। এ বিষয়েই আমার রচিত একটি পঙ্‌ক্তি হলো—

بڑی دور ہے ابھی تک رگِ جان کی مسافت جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر

হে আল্লাহ, এখনও (এত কাছের) গ্রীবাদেশের ধমনী আমার অনুভূতিতে দূর-বহুদূর! তুমি নৈকট্য দানে যখন ধন্য করেছ, নৈকট্যের অনুভূতিও দান করে চির ধন্য করো।

এ কারণেই আল্লাহ পাক আমাদের ডেকে বলছেন, সিজদা করো আর আমার কাছে এসে যাও। আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোচ্চ মাকাম হচ্ছে সিজদা।

সিজদা করার সময় এ চিন্তা করতে হবে যে, আমি কার সামনে মস্তক অবনত করছি? কার দরবারে ললাট স্পর্শ করছি? যদি এ চিন্তা করে আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্রত করে সিজদা করা হয়, তাহলে কী হবে?

রুহামা

আমাদের বুজুর্গ হজরত খাজা আজিজুল হাসান মজযুব রহ. বলতেন, আল্লাহকে তখন এত সহজে পাওয়া যাবে যে, স্বগত কণ্ঠে উচ্চারিত হবে—

وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے میں جارہا تھا دور کے ساماں کئے ہوئے

তিনি ছিলেন এত কাছে! পেয়ে গেলাম হৃদয়-মাঝে! আমি তো বের হচ্ছিলাম দূর সফরের প্রস্তুতি নিয়ে!

তো আরজ করছিলাম প্রতিটি সিজদা একটি বড় নিয়ামত, প্রতিটি সিজদার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে, সান্নিধ্য আরও গভীর ও নিবিড় হতে থাকে। রমজানের ত্রিশ দিনে তারাবির উসিলায় অতিরিক্ত আরও বারশ বার আল্লাহর নিবিড় সান্নিধ্য নসিব হয়। এটি সাধারণ কোনো বিষয় নয়; আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনেক বড় অনুগ্রহ-দান।

সুতরাং রমজানকে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অতিবাহিত করার একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে—রমজানের বিশেষ ইবাদতসমূহ তথা রোজা ও তারাবি যথাযথভাবে আদায় করা। যদি এভাবে রমজানকে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অতিবাহিত করা হয়, তাহলে নবীজির ঘোষণা অনুযায়ী আমাদের পুরো বছর শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অতিবাহিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে আগত রমজান শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে কাটানোর তাওফিক দান করুন। রমজানের বিশেষ ইবাদত রোজা ও তারাবি যথাযথভাবে আদায় করার তাওফিক দান করুন এবং রমজানের উসিলায় পুরো বছরের শান্তি ও নিরাপত্তা নসিব করুন। আমিন।

হাসান

বয়ান নং ৫

মাহে রমজান
সবর ও হামদর্দির অনুশীলনের মাস

হামদ ও সালাতের পর,

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনেক ফজল ও করম, দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি মাহে রমজানের বরকতময় মুহূর্তগুলো আমাদের জীবনে দান করেছেন। এই নিয়ামতের যত শোকরই আমরা আদায় করি না কেন, যথেষ্ট হবে না। ইতিমধ্যে রমজানের প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে; এখনও বাকি আছে অর্ধেকের মতো। এ সময় খুব বেশি ফিকির ও চিন্তা করা দরকার যে, রমজান তো চলে যাচ্ছে; আমরা রমজানের রহমত ও বরকত দ্বারা সিক্ত হতে পেরেছি কি-না? এ হিসাব করা দরকার যে, মাহে রমজানের দিবস ও রজনীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে রহমত ও বরকতের অবারিত বারিধারা বর্ষণ করছেন, তার কতটুকু আমি ও আমরা লাভ করেছি?

নবী-জবানের বদদোয়া থেকে বাঁচুন

এই চিন্তা ও হিসাব এ জন্য করা দরকার যে, হাদিস শরিফে ওই ব্যক্তিকে বড় হতভাগা বলা হয়েছে, যে রমজান মাস লাভ করা সত্ত্বেও আপন গুনাহ মাফ করাতে পারল না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের ব্যক্তির জন্য বদদোয়ার বাক্য উচ্চারণ করেছেন এবং হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তখন 'আমিন' বলেছেন। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জন্য বদদোয়া করেছেন যে, মাহে রমজানের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান, রহমত ও বরকতের আধার। যে ব্যক্তি পুরো রমজান মাস পেয়েও রহমত ও বরকতের এমন অমূল্য সব

হাসান

মুহূর্ত লাভ করেও নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারল না, সে তো বড় দুর্ভাগা! এ মাসে তো আল্লাহ পাক মাগফিরাত ও গুনাহ মাফ অনেক সহজ করে রেখেছেন। গুনাহ মাফ করানোর সহজ থেকে সহজতর সুযোগ পেয়েও যে আপন গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারল না, সে তো বড় হতভাগাই বটে!

রমজান মাসে আল্লাহ পাক ছোট ছোট আমলের বিনিময়ে ক্ষমার ওয়াদা করেছেন। রোজা রাখলে মাগফিরাতের ওয়াদা, তারাবির নামাজ পড়লে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি, কোনো রোজাদার ব্যক্তিকে ইফতার করালেও মার্জনার আশ্বাস। মোটকথা, যৎসামান্য আমলের জন্যও আল্লাহ তাআলা অসামান্য পুরস্কার তথা মাগফিরাত ও ক্ষমার ওয়াদা করেছেন। মাগফিরাতের দরজার সব পাল্লাই যেন এ মাসে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু এ মাসে শয়তান ও তার সহযোগীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, অন্তর-জগৎকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মাগফিরাত বড় সস্তা, ক্ষমা অর্জন বড় সহজ। এরপরও যে ব্যক্তি এ মাস হতে উপকৃত হতে পারলো না, আল্লাহ মাফ করুন, তার সম্পর্কেই নবীজি ইরশাদ করেছেন, সে বড় হতভাগা! আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ বদদোয়া হতে সকল মুসলমানকে হেফাজত করুন।

আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য, এ মাসের মধ্যেই চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে, আমল ও রোনাজারির মাধ্যমে, আল্লাহ পাকের দয়া ও রহমত ভিক্ষা চাওয়ার মাধ্যমে আপন আপন গুনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা এবং আল্লাহর সেসব বান্দার কাতারে শামিল হতে সচেষ্ট হওয়া, যাদেরকে জাহান্নাম হতে মুক্তির পয়গাম প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই রমজানেই মুক্তির পয়গামপ্রাপ্ত বান্দাদের কাতারে শামিল হওয়ার তাওফিক দান করুন।

ভাই, ইসতেগফার ও তাওবা খুব বেশি করা উচিত। অতীতে যত গুনাহ হয়ে গেছে, তার জন্য একবার খালিস দিলে আল্লাহর দরবারে মাফ চেয়ে তাওবা করে নিই। এরপর বেশি বেশি ইসতেগফার করতে থাকি। তাহলে আমরা গুনাহ হতে পবিত্র অবস্থায়ই রমজান অতিক্রম করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

রুহামা

মাহে রমজান আগমনের একদিন পূর্বে শাবানের শেষ তারিখে নবীজি সাহাবিদের উদ্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ খুতবা প্রদান করেছিলেন এবং রমজান মাসের আজমত-মর্যাদা, ফাজায়িল ও বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করেছিলেন। উক্ত খুতবায় নবীজি ইরশাদ করেছিলেন, এ মাস সবরের মাস, এ মাস সহমর্মিতার মাস। 'সবর' ও 'সহমর্মিতা'—এ শব্দদুটি নবীজি বিশেষ করে উল্লেখ করেছিলেন।

সাধারণভাবে তো আমরা মনে করি যে, রমজান মাস রোজা রাখা ও তারাবি পড়ার মাস। নবীজি তার খুতবায় রোজা ও তারাবির কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পুরো মাসের নামকরণ নবীজি করেছেন شهر الصبر ও شهر المواساة নামে, অর্থাৎ সবর ও সহমর্মিতার মাস নামে।

সবরের মর্মার্থ অনেক বিস্তৃত

রমজান মাস সবরের মাস—এ কথার কী অর্থ? এর অর্থ হচ্ছে বান্দা এ মাসে আপন নফস ও আত্মাকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করবে যে, যত নাজায়েজ কাজ করতে মন চায়, আল্লাহর ওয়াস্তে তা থেকে বিরত থাকব। রোজা মূলত এ প্রশিক্ষণেরই অংশ। নফস খেতে চায়, খাব না; পানি পান করতে চায়, পান করব না; মনে স্ত্রী-গমনের কামনা জাগ্রত হয়, স্ত্রী-গমন করব না। চাহিদা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কেন আহার করব না, কেন পান করব না, কেন স্ত্রী-গমন করব না; একমাত্র আমার আল্লাহ নিষেধ করেছেন বলে। অর্থাৎ রোজা রাখার মাধ্যমে আমি আল্লাহ পাকের হুকুমের সামনে নফসের তাড়না ও প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন ও পদদলিত করার চর্চা করছি, প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। এ জন্য এ মাসকে বলা হয়েছে 'সবরের মাস'।

পবিত্র কুরআনে অনেক স্থানে সবর শব্দ ও সবরের প্রসঙ্গ এসেছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে সবর ও সবরকারীর জন্য বড় ফজিলত ও মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন। আমরা আমাদের মাতৃভাষায় সবর বলতে বুঝি কোনো বিপদ ও মুসিবতে, দুঃখ ও কষ্টে বা কারও মৃত্যুশোকে ধৈর্যধারণ করা এবং হা-হুতাশ না করাকে। কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় সবর শব্দের অর্থ ও ব্যবহারক্ষেত্র আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক।

হাসান

আরবি 'সবর' শব্দের অর্থ নফস ও আত্মাকে নিবৃত্ত রাখা, বন্দি করে রাখা। আত্মাকে নিবৃত্ত ও বন্দি রাখার অর্থ হলো নফস বিভিন্ন কাজ থেকে ছুটে পালাতে চায়। নামাজের সময় হলে নফস মসজিদের আশপাশ থেকে পালাতে চায়। রাত শেষ হয়ে ফজরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার উপক্রম হয়; নফস প্ররোচিত করে, আরেকটু ঘুমাও। সবর অর্থ এ সময় নফসকে বেঁধে ফেলা, নফসকে বলে দেওয়া যে, না, আমি এখন মসজিদে যাব, আমি এখন শুয়ে থাকব না। সুতরাং আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে নফসের তাকাজা ও চাহিদাকে প্রত্যাখ্যান করার নাম সবর। এটি সবরের একটি প্রকার, যাকে الصبر على الطاعة বা কল্যাণ-কর্মে-সবর বলে। কোনো নেক কাজ করার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির প্ররোচনা যদি বাধা সৃষ্টি করে, তখন প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে প্রত্যাখ্যান করে উক্ত কল্যাণকাজে অগ্রসর হওয়ার নামই 'কল্যাণ-কর্মে-সবর'।

নফস অনেক সময় গুনাহর বিষয়ের উদ্দেশে ছুটে পালাতে চায়। নফস ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে, এই গুনাহ করো, ওই গুনাহর স্বাদ আস্বাদন করো, অবৈধ পাত্রে দৃষ্টি দাও, জবানের অন্যায় ব্যবহার করো; পরনিন্দা করো, মিথ্যা বলো, ঘুষ নাও, সুদি কারবার করো। এভাবে নফস গুনাহর কাজের দিকে ছুটে পালাতে চায়। তখন নফসকে বেঁধে ফেলা; নফসকে বলে দেওয়া যে, না, আমি গুনাহর কাজ করব না। এখানেও আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে নফসের তাকাজা ও চাহিদাকে প্রত্যাখান করার নাম সবর। এটি সবরের দ্বিতীয় প্রকার, যাকে الصبر عن المعصية বা অন্যায়-কর্মে-সবর বলে। কোনো গুনাহর কাজের প্রতি প্রবৃত্তি যখন প্ররোচিত করে, তখন প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে গ্রহণ না করে উক্ত অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকার নামই 'অন্যায়-কর্মে-সবর'।

আর বিপদ-আপদ ও মুসিবতে, দুঃখ-কষ্টে বা কারও মৃত্যুশোকে ধৈর্যধারণ করা এবং হা-হুতাশ না করা; আল্লাহ পাকের ফয়সালা ও তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা, যাকে আমরা সবর বলে থাকি, তাও সবরের একটি প্রকার, যাকে الصبر على البلاء বা 'বিপদে-সবর' বলে।

হাসান

নফসকে নিবৃত্ত রাখার এই তিন ধরনের অনুশীলনই রমজান মাসে করতে হবে। রমজান মাস হলো আল্লাহর হুকুমকে অবনত-অনুগতচিত্তে মেনে নেওয়ায় অভ্যস্ত হওয়ার মাস; প্রবৃত্তির সব ধরনের চাহিদাকে আল্লাহর বিধানের বিপরীত বলে প্রত্যাখ্যান করতে শেখার মাস। এ কারণেই নবীজি এ মাসকে 'সবরের মাস' বলেছেন।

ভাই, রোজা রেখে যদি পানাহার হতে বিরত থাকি আর গুনাহ ছাড়তে না পারি; মিথ্যা বলা ও পরনিন্দা করা, ঘুষ খাওয়া ও অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা পরিত্যাগ করতে না পারি, তাহলে কী লাভ বলুন? সবরের মাস হতে আমরা কতটুকু সবর অর্জন করতে পারলাম, বলুন? রমজান এলো বলে পানাহার ছেড়ে দিলাম; অথচ পূর্ব হতেই যা হারাম ছিল, সর্বাবস্থায় যা হারামড়তা মোটেই পরিহার করলাম না। আল্লাহ মাফ করুন, এ ধরনের রোজা দ্বারা কোনো ফায়দাই হাসিল হবে না। এ রোজা দ্বারা সেই কল্যাণ অর্জিত হবে না, যার কথা কুরআন মাজিদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

> হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। [সুরা বাকারা: ১৮৩]

সুতরাং রোজা ফরজ হওয়ার মূল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করতে হলে এবং রমজান মাসকে নববি ঘোষণা অনুযায়ী সবরের মাসে পরিণত করতে হলে নফস যে গুনাহর কাজের প্রতিই আহ্বান করুক, তাকে প্রত্যাখ্যান ও পদদলিত করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুমকে অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে। এটাই সবরের মাস হিসেবে মাহে রমজানকে নামকরণের দাবি।

হাসান

অপরের দুঃখে ব্যথিত হওয়াও মাহে রমজানের শিক্ষা

এ মাস সম্পর্কে নবীজি দ্বিতীয় যে শব্দটি বলেছেন, তা হলো— شهر المواساة। অর্থাৎ এ মাস সহমর্মিতার মাস, অন্যের ব্যথায় সমব্যথী হওয়ার মাস। ইসলাম তো মুসলমানকে সবসময়ই অপর মুসলমান ভাইয়ের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের, অন্যের ব্যথায় সমব্যথী হওয়ার, অন্যের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করার, অন্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করার এবং অন্যের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার আদেশ করেছে। পুরো ইসলামি শরিয়ত এ জাতীয় বিধি-বিধানে ভরপুর। কিন্তু তারপরও রমজান সম্পর্কে বিশেষ করে বলা হয়েছে, এ মাস সহমর্মিতার মাস। উদ্দেশ্য হলো অন্যের সেবা করা, দুঃখ-কষ্টে অংশীদার হওয়া, হামদর্দি ও সহমর্মিতাপূর্ণ আচরণ করার বিধান যদিও সারা বছরের জন্য; কিন্তু রমজান মাস হলো সহমর্মিতার চর্চা ও অনুশীলনের মাস। এ মাসের দাবি হলো অন্যের সঙ্গে বেশি বেশি সহমর্মিতাপূর্ণ আচরণ করা; মারামারি-হানাহানি, ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্ক হতে দূরে থাকা। রমজান মাসে সহমর্মিতার চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতেই হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

«وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ»

> কোনো রোজাদারের সঙ্গে কেউ কোনো মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করলে সে যেন তাকে বলে দেয়, (ভাই,) আমি তো রোজা রেখেছি।[২৩]

কেউ যদি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে উদ্যত হয়, ভালো-মন্দ বলতে শুরু করে, স্বর উঁচু করে, আক্রমণ করতে তেড়ে আসে, তখন স্বভাবতই আপনার নফস আপনাকে এ বিষয়ে প্ররোচিত করে যে, যাও, যত জোরে সে তোমাকে আক্রমণ করছে, তারচেয়েও উঁচু স্বরে তুমি তার জবাব দাও। ইটের জবাব পাথর দিয়ে দাও। কিন্তু আমাদের তারবিয়াত ও দীক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নবীজি বলে দিলেন যে, না, এটাই তো তোমার পরীক্ষার মুহূর্ত। তোমার সঙ্গে কেউ মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করলে তুমি নিজের উত্তেজনা দমন করো আর শান্ত স্বরে তাকে বলে দাও, 'আমি রোজাদার; আমি তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে পারব না'।

---

২৩. দেখুন পরিশিষ্টে উল্লেখিত হাদিস নং ১৫।

এভাবেই রোজার মাসে বান্দাকে সহনশীলতার চর্চা করানো হয়। পবিত্র কুরআনে মুত্তাকিদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ﴾

এবং যারা নিজের ক্রোধ সংবরণ করতে ও মানুষের সঙ্গে ক্ষমার আচরণ করতে অভ্যস্ত। [সুরা আলে-ইমরান: ১৩৪]

রমজান মাসে সহমর্মিতার প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে বান্দাকে তাকওয়া ও মুত্তাকিদের এই অত্যুচ্চ স্তরে উন্নীত করাই উদ্দেশ্য। হাদিস শরিফে এসেছে, মানুষ যত কিছু পান করে, তন্মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় হলো বান্দার ক্রোধের ঢোক। অর্থাৎ কোনো পরিস্থিতিতে মনে ক্রোধ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হলে আল্লাহর ওয়াস্তে তা হজম করে নেওয়া এবং ক্রোধ সংবরণ করা। অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একবার আল্লাহর নবী সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো তো, প্রকৃত বীর কে?' সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, যে ব্যক্তি মল্লযুদ্ধে তার প্রতিপক্ষকে ভূপাতিত করতে পারে, সে-ই তো প্রকৃত বীর।' নবীজি বললেন, 'না, বরং ক্রোধ সৃষ্টি হওয়ার পর যে ব্যক্তি নিজেকে সংবরণ করতে পারে, সে-ই প্রকৃত বীর।'

এই হলো সহমর্মিতার মাসের মর্মার্থ। রমজানের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য বান্দাকে এই দীক্ষায় গড়ে তোলা যে, তুমি অন্যের শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হও; অশান্তি ও পেরেশানির কারণ হয়ো না।

রমজান মাসে সহমর্মিতার চর্চার উদ্দেশ্যেই হাদিস শরিফে অপর মুসলমান ভাইকে ইফতার করানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ সারাদিন পানাহার হতে বিরত থেকে রোজা রাখার পর তুমি যখন ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট অনুভব করতে পেরেছ, এবার অন্যের কষ্টে সমব্যথী হয়ে কোনো রোজাদার ব্যক্তিকে ইফতার করিয়ে দাও।

দেখুন, এই সহমর্মিতাপূর্ণ আচরণের বিনিময়ে কী বিরাট ফজিলতের সুসংবাদ হাদিস শরিফে এসেছে—

রুমান

«مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَه مِثْلُ أَجْرِه غَيْرَ أَنَّه لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْـئًا»

যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে ওই রোজাদারের সমান আজর লাভ করবে। তবে (এর কারণে) রোজাদারের আজর বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাবে না।[২৪]

হাদিসে আরও বর্ণিত হয়েছে—

«يُعْطِي اللهُ هذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ»

যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে এক ঢোক দুধ পান করাবে কিংবা একটি খেজুর; তাও সামর্থ্য না হলে সামান্য পানি পান করাবে, আল্লাহ পাক তাকেও একই সাওয়াব দান করবেন।

আর পেটপুরে ইফতার করালে তো আরেক ফজিলতের ঘোষণা—

«وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ»

আর যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে তৃপ্তি সহকারে আহার করাবে, আল্লাহ পাক তাকে আমার হাউজ থেকে অর্থাৎ হাউজে কাওসার থেকে পানি পান করাবেন। এর ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হবে না।[২৫]

ভেবে দেখুন, কত বড় ফজিলত বর্ণিত হয়েছে অন্যকে ইফতার করানোর। উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হলো, তুমি অনেক ইফতারের আয়োজন করেছ, দস্তরখানে হরেক পদের খাবারের সমাবেশ ঘটিয়েছ; এখনই ইফতার করতে বসে যেয়ো না। একটু খোঁজ নিয়ে দেখো, তোমার প্রতিবেশী কী অবস্থায় আছে। তার কি ইফতার জোগাড় হয়েছে? সে কি তার পরিবারের জন্য ইফতারের ব্যবস্থা করতে পেরেছে? জোগাড় না হলে, ব্যবস্থা করতে না পারলে তাকেও তোমার দস্তরখানে শরিক করে নাও; তার পরিবারকেও

[২৪]. দেখুন পরিশিষ্টে উল্লেখিত হাদিস নং ৪৬।
[২৫]. দেখুন পরিশিষ্টে উল্লেখিত হাদিস নং ৪।

তোমার পরিবারের ইফতারে শরিক করে নাও। তুমি যদি খালিস নিয়তে এই সহমর্মিতাটুকু প্রকাশ করতে পারো, নিজের পেয়ালার কিছু অংশ তোমার ভাইয়ের উদ্দেশে এগিয়ে দিতে পারো, তাহলে এর ফজিলত শোনো, আমি আল্লাহ তোমাকে কেয়ামতের কঠিন দিবসে হাউজে কাওসার হতে এক পেয়ালা পানি পান করাব; যে পানি দুধের চেয়েও শুভ্র, মধুর চেয়েও মিষ্ট; যে হাউজের পানি একবার পান করলে আর কখনো পিপাসা লাগবে না।

এত বড় ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে অন্যকে ইফতার করানোর। উদ্দেশ্য সহমর্মিতার গুণে গুণান্বিত হতে উদ্বুদ্ধ করা।

সহমর্মিতার চর্চা করার জন্যই মাহে রমজানে অধিক দান-সদকা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। হাদিস শরিফে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.-এর ভাষ্যে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে—

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ»

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। কিন্তু রমজান মাসে যখন হজরত জিবরাইল নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন নবীজির দানশীলতা আরও বৃদ্ধি পেত। রমজান মাসে নবীজির উদারতা ও বদান্যতা এত বৃদ্ধি পেত, যেন প্রবহমান বাতাসের চেয়েও সবেগে প্রবাহিত হচ্ছে![২৬]

এভাবে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন বাণী ও কর্মধারার মাধ্যমে মাহে রমজানকে সহমর্মিতার মাসে রূপান্তরিত করার দীক্ষা উম্মতকে প্রদান করেছেন। নিজ আমলের মাধ্যমে নবীজি উম্মতকে রমজানে অধিক দান-খয়রাত করার, অন্যের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

---

[২৬]. দেখুন পরিশিষ্টে উল্লেখিত হাদিস নং ৬।

রুহামা

অধিকন্তু রমজানের নেক আমলের জন্য এই পুরস্কারের ঘোষণাও আছে যে, রমজানে প্রতিটি নফল আমলের পরিবর্তে ফরজ আমলের সমপরিমাণ এবং প্রতিটি ফরজ আমলের বিনিময়ে সত্তরটি ফরজ আমলের সমপরিমাণ সাওয়াব প্রদান করা হবে। এভাবে অধিক সাওয়াবের ঘোষণা করেও বান্দাকে অধিক সদকা করার তথা সহমর্মিতার প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

রমজানে জাকাত আদায়ের বিধান

এই ফজিলতের প্রতি লক্ষ্য করেই সাধারণভাবে অনেকে রমজান মাসে জাকাত আদায় করে থাকে। আশা থাকে, রমজানে জাকাত আদায়ের কারণে প্রতিটি টাকার বিনিময়ে সত্তর টাকা জাকাত আদায়ের সাওয়াব পাওয়া যাবে। এক টাকায় সত্তর টাকার সাওয়াব, একশ টাকায় সাত হাজার টাকার সাওয়াব, এক হাজার টাকায় সত্তর হাজার টাকা দানের সাওয়াব পাওয়া যাবে। অধিক সাওয়াব অর্জনের এই দৃষ্টিভঙ্গি তো কাম্য ও প্রশংসনীয়। এ উদ্দেশ্যে জাকাত আদায় রমজান পর্যন্ত স্থগিত রাখা হলে এবং রমজান আগমনের প্রতীক্ষা করা হলে অনেক ভালো।

কিন্তু অনেকে এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করে ফেলে। এক ভুল তো এই যে, অনেকে মনে করে যে, জাকাত ফরজই হয় রমজান মাসে। এটি ভুল ধারণা। প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির জাকাত ফরজ হওয়ার তারিখ ভিন্ন ভিন্ন। যে তারিখে কোনো ব্যক্তি প্রথমবার জাকাতের নেসাব-পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, সেটিই তার জাকাত ফরজ হওয়ার তারিখ। পরবর্তী সময়ে প্রতিবছর সেই তারিখেই (নেসাব-পরিমাণ সম্পদের মালিকানা বাকি থাকলে) তার ওপর জাকাত ফরজ হবে। সে তারিখ রমজান মাসেও হতে পারে, শাওয়াল-জিলকদসহ বছরের অন্য কোনো মাসেও হতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তির প্রথম নেসাব-পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার তারিখ মনে না থাকে, তাহলে সে চিন্তা-ভাবনা করে সম্ভাব্য একটি তারিখ অনুমান করে নেবে যে, সম্ভবত অমুক মাসের অমুক তারিখে আমি নেসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়েছিলাম। তখন অনুমিত সেই তারিখই তার জাকাত ফরজ হওয়ার তারিখ। রমজানেই জাকাত ফরজ হয়, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণই ভুল।

রসমান

দ্বিতীয় সীমালঙ্ঘন এই করা হয় যে, রমজানের পূর্বেই জাকাত ফরজ হয়েছে, অভাবী ব্যক্তি সামনে বিদ্যমানও আছে; তারপরও জাকাত আদায়ে বিলম্ব করা হয়। এটা মোটেই ঠিক নয়। জাকাতের উদ্দেশ্যই হলো অভাবী ও দরিদ্র মুসলমান ভাইয়ের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ; অথচ আলোচ্য ক্ষেত্রে তা লঙ্ঘিত হয়। জাকাত ফরজ হয়ে গেছে, হিসাবও করা হয়ে গেছে, অভাবী ব্যক্তিদের কষ্ট হচ্ছে, এরপরও জাকাত আদায়ে বিলম্ব করা উচিত নয়। উচিত হলো জাকাত ফরজ হওয়ার পর সামনে অভাবী কাউকে পেলে সঙ্গে সঙ্গে আদায় করে দেওয়া। এ সময় এ চিন্তা করা যে, এখন না দিয়ে রমজানে দিলে সত্তর গুণ সাওয়াব লাভ করব; থাক না বেচারা অভাবী ব্যক্তি মাস দুয়েক অনাহারে, এটা সঠিক চিন্তা নয়। বরং জাকাতের অর্থ দ্বারা গরীব-অভাবী ব্যক্তির প্রয়োজন যত বেশি পূর্ণ হবে, সাওয়াবও তত বেশি হবে, ইনশাআল্লাহ। যার অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করলাম, তার প্রয়োজনের তারতম্যের ভিত্তিতেও সাওয়াব কম-বেশি হবে।

হ্যাঁ, জাকাত হিসেবে অনেক অর্থ ফরজ হয়েছে; কিছু এখন দিয়ে দিলাম, কিছু রমজানে আদায় করলাম, কোনো সমস্যা নেই। যাদের ওপর জাকাত ফরজ হয়ে আছে, কিন্তু এখনও আদায় করা হয়নি, তারা রমজানেই আদায় করে নিই। ইনশাআল্লাহ, সত্তর গুণ সাওয়াব পাওয়া যাবে।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের ফজল ও করমে আমাদের সমাজে জাকাত ফরজ হয়, এমন লোক যেমন অনেক আছে; জাকাত আদায়কারীর সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। তবে দুঃখজনক বিষয় হলো, আদায় তো করা হয়; কিন্তু বড় গাফলত ও উদাসীনতার সঙ্গে। হিসাব করা হয় না যে, আমার মোট সম্পদ কত, জাকাত কত ফরজ হলো। অনেকে আমরা জানিও না, জাকাতের হিসাব কীভাবে করতে হয়, কোন কোন সম্পদ জাকাত-হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হয়, কোন কোন সম্পদ অন্তর্ভুক্ত হয় না। এর ফলে আমরা যারা জাকাত আদায় করি, হয়তো আদায়ে কম-বেশি হয়ে যায়। বেশি হলে তো কোনো কথা নেই; কিন্তু কম হলে তো ওই পরিমাণ জাকাত আদায় না করার গুনাহ বাকি থেকে যাবে। এ কারণেই জাকাতের সঠিক মাসায়িল জানা (নামাজের মাসআলা জানার মতোই) প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজে আইন।

রসমান

ইলম অর্জন স্বতন্ত্র এক ইবাদত

আলহামদুলিল্লাহ, জাকাতের জরুরি মাসায়িল সম্পর্কে ছোট-বড় বিভিন্ন পুস্তিকা, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি ছাপা হয়েছে। সেগুলো সংগ্রহ করে নিলে আমরা বুনিয়াদি আহকাম ও মৌলিক মাসআলাগুলো জেনে নিতে পারব। জাকাতের হিসাব সহজে বের করার জন্য বিভিন্ন ইসলামি প্রতিষ্ঠান থেকে জাকাত-ফরম বের হয়েছে, যা সংগ্রহ করে নিলে আমরা সহজেই জাকাতের হিসাব বের করতে পারব। এ ছাড়াও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হয়ে আমরা জাকাতের সঠিক মাসআলা শিখে নিতে পারি।

জাকাতের মাসায়িলের ইলম অর্জন করা ফরজে আইন। রমজানে অন্যান্য ইবাদতের পাশাপাশি কিছু সময় ইলম অর্জনের পেছনেও ব্যয় করা উচিত। কেননা, ইলম অর্জন করা শুধু ইবাদতের বিশুদ্ধতার পূর্বশর্তই নয়; বরং ইলম অর্জন নিজেই স্বতন্ত্র একটি ইবাদত। আর রমজান তো অধিক ইবাদতেরই মাস। সুতরাং রমজান মাসে তলবে ইলমের এই ফরজ ইবাদত আমরা জাকাতের মাসআলা শেখার মাধ্যমে আদায় করতে পারি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপন ফজল ও করমে আমাদের সবাইকে এ সমস্ত কথার ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

হাসান

বয়ান নং ৬

রমজানের শেষ দশকে করণীয় চারটি বিশেষ আমল

﴿وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾

এবং (তিনি চান) যাতে তোমরা রোজার সংখ্যা পূরণ করে নাও এবং আল্লাহ যে তোমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন সেজন্য আল্লাহর তাকবির পাঠ করো আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। [সুরা বাকারা: ১৮৫]

হামদ ও সালাতের পর,

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে আমরা মোবারক মাস রমজান অতিবাহিত করছি। এখন রমজানের শেষ দশক চলছে। রমজানের এই শেষ দশক হলো পুরো রমজানের রহমত ও বরকতের নির্যাস। পুরো রমজান মাসেই যদিও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার ওপর রহমত ও করুণা বর্ষিত হতে থাকে; কিন্তু এই শেষ দশকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিশেষ অনুগ্রহদৃষ্টি বান্দাদের প্রতি নিবদ্ধ হয় এবং রহমত ও বরকতের ফল্গুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। দোজাহানের সরদার নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক হাদিসেও এই বিষয়টির নির্দেশনা পাওয়া যায়। নবীজি ইরশাদ করেছেন, কখনো কখনো বান্দাদের ওপর আল্লাহ তাআলার রহমতের বারিধারা প্রবাহিত হতে থাকে।

নিঃসন্দেহে রমজানের এই শেষ দশকও আল্লাহ পাকের বিশেষ করুণাধারা প্রবাহিত হওয়ার মৌসুম। তাই চলমান সময়ের বরং প্রতিটি ক্ষণের খুব

হাসান

বেশি কদর করা উচিত এবং এ সময়ের করণীয় সম্বন্ধে জেনে তা অনুযায়ী আমল করা উচিত।

আজ জুমার দিন। হতে পারে আজকের জুমা-ই এবারের রমজানের শেষ জুমা। আগামী জুমার দিন হয়তো ঈদের দিন হবে। প্রথমে এ পরিপ্রেক্ষিতে দু-একটি কথা আরজ করছি।

রমজানের প্রত্যেক জুমাতেই দুটি বরকত একত্র হয়। এক. রমজানের বরকত, দুই. জুমার দিনের বরকত। আজকের দিনটি হলো এই উভয় বরকত একসঙ্গে অর্জন করার এ বছরের সর্বশেষ সুযোগ। এ চিন্তাকে সামনে রেখে উভয় বরকত অর্জনের গনিমততুল্য সুযোগ কাজে লাগাতে অধিক ইবাদত-বন্দেগির চেষ্টা করা নিঃসন্দেহে বড় সৌভাগ্যের বিষয়।[২৭]

শেষ দশকে বেশি বেশি শোকর করা উচিত

পুরো রমজানে কোন কোন ইবাদত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেশি বেশি করার চেষ্টা করা উচিত, সে বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আজ আল্লাহ পাক তাওফিক দান করলে রমজানের এই শেষ দশকে বিশেষভাবে করণীয় কিছু ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা করব।

রমজানের এই শেষ মুহূর্তগুলোতে সর্বপ্রথম বিশেষ করণীয় আমল হলো অধিক পরিমাণে আল্লাহর শোকর করা।

কীসের শোকর করব?! শোকর তো প্রথমে এ বিষয়ের করব যে, আল্লাহ আমাদের জীবনে অতিরিক্ত একটি রমজান দান করেছেন। আমাদের পরিচিত-অপরিচিত কত মানুষ গত রমজান আমাদের সঙ্গেই কাটিয়েছেন; কিন্তু এ রমজান তাদের জীবনে নসিব হয়নি। রমজান আগমনের পূর্বেই তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ বছরের রমজান ও রোজা, তারাবি ও কিয়ামুল লাইল, তিলাওয়াত ও ইতিকাফ—কিছুই তাদের ভাগ্যে জোটেনি। আল্লাহ পাক আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের বা-হায়াত রেখেছেন; অবারিত রহমত ও বরকতে সিক্ত আরও একটি রমজান

[২৭]. রমজানের শেষ জুমাকে 'জুমাতুল বিদা' নামকরণ ও এর হাকিকত সম্বন্ধে জানতে ৯ নং বয়ান দেখুন।

আমাদের দান করেছেন: এজন্য আমাদের কর্তব্য হলো মাহে রমজান প্রাপ্তির শোকর করা।

ইবাদতের তাওফিক একমাত্র আল্লাহর দান

শোকরের দ্বিতীয় দিক হলো আল্লাহ পাক এ রমজান মাসে আমাদেরকে আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু ইবাদত করার তাওফিক দিয়েছেন; রোজা রাখার, তারাবি পড়ার, কিছু নফল ইবাদত, জিকির-আজকার ও কুরআন তিলাওয়াতের তাওফিক দান করেছেন। আমাদের পরিচিত-অপরিচিত কত ব্যক্তি ও পরিবার এমন আছে যারা কল্যাণের মাস রমজান কবে এসেছে আর কীভাবে গত হয়ে গেছে—বলতেই পারবে না। রমজানের আগমন ও প্রস্থান, রহমত ও বরকতের ঘোষণা, মাগফিরাত ও নাজাতের পরোয়ানা তাদের হৃদয়জগতে কোনো আবেদন সৃষ্টি করেনি। আল্লাহ পাক যে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি, রমজানের মহা ফজিলতপূর্ণ ইবাদত হতে মাহরূম করেননি, এটা আমাদের যোগ্যতাবলে উপার্জিত নয়; বরং দয়াময় আল্লাহর অনুগ্রহ-দান। তাই এর জন্যও আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা কর্তব্য। এক শোকর রমজান নসিব হওয়ায়, আরেক শোকর রমজানে কিছু ইবাদত করার তাওফিক হওয়ায়। আমাদের কর্তব্য অন্তরের অন্তস্তল হতে আল্লাহর শোকর করা এবং জবানেও শোকরের কালিমা উচ্চারণ করা।

> **"**হে আল্লাহ, এই রমজান নসিব হয়েছে আপনারই দয়া ও অনুগ্রহে, যা কিছু ইবাদতের তাওফিক হয়েছে তাও আপনার ফজল ও করমে। হে আল্লাহ, আপনি তাওফিক না দিলে কিছুই সম্ভব হতো না। আপনি হুকুম না করলে তো গাছের পাতাও নড়ে না; আপনার রেজা থাকলে কেউ ঠেকাতে পারে না। তাই হৃদয়ের গভীর থেকে, অন্তরের অন্তস্তল থেকে আপনার প্রদত্ত তাওফিকের শোকর আদায় করছি। হে আল্লাহ, আপনার এই অসীম রহমতের শোকর আদায়ের সামর্থ্য আমাদের নেই; আপনার শান অনুযায়ী শোকরের ভাষাও আমাদের জানা নেই। আমাদের এই টুটাফাটা ও ত্রুটিযুক্ত শোকরকেই আপনি দয়া করে কবুল করে নিন।**"**

হাসান

বন্দেগির হক কীভাবে আদায় করবে বান্দা?!

তবে ভাই, বাস্তব কথা হচ্ছে, যত ইবাদতই করা হোক, বান্দার পক্ষে ইবাদতের হক আদায় করা কখনোই সম্ভব নয়। এক শোকরের ইবাদতের কথাই চিন্তা করুন। শোকরের হক আদায় করা কী সম্ভব? প্রতি মুহূর্তে আমরা শ্বাস নিচ্ছি, নিশ্বাস ফেলছি। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তের শ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগের মাঝেই দুটি নিয়ামত। শুধু যদি শ্বাসের নিয়ামতের শোকর আদায় করা শুরু করি, আমার জীবনের সবগুলো শ্বাস-নিশ্বাসের শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা সম্ভব হবে? আরও কত লক্ষ-কোটি বরং অগণিত নিয়ামত আল্লাহ আমাদের দান করেছেন। সেগুলোর শোকর কখন-কীভাবে আদায় করব?

আমাদের শোকর তো 'প্রতীকী কৃতজ্ঞতা'!

কাজেই শোকর তো বাস্তব অর্থে আদায় করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতিস্বরূপ কিছু প্রতীকী কৃতজ্ঞতা পেশ করে থাকি। দুনিয়াতে আমরা দেখি, বড়দের সম্মাননায় ক্রেস্ট বা বিভিন্ন উপঢৌকন প্রদান করা হয়। এরপর বিনয়ের সঙ্গে বলা হয়, এ উপহার তো আপনার শান ও মর্যাদা হিসেবে কিছুই নয়; এ শুধু আমাদের পক্ষ হতে আপনার মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতীকী উপহার! ঠিক তেমনই আমাদের শোকরও আল্লাহর নিয়ামত ভোগের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতীকী কৃতজ্ঞতা-মাত্র। অন্যথায় শোকরের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মহান আল্লাহ তাআলার শান অনুযায়ী কীভাবে আদায় করা সম্ভব?!

তো এ কথা আরজ করছিলাম যে, রমজানের এই শেষ দশকে আমাদের প্রথম কর্তব্য হলো রমজান নসিব হওয়ার এবং কিছু ইবাদতের তাওফিক হওয়ার কারণে বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা।

ইবাদতের পরও তাওবা করা কর্তব্য

শোকরের পর এ সময়ের দ্বিতীয় বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে অধিক পরিমাণে তাওবা ও ইসতেগফার করা।

তাওবা ও ইসতেগফার কেন করব?! তাওবা এজন্য করব যে, আমরা তো রমজানের হক ও দাবি রক্ষা করতে পারিনি। রোজা ও তারাবির যথাযথ

রুহামা

হক আদায় করতে পারিনি। যে রোজার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার মহাসম্পদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তেমন জানদার রোজা রাখতে পারিনি। যে তারাবির বদলায় গুনাহ মাফের খোশখবরি এসেছে, তেমন প্রাণবন্ত তারাবি আদায় করতে পারিনি। টুটাফাটা কিছু ইবাদত হয়তো করেছি; কিন্তু বন্দেগির শান আদায় করতে পারিনি। তাই, আল্লাহর দরবারে অনুনয়-বিনয় করে তাওবা-ইসতেগফার করতে হবে।

"হে আল্লাহ, আপনার দান করা এই মহা মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারিনি। আপনি যে নিয়ামত দান করেছিলেন, তার কদর করতে পারিনি। রোজার হক আদায় করতে পারিনি, রোজার আদাবের প্রতি যত্নবান হতে পারিনি। তারাবির হক আদায় করতে পারিনি, খুশু-খুজুর সঙ্গে আপনার মর্জিমতো তারাবি পড়তে পারিনি। কুরআন তিলাওয়াতের হক আদায় করতে পারিনি, আপনার কালামের যে শান; তা রক্ষা করে তিলাওয়াত করতে পারিনি।

﴿جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾

আমরা সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদেরকে পরিপূর্ণ রসদ দান করুন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।[২৮]

হে আল্লাহ, অতি সামান্য এই সামানা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আপনার দরবারে; আমাদের পুঁজি যদিও সীমিত, আপনার দয়ার ভান্ডার তো অফুরান! আমাদের তুচ্ছ এই সামানার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে আপনার অফুরন্ত দয়ার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আপনার প্রতি দয়ার আচরণ করুন। রোজা রাখার জন্য আপনি যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, তারাবি আদায়ের যে ফজিলত আপনি নির্ধারিত করেছেন, মাহে রমজানের ইবাদতের জন্য আপনি যে বিশেষ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; আয় আল্লাহ, তার সবকিছুই আমাদের প্রয়োজন। সবকিছু আপনি আমাদের দান করুন। আমরা তুচ্ছ পুঁজি নিয়ে এসেছি, আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদেরকে

---

২৮. সুরা ইউসুফ: ৮৮।

আরও দান করুন। হে আল্লাহ, আমরা আপনার প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভের হকদার ও উপযুক্ত তো নই; কিন্তু আপনার পুরস্কার লাভের মোহতাজ ও মুখাপেক্ষী তো অবশ্যই। আমাদের মাগফিরাত ও ক্ষমা প্রয়োজন, নাজাত ও মুক্তির পরোয়ানা প্রয়োজন; আমাদের প্রাপ্য ও উপযুক্ততার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে আমাদের মুখাপেক্ষিতার প্রতি দৃষ্টি দিন। মাহে রমজানে যত রহমত ও বরকত আপনি রেখেছেন, যত পুরস্কার ও দানের ওয়াদা আপনি করেছেন, সব আমাদের দান করুন।

আয় আল্লাহ, আপনি রমজান দান করেছেন তাকওয়া অর্জনের জন্য। আমাদের ত্রুটিপূর্ণ এই রোজার বিনিময়েই আমাদের তাকওয়ার দৌলত দান করুন। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন।"

এভাবে আমরা ইবাদতের তাওফিকের জন্য শোকরও করব, ইবাদতের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাওবা-ইসতেগফারও করব। যদি শোকরও আদায় করি, তাওবা-ইসতেগফারও করি—তাহলে পরম করুণাময় সত্তা আল্লাহ এত কারিম ও দয়াময় যে, তিনি আমাদের মাহরূম করবেন না। অসীম দয়াময় আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমাদের সামান্য টুটাফাটা ইবাদতই কবুল করে নেবেন এবং অসামান্য আজর ও সাওয়াব দান করবেন।

আমাদের আমলের দৃষ্টান্ত

আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে যে সমস্ত আমল পেশ করি, প্রকৃতপক্ষে তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের সেই বেদুইনের কলসভরা পানি!

দূর মরুভূমিতে বসবাসকারী জনৈক বেদুইনের বহুদিনের শখ বাগদাদ যাবে খলিফার জিয়ারতে। অর্ধ জাহানের খলিফা! কী তোহফা নেওয়া যায় তার জন্য? আচ্ছা, মরূদ্যানের ওই মিঠা পানির কূপখানা, যার পানি নিয়ে প্রায়ই লেগে যায় হাতাহাতি-মারামারি, এক মশক পানি পাওয়া মানে বিশ্বজয়! সেখান থেকে এক কলস পানি নিয়ে গেলে কেমন হয়? বাগদাদের খলিফা কোথায় পাবেন এই মিঠা পানি?!

খলিফার দরবারে হাজির হয়ে সালাম পেশ করে বেদুইন। তারপর কৃত্রিম বিনয়ের সুরেই যেন বলে, 'বাদশাহ নামদার, আমাদের গাঁয়ের কূপ থেকে

আপনার জন্য নিয়ে এসেছি তোহফা! পান করে দেখুন, দিল ঠান্ডা হয়ে যাবে; যেমন শীতল, তেমন মিঠা! এমন মিষ্টি পানি আপনি জীবনেও পান করেননি। কোথায় পাবেন এ পানি, আমাদের গাঁও ছাড়া!'

অর্ধ পৃথিবীর প্রতাপশালী শাসক পানির কলসের দিকে তাকান। এত দূরের পথ! ধূলোবালি পড়ে পড়ে ততদিনে পানি দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে! বিচক্ষণ খলিফা বুঝতে পারেন, গ্রাম্য এই প্রজার কাছে এই গাদলা-গান্দা পানিই অমূল্য সম্পদ। ঘোলা পানির মাঝেই প্রাজ্ঞ খলিফা খুঁজে পান এক নির্বোধ প্রজার নিখাদ ভালোবাসা!

খলিফা কৃত্রিম উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। তোহফা কবুল করে উজিরকে নির্দেশ দেন, এই 'অমূল্য' পানিটুকু সযত্নে রেখে দাও আর এই কলসভরে একে দিয়ে দাও সোনা-চাঁদি!

খুশিতে বেদুইন তখন আটখানা! তার অমূল্য তোহফা খলিফাকে মুগ্ধ করেছে। যাক, সোনা-চাঁদি নিয়ে এবার ফেরা যাক দূর মরুভূমির গ্রামের পথে। বাদশাহর অনুচররা বেদুইনকে কিছুদূর এগিয়ে দেয়। কিছুটা ঘুর পথে নিয়ে যায় প্রবহমান দজলার পাশ দিয়ে। দজলা নদীর প্রবাহ দেখে বেদুইন তো হয়রান-পেরেশান! হায়! কলসভরা সোনা-চাঁদি কি কুয়ার পানির বদলা! এ যে কেবল মহান খলিফার মেহেরবানি!

দুনিয়ার এক মামুলি বাদশাহ যদি কদর করেন বেদুইনের ইখলাস ও মুহাব্বতের, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার; সকল বাদশাহর বাদশাহ যিনি, করুণার আধার যিনি, তিনি কি কবুল করবেন না আমাদের টুটাফাটা ইবাদত ও কান্নাভরা ফরিয়াদের তোহফা?!

আমরা তো ওই বেদুইনের চেয়েও নির্বোধ! আমাদের আমল তো ওই গান্দা পানির চেয়েও দুর্গন্ধভরা! কী তোহফা আমরা পেশ করছি রাজাধিরাজের দরবারে?! আমাদের আমলের বদলা তো হওয়ার কথা কঠিন আজাব ও শাস্তি। কিন্তু দেখুন দয়াময়ের দয়া! আল্লাহ বলছেন, বান্দা যদ্দুর পেরেছে পচা-গান্দা আমল করেছে, কিন্তু ইখলাস ও মুহাব্বতের সঙ্গে করেছে; বিনয় ও নিষ্ঠার সঙ্গে করেছে। তাই আমি পচা-গান্দা ইবাদতের এই মটকাই কবুল করে নিচ্ছি আর এর প্রতিদান আমি নিজে দিচ্ছি!

হাসান

«الصَّوْمُ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»

রোজা তো একমাত্র আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দিয়ে থাকি।[২৯]

নিজ আমলের মুহাসাবাও করা চাই

রমজানের এই শেষ দশকে শোকর ও ইসতেগফারের পর আমাদের তৃতীয় করণীয় হচ্ছে মুহাসাবা। রমজান তো আল্লাহ তাআলা দান করেছিলেন তাকওয়ার দৌলত অর্জন করার জন্য। রমজান তো আগমন করেছিল রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে। রমজানের গত হয়ে যাওয়া এই বিশ-বাইশ দিনে আমাদের হৃদয়-জগৎ কি তাকওয়ার নুরে নুরান্বিত হয়েছে? রমজানের পূর্বে দিল ও কলবের যে হালত ও কাইফিয়াত ছিল, তাতে কি কোনো ইনকিলাব এসেছে? আল্লাহ পাকের প্রতিটি বিধান নত শিরে মেনে নেওয়ার এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার স্পৃহা ও চেতনা কি আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে? আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য নিজেকে এ প্রশ্নগুলো করা এবং আপন আপন অবস্থার হিসাব নেওয়া।

এই তিনটি বিষয় আমলের পাশাপাশি চতুর্থ ও সর্বশেষ করণীয় বিষয় হচ্ছে রমজানের বাকি মুহূর্তগুলোর পূর্ণ ইহতেমাম। বাকি থাকা প্রতিটি মুহূর্তকে অমূল্য সম্পদ মনে করে ইবাদত-বন্দেগিতে কাটাতে হবে এবং বিশেষ করে তাওবার ইহতেমাম করতে হবে।

চলমান সংঘাত-পরিস্থিতি আমাদের বদ আমলেরই পরিণতি

আজ আমাদের অবস্থা দেখুন। পরস্পর মারামারি-হানাহানি, একে অপরের ক্ষতি করার চেষ্টা; পুরো মুসলিম উম্মাহ আজ গৃহযুদ্ধ ও আত্মঘাতী হানাহানিতে লিপ্ত। মুসলমানের হাত রঞ্জিত হচ্ছে তার মুসলিম ভাইয়ের রক্তে! মুসলমানদের লাশের স্তূপ তৈরি হচ্ছে মুসলমানের অস্ত্রের আঘাতে! মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান—সকল মুসলিম রাষ্ট্রের একই অবস্থা! কেন? কেন এই পতন ও স্থবিরতা?!

---

[২৯]. ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১১৫১।

আল্লাহ পাকের আজাব ও শাস্তির বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি আছে। তেমনই একটি দিক হলো কুরআনের ভাষায়—

﴿وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ﴾

এবং তিনি (আল্লাহ) এক দলকে অপর দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। [সুরা আনআম: ৬৫]

সুতরাং মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াইও এক ধরনের আজাবে ইলাহি। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। মনে হচ্ছে, আজ পুরো উম্মত এই আজাবেরই শিকার!

অনেকে বলে থাকে, এসবের পেছনে তো মূল কারণ হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের ষড়যন্ত্র। হ্যাঁ, ষড়যন্ত্র তো অবশ্যই আছে। এটি একেবারে সুস্পষ্ট বিষয়। আমেরিকা ও তার সহযোগী পশ্চিমা শক্তি কখনোই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি দেখতে চায় না। মুসলমানদের দুরবস্থা ও পারস্পরিক হানাহানিতেই তারা উল্লসিত হয়।

কিন্তু ভাই, কথা হচ্ছে শত্রুপক্ষ তো ষড়যন্ত্র করবেই। শত্রুর কাজই তো ক্ষতির চেষ্টা করা। এ বিষয়ে অভিযোগ করে কী লাভ? শত্রুর কাছে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ লাভের আশা করাই তো নির্বুদ্ধিতা!

ঈমানের শক্তির সামনে সব শক্তিই অসহায়!

প্রকৃত কথা হলো, যতক্ষণ আমরা নিজেরা সঠিক পথে থাকব, আল্লাহর দ্বীনের ওপর অটল-অবিচল থাকব, অন্যায় আচরণ হতে বিরত থাকব, ততক্ষণ তাদের সকল চেষ্টা ও প্রচেষ্টা, ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল মোটেও সফলকাম হবে না। যদি আমরা প্রকৃত অর্থে মুসলমান হতে পারি, আল্লাহর মুহাব্বত ও ভালোবাসার দাবিতে মুখলিস ও নিষ্ঠাবান হতে পারি; তাহলে কাফির ও অবিশ্বাসীরা যতই ষড়যন্ত্র করুক, তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

আজ আমাদের মাঝে আছে ইসলামের দাবির প্রতিফলন? আছে আল্লাহর মুহাব্বতের কোনো নিদর্শন? আমাদের মাঝে তো নেই আল্লাহর প্রতি রুজু ও প্রত্যাবর্তন, আছে কেবল অন্যায় ও অসৎকর্মের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘুষের রমরমা বাজার; অথচ ঘুষদাতা ও গ্রহীতা

রুমান

উভয়ের ব্যাপারে জাহান্নামে নিক্ষেপের সতর্কবাণী এসেছে।[৩০] সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ সুদের অবাধ প্রচলন; অথচ সুদগ্রহীতা সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা হলো—

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ﴾

> অতঃপর যদি তোমরা (সুদ) পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ ও তার রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। [সুরা বাকারা: ২৭৯]

মিথ্যা, আমানতের খেয়ানত, ধোঁকাবাজি—সব অন্যায় আমাদের মাঝে আছে। কেউ চাইলেই দুই পয়সা দিয়ে আমাদের ঈমান-আমল, মেধা-মস্তিষ্ক, ভূখণ্ড—সবই ক্রয় করতে পারে। যতক্ষণ আমরা এসব অন্যায় হতে তাওবা ও ইসতেগফার না করব, কাফেররা আমাদের নিয়ে ষড়যন্ত্র করে সফলকাম হতেই থাকবে।

তাওবা আজাবকে অপসারণ করে

সুতরাং আমাদের কর্তব্য খালিস দিলে তাওবা করা। দরবারে ইলাহিতে হাজির হয়ে অনুতপ্ত চিত্তে বলা,

> "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজ সত্তার ওপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি রহম না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[৩১]
>
> হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপন নফস ও আত্মার ওপর জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন, আমাদের প্রতি দয়ার আচরণ না করেন, তাহলে তো নিঃসন্দেহে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। আমরা অতীতে কৃত সকল গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ইসতেগফার করছি, আপনার দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি—ভবিষ্যতে আর কখনো আপনার

---

৩০. হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. বলেন, নবীজি ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার ওপর অভিসম্পাত করেছেন। [সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ১৩৪০]

৩১. সুরা আ'রাফ: ২৩।

অবাধ্য হব না, ভবিষ্যতে আর কখনো গুনাহ করব না। আপনি দয়া করে আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, আমাদের 'টুটাফাটা' রোজার বিনিময়েই আপনি আমাদের আপনার প্রতিশ্রুত 'তাকওয়া' দান করুন। হে আল্লাহ, আপনি তাওফিক দিন তাওবার ওপর অটল থাকার এবং তাকওয়ার জীবন গড়ার।"

এভাবে নিজের জন্য ও পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য তাওবা-ইসতেগফার করতে হবে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সুন্নাত হলো, যদি সকলে মিলে অনুতপ্ত হয়ে সমবেতভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়, তাহলে তিনি আসন্ন আজাব ও শাস্তি প্রত্যাহার করে নেন। ইজতেমায়ি তাওবা ও রোনাজারির কারণে আজাব-গজব ফিরিয়ে নেওয়া সুন্নাতে ইলাহি ও রাব্বে কারিমের শাশ্বত নীতি। পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟﴾

অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার (পক্ষ হতে) আজাব এলো, তখন তারা কেন অনুনয়-বিনয় করল না? [সুরা আনআম: ৪৩]

অন্য এক আয়াতে হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কওমের বিবরণে এসেছে,

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَٰنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ۖ لَمَّآ ءَامَنُوا۟
كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾

তবে কোনো জনপদ কেন এমন হলো না যে, তারা এমন এক সময় ঈমান আনত, যখন ঈমান তাদের উপকার করতে পারত? অবশ্য ইউনুসের কওম এ রকম ছিল। তারা যখন ঈমান আনল, তখন আমি পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাকর শাস্তি তাদের থেকে তুলে নিলাম এবং তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবন ভোগ করতে দিলাম।

[সুরা ইউনুস: ৯৮]

তো ভাই, মাহে রমজানের আরও কয়েকটি দিন বাকি আছে, রহমত ও বরকতের অমূল্য কিছু মুহূর্ত এখনও কাজে লাগানোর সুযোগ আছে,

কদরের রাত এখনও বাকি আছে। সামনের যেকোনো রাতই শবে কদর হতে পারে। এজন্য প্রতিটি মুহূর্তের সর্বোচ্চ কদর করা উচিত। শবে কদরের তালাশ করা উচিত। আর শবে কদর না পেলাম তো কী হয়েছে! জনৈক অন্তর্জ্ঞানীর ভাষায়—

ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

মুমিনের জন্য প্রতিটি রজনী-ই শবে কদর, যদি কদর ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।

আলোচনার শুরুতে আমি আপনাদের সামনে সুরা বাকারার একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছিলাম। আয়াতের মধ্যে রমজানের সমাপ্তি ও ঈদুল ফিতরের আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন, কী আশ্চর্য বর্ণনাভঙ্গি! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

এবং (তিনি চান) যাতে তোমরা রোজার গণনা পূর্ণ করে নাও এবং আল্লাহ যে তোমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন সেজন্য আল্লাহর তাকবির পাঠ করো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। [সুরা বাকারা: ১৮৫]

দেখুন, আল্লাহ তাআলা বলতে পারতেন, তোমরা তোমাদের রোজা পূর্ণ করে নাও, তারাবি ও কিয়ামুল লাইল পূর্ণ করে নাও। কিন্তু তা না বলে আল্লাহ বললেন, 'তোমরা তোমাদের রোজার গণনা পূর্ণ করে নাও।' কেন?! আল্লাহু আকবার! কী প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী! উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া। অর্থাৎ বান্দা! তুমি রোজা-তারাবি কী পূর্ণ করবে?! রোজা ও তারাবির কী হক তুমি আর আদায় করবে?! বন্দেগির কী কারনামা তুমি পেশ করবে?! তুমি তো দুর্বল! তুমি তো নির্বোধ! আচ্ছা, নামকাওয়াস্তে সংখ্যা ও গণনাই পূর্ণ করে নাও! আমার সন্তুষ্টির জন্য যদি গণনাও পূর্ণ করো, তাহলে হক আদায় না হওয়া সত্ত্বেও আমি তা কবুল করে নেব।

আল্লাহ তো রহিম ও রহমান! আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ তো অসীম, অফুরান! বান্দা যখন আপন ইবাদতের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে তাওবা

করে, আল্লাহ তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেন এবং তার ত্রুটিপূর্ণ ইবাদতের পরিবর্তেই পূর্ণাঙ্গ ইবাদতের সাওয়াব প্রদান করেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আল্লাহ যেভাবে তোমাদের হিদায়াত করেছেন, সেভাবে তার তাকবির পাঠ করো'। অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করো। রমজান মাসে অন্য মাসের তুলনায় আল্লাহর বড়ত্ব অধিক বর্ণনা করা হয়। অন্যান্য দিনের চেয়ে অতিরিক্ত বিশ রাকাত নামাজ। আল্লাহু আকবার ধ্বনির মাধ্যমে বিশ রাকাতে একশ বারের অধিক আল্লাহর বড়ত্বের কথা ঘোষণা করা হয়। আবার ঈদের নামাজের উদ্দেশে ঈদগাহে যাওয়ার সময়ও আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করে তাকবিরে তাশরিক পাঠ করা হয়। ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ছয় তাকবিরের মাধ্যমে আল্লাহর বড়ত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। মাকসাদ হলো পুরো রমজানে অসংখ্যবার আল্লাহর বড়ত্বের মৌখিক স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে বান্দার মনে যেন আল্লাহর বড়ত্বের বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে যায়। এই অনুভূতি যেন তার অন্তরজগতে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ইতাআত ও আনুগত করব তার, যিনি সবচেয়ে বড়; ইবাদত ও বন্দেগি করব তার, যিনি সবচেয়ে মহান; মুহাব্বত ও ভালোবাসা হবে তার জন্য, যিনি আমার রব।

﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

এবং সমস্ত গৌরব তারই, আকাশমণ্ডলিতেও এবং পৃথিবীতেও। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সুরা জাছিয়া: ৩৭]

তাই আসুন, মাহে রমজানের এই শেষ দশকের কদর করি। বেশি বেশি শোকর ও ইসতেগফার করি, মুহাসাবা ও মুরাকাবা করি; তাসবিহ-তাকবির, জিকির-আজকার ইত্যাদির মাধ্যমে বাকি সময়গুলোকেও কাজে লাগাতে সচেষ্ট হই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুন। আমাদের অন্তরে তাকওয়ার নুর দান করুন। আল্লাহর কিবরিয়া ও বড়ত্বের বিশ্বাস আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিন। রমজানের পরও যেন আমাদের অন্তরে থাকে খওফে ইলাহি ও আল্লাহভীতি এবং কিবরিয়ায়ে ইলাহি ও আল্লাহর মহত্ত্বের অনুভূতি। আমিন।

হাসান

বয়ান নং ৭

মহিমান্বিত রজনী শবে কদর
কী করছি? কী করব?

হামদ ও সালাতের পর,

সম্মানিত উপস্থিতি, সময় অতি অল্প। তাই আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করলে সংক্ষেপে আপনাদের সামনে দু-চারটি কথা নিবেদন করব।

প্রথম নিবেদন এই যে, আল্লাহ তাআলার ফজল ও করমে রমজানের শেষ দশক শুরু হয়ে গেছে। রমজানের এই শেষ দশক পুরো মাসের নির্যাসের মতো। যদিও পুরো রমজানই আল্লাহ পাকের রহমত ও বরকত নাজিল হওয়ার মাস এবং এ মাসের প্রতিটি মুহূর্তই অতি মূল্যবান; কিন্তু বিশেষ করে এই শেষ দশক আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হওয়ার বিশেষ সময়। অধিকন্তু এ শেষ দশকের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা শবে কদরের মতো অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ রজনী রেখেছেন, যা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۚ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۖ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۖ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم ۚ مِن كُلِّ أَمْرٍ ۛ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ﴾

নিশ্চয়ই আমি এটা (অর্থাৎ কুরআন) শবে কদরে নাজিল করেছি। আপনি কি জানেন, শবে কদর কী? শবে কদর এক হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফিরেশতাগণ ও রূহ প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়। সে রাত (আদ্যোপান্ত) শান্তি—ফজরের উদয় পর্যন্ত। [সুরা ক্বদর: ১-৫]

এর অর্থ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি এক হাজার রাত নয়; বরং এক হাজার মাস একটানা ইবাদত করে, তাহলে সে যে পরিমাণ আজর ও সাওয়াব লাভ করবে, লাইলাতুল কদরে ইবাদতকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তারচেয়েও বেশি আজর ও সাওয়াব দান করবেন!

শবে কদর উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য রাব্বে কারিমের বিশেষ দান

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এর কারণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, একবার জনৈক সাহাবি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, কুরআনুল কারিমে পূর্ববর্তী জাতিবর্গ সম্পর্কে এসেছে যে, তারা দীর্ঘ হায়াত লাভ করত।

যেমন হজরত নুহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে—

﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا﴾

আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মাঝে পঞ্চাশ-কম-একহাজার বছর অবস্থান করেছিলেন।

[সুরা আনকাবুত: ১৪]

উক্ত সাহাবি প্রশ্ন করলেন, তারা তো অনেক দীর্ঘ জীবন লাভ করত। ফলে তাদের ইবাদতের পরিমাণও অনেক বেশি হতো। আমাদের হায়াত তো তাদের তুলনায় অনেক কম। আমরা কীভাবে ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারব?

সাহাবির এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই সুরা কদর অবতীর্ণ হয়। এ সুরার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাদের হায়াত ও জীবনকাল যদিও তাদের ন্যায় দীর্ঘ নয়; কিন্তু আমি তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করে এমন একটি রাত দান করেছি, যে রাতের ইবাদত হাজার রাতের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর সে রজনী হলো লাইলাতুল কদর।

হাসান

শবে কদরের শিক্ষা কলহ-বিবাদ পরিহার

শুরুতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করেই জানানো হয়েছিল যে, রমজানের অমুক রাত লাইলাতুল কদর। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিষয়টি সাহাবিদের জানানোর উদ্দেশ্যে বের হলেন, পথিমধ্যে দুজন ব্যক্তিকে বাদানুবাদে লিপ্ত দেখতে পেলেন। তাদের এই বিবাদের বে-বরকতির কারণে নবীজি সেই নির্দিষ্ট তারিখের কথা ভুলে গেলেন।

প্রকৃতপক্ষে তো আল্লাহর ইলমে পূর্ব থেকেই এরূপ নির্ধারিত ছিল যে, শবে কদর অনির্ধারিত রাখা হবে, যেন বান্দা একে অন্বেষণ করতে গিয়ে কিছু চেষ্টা ও সাধনা করে, কিছু বেশি ইবাদত করে। কিন্তু প্রথমে রাসুলকে অবগত করা, এরপর ভুলিয়ে দেওয়ার পেছনে এক গুরুত্বপূর্ণ হিকমত ও রহস্য নিহিত আছে। এর উদ্দেশ্য, মুসলমানগণ যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, কলহ-বাদানুবাদ অত্যন্ত গর্হিত বিষয়। বিবাদ-বিসংবাদ এত মন্দ যে, এর বে-বরকতির কারণে নবীজিকে শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মুসলমানদের কর্তব্য হলো ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। কারও সঙ্গে যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হয়, যুক্তিতে-মননে সামঞ্জস্য না হয়, তার সঙ্গে মেলা-মেশা, ওঠা-বসা করা তো জরুরি কিছু নয়। দেখা হলে সালাম দেবেন, সালাম দিলে উত্তর দেবেন, অসুস্থ হলে ইসলামি শিষ্টাচারের দাবি অনুযায়ী শুশ্রূষার জন্য যাবেন। এতটুকু হক যদি আদায় করেন, এরপর তার সঙ্গে অতিরিক্ত সম্পর্ক না রাখেন, কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু এর পরিবর্তে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি-হানাহানি, তর্ক-বিতর্ক করা মোটেই সমীচীন নয়; বরং এগুলো মানুষের মনকে বিরাগ ও বিমুখ করে দেয়। সুতরাং আগত শবে কদর হতে এই শিক্ষাও গ্রহণ করুন যে, আমরা ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি-হানাহানি, তর্ক-বিতর্ক যথাসম্ভব পরিহার করব এবং এগুলোর মন্দ পরিণতি থেকে বেঁচে থাকব।

হাসান

অনির্দিষ্ট শবে কদরেও আছে বান্দার প্রতি করুণা-দান!

যাই হোক, এ কথা আরজ করছিলাম যে, বিশেষ হিকমতের কারণে আল্লাহ পাক শবে কদরের তারিখ নির্দিষ্ট রাখেননি। প্রথমে নবীজিকে জানানোর পর তা আবার বিস্মৃত করে দিয়েছেন। এখন রমজানের শেষ দশকের যেকোনো বেজোড়[৩২] রাতে শবে কদর হতে পারে। কোনো রাত তা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া হয়নি। হতে পারে একুশতম রাতে, হতে পারে তেইশতম রাতে, হতে পারে পঁচিশ, সাতাশ কিংবা উনত্রিশতম রাতে। এ পাঁচ রজনীর যেকোনো একটিতেই শবে কদর হতে পারে। এভাবে অনির্ধারিত রাখার একটি হিকমত হলো বান্দা যেন শবে কদর প্রাপ্তির আশায় বেজোড় পাঁচ রাতেই কিছু কিছু ইবাদত করে এবং পাঁচ রাতেই শবে কদর তালাশ করে।

এমনকি আজ একুশ তারিখের রাতও শবে কদর হতে পারে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একবার জানিয়ে দেওয়া হলো, যে রাত শবে কদর হবে, সে রাতে আপনি কাদা-পানিতে সিজদা করবেন। অর্থাৎ বৃষ্টির পানি জমে যাবে।

দেখা গেল, বিশ তারিখ দিনে খুব বৃষ্টি হলো। মসজিদে নববির ভেতর কাদা হয়ে গেল, পানি জমে গেল। ফলে নবীজি সে রাতে কাদাপানির মাঝেই সিজদা করলেন। আলামত দ্বারা বোঝা গেল, সে রাতই শবে কদর ছিল।

সুতরাং শবে কদর অনির্ধারিতভাবে শেষ দশকের যেকোনো বেজোড় রাতেই হতে পারে। শবে কদরের দাবি হলো বেজোড় রাতগুলোতে বেশি বেশি ইবাদত করা; ইবাদতের প্রতি যত্নবান হওয়া।

শবে কদর রুসমের রাত নয়

কিন্তু এর পরিবর্তে এ রাতে জলসার আয়োজন?! ডেকচি ভরে খাবার রান্না?! মিষ্টি-জিলাপি বিতরণ?! বয়ান ও বক্তৃতার দীর্ঘ আসর জমানো?! না, এ রাত এসব কাজের জন্য নয়। এ রাতে তো অবস্থা এই হবে যে, বান্দা আছে আর তার সঙ্গে কেবল তার রব আছেন। এ রাত রাব্বে

---

[৩২]. দেখুন পরিশিষ্টে উল্লেখিত হাদিস নং ৫১-৫২।

হাসান

কারিমের সঙ্গে নির্জনে-একান্তে কাটানোর রাত। এ রাত আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক গড়ার রাত। আমরা এ রাতে লম্বা বয়ান, খানা-পিনা আর মিষ্টি-জিলাপি বিলানোর যে আয়োজনে মেতে থাকি, তা মোটেই ঠিক নয়। আমাদের সমাজের বড় নিন্দনীয় এক রীতি হলো প্রত্যেক ভালো কাজের মাঝেই এমন কিছু রুসম-রেওয়াজের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়, যা উক্ত কাজের মূল রূহানিয়াত ও প্রাণশক্তিকেই নিঃশেষ করে দেয়।

ফজিলতপূর্ণ এ রাত আমাদের কেটে যায় জলসা ও বয়ানের মাহফিল আয়োজনে, ডেকচি-দস্তর, মিষ্টি-জিলাপির ব্যবস্থাপনায়। শবে কদরের ইবাদতের তাওফিক আর হয় না। এটা শবে কদরের বে-কদরি, এ মহিমান্বিত রজনীর অবমূল্যায়ন। এ রাতে কর্তব্য হলো আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে যত বেশি সম্ভব ইবাদত করা।

শবে কদরে করণীয় আমল

কী ইবাদত করব? কিছু নফল নামাজ পড়ি। যেকোনো নফল নামাজেই উত্তম হলো একটু দীর্ঘ কেরাত পড়া, দীর্ঘ কিয়াম, দীর্ঘ রুকু ও দীর্ঘ সিজদা করা। কিয়াম অবস্থায় দীর্ঘ কেরাত পড়ুন, কিয়াম দীর্ঘ হয়ে যাবে। রুকু-সিজদায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত (মাসূর) দোয়াসমূহ পাঠ করুন। এ হাদিস তো আপনারা পূর্বেও শুনেছেন যে, বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করে সিজদার হালতে। সুতরাং সিজদার হালতে খুব দোয়া করুন। আর কী দোয়া করবেন, তাও নবীজি আমাদের শিখিয়ে গেছেন, কুরআন আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে। কুরআনের যে সমস্ত দোয়া মুখস্থ আছে, সিজদার মধ্যে সেগুলো আল্লাহর দরবারে পেশ করুন।

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَٰسِرِينَ﴾

হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপন সত্তার ওপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি রহম না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। [সুরা আ'রাফ: ২৩]

হাসান

﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দান করুন দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। [সুরা বাকারা: ২০১]

কুরআন মাজিদের যত দোয়া মুখস্থ আছে, হাদিস শরিফের যত দোয়া মুখস্থ আছে, সিজদার মধ্যে সব করুন।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রুকু অবস্থায় বান্দা আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবিহ বেশি করবে। রুকুর নির্ধারিত তাসবিহ 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম' তিনবার, পাঁচবার, সাতবার যতবার ইচ্ছা পড়ুন। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হামদ ও প্রশংসাবাক্য যা জানা আছে, তা পড়ুন। যেমন:

«سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ»

«سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ»

«سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ»

«سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»

সুতরাং রুকু অবস্থায় উত্তম হলো আল্লাহর হামদ ও ছানা বেশি বেশি করা। আর সিজদার হালতে সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা। সিজদার মাসনুন জিকির 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' তিনবার, পাঁচবার, সাতবার যতবার মনে চায় করে নিন; এরপর খুব দোয়া করুন।

নবীজি সাধারণত আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। কখনো কম পড়তেন, কখনো বেশিও পড়তেন; কিন্তু সাধারণত নবীজি আট রাকাত তাহাজ্জুদই পড়তেন। তাই এ রাতগুলোতে তাহাজ্জুদের নিয়তে আট রাকাত নফল পড়তে পারেন। আট রাকাতে যত দীর্ঘ কেরাত পড়তে পারেন, পড়ুন। রুকু-সিজদা দীর্ঘ করুন।

হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম জিকির। আট রাকাত নামাজ পড়ার আগে-পরে কিছু কুরআন তিলাওয়াত করুন।

রুমান

তৃতীয় আমল হলো জিকির। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ—বেশি বেশি পড়ুন। সবসময় জিকির দ্বারা জবান তাজা রাখুন। এক মুহূর্ত সময়ও যেন নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

দোয়া কেবল প্রয়োজন পূরণে সহায়ক নয়, স্বতন্ত্র ইবাদত

আর সমস্ত ইবাদতের সারনির্যাস হচ্ছে দোয়া। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, দোয়া সকল ইবাদতের সার।[৩৩] সুতরাং এ রাতগুলোতে নিজের প্রয়োজনের কথা আল্লাহর দরবারে পেশ করুন। দোয়া করলে আল্লাহ বড় খুশি হন। আল্লাহ তাআলা কত মহান! বান্দা নিজের প্রয়োজনে দোয়া করে, সে দোয়াকেও তিনি ইবাদতের মধ্যে গণ্য করেন। আমরা দোয়া করি নিজেদের পার্থিব প্রয়োজনে, জীবিকা ও সুস্থতা, শান্তি ও নিরাপত্তা, পরীক্ষায় সফলতা, ঘরে বা ক্ষেত-খামারে বরকত ইত্যাদি দরকারে; কিন্তু প্রতিটি দোয়াকে আমাদের আমলনামায় ইবাদত হিসেবে লেখা হয় এবং বিনিময়ে সাওয়াব দান করা হয়!

মুমিনের কোনো দোয়াই নিষ্ফল নয়!

সুতরাং মুমিনের কোনো দোয়াই নিষ্ফল বা বেকার যায় না। অনেক সময় বাহ্যিকভাবে মনে হয়, দোয়া তো কবুল হলো না; কিন্তু বাস্তবতা হলো, দোয়ার প্রতিদানে আল্লাহ তাআলা বান্দার কাম্য বস্তু হতেও উত্তম কোনো বস্তু তাকে দান করেন। নির্বোধ বান্দা হয়তো চেয়েছে তার জন্য ক্ষতিক্ষর কোনো জিনিস কিংবা তুচ্ছ কোনো বস্তু; কিন্তু আল্লাহ তাআলা সেই ক্ষতিক্ষর বা তুচ্ছ জিনিসের পরিবর্তে তার জন্য কল্যাণকর বস্তু দান করে দেন। অবুঝ বান্দা মনে করে, তার দোয়া কবুল হয়নি; শুরু হয় অভিযোগ-অনুযোগ! সে বোঝেই না, আল্লাহ কত দয়া ও অনুগ্রহ করে তার দোয়া উত্তম পন্থায় কবুল করেছেন।

অনেক সময় অবুঝ শিশু ছুরি, ধারালো বস্তু বা এ জাতীয় ক্ষতিকারক বস্তু সুন্দর মনে করে ধরতে চায়, কিনে দেওয়ার জন্য বায়না ধরে; কিন্তু স্নেহশীল পিতা জানেন, এ জিনিস বাচ্চার হাতে দিলে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে

---

৩৩. ইমাম তিরমিজি, *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৩৭১।

পারে। তখন তিনি বাচ্চার কাঙ্ক্ষিত বস্তু কিনে না দিয়ে ভালো কিছু কিনে দেন। তদ্রূপ আমরা অনেক সময় দোয়ার মধ্যে এমন বিষয় কামনা করি, যা পরিণামগত দিক থেকে আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়। তখন দয়াময় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমাদের কাম্য বিষয় দান না করে তার পরিবর্তে আমাদের জন্য কল্যাণকর কোনো বিষয় দান করেন। আমরা ভাবতে থাকি, আমাদের দোয়া কবুল হয়নি। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আমাদের প্রতিটি দোয়াই কবুল হয়।

কবুল হওয়ার একটি দিক তো এও যে, প্রতিটি দোয়াকেই আমলনামায় ইবাদত হিসেবে লেখা হয় এবং দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে তার সাওয়াব আমলনামায় যুক্ত হয়। কত দয়াময় সত্তা আল্লাহ তাআলা! চাইলে তিনি খুশি হন! দোয়া করলেও তিনি সাওয়াব দান করেন! প্রার্থনা করলেও তিনি ইবাদত গণ্য করেন! কী কারিমানা শান! অফুরান তার দান!

দোয়া কবুল হওয়ার এই প্রথম দিকটি তো অবশ্যম্ভাবী, অবশ্যই হবে। দোয়া কবুলের দ্বিতীয় দিক হলো প্রার্থিত বিষয়টি যদি প্রকৃত অর্থেই প্রার্থীর জন্য কল্যাণকর হয়, তাহলে আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে তা দান করেন; আর কল্যাণকর না হলে আল্লাহ পাক তাকে এর পরিবর্তে কল্যাণকর কোনো বিষয় দান করেন। এই যে প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে কল্যাণকর বিষয় প্রদান, বিষয়টি আমরা কখনো সুস্পষ্টভাবে অনুভব করি, কখনো করি না।

সুতরাং খুব বেশি দোয়ার ইহতেমাম করুন। দয়াময় আল্লাহ তো দোয়ার এমন দরজা খুলে দিয়েছেন যে, দোয়া করার জন্য বাধা-ধরা কোনো শর্ত আরোপ করেননি।

সুন্দরভাবে দোয়া করার কিছু আদব আছে। যেমন কেবলামুখী হয়ে বসা, হৃদয় ও মনকে সম্পূর্ণ ফারিগ ও মুক্ত করে বসা, হাত উঠিয়ে দোয়া করা। কিন্তু মাওলায়ে কারিম দোয়া কবুল হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো পদ্ধতিকে আবশ্যক করেননি। বরং আল্লাহ পাকের নির্দেশ হলো, বান্দা! যেকোনো সময়, যেকোনো অবস্থায় আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো। দাঁড়িয়ে ডাকো কিংবা বসে, বিছানায় আরাম করে আমার কাছে দোয়া করো কিংবা ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে, চলার পথে আমাকে স্মরণ করো কিংবা একান্তে বসে; আমি সবসময় তোমার ডাকে সাড়া দেবো, তোমার দোয়া কবুল

হাসান

করব, তোমাকে স্মরণ করব। সুতরাং যে অবস্থাতেই থাকো, সর্বদা আমাকে ডাকো, আমার কাছে প্রার্থনা করো, আমাকে স্মরণ করো। কুরআনের ভাষায়—

﴿الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ﴾

(বুদ্ধিমান তো তারা,) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে। [সুরা আলে-ইমরান: ১৯১]

দুনিয়ার রীতি দেখুন। বড় কারও কাছে কিছু চাইতে হলে কিছু নিয়ম-কানুন, শর্ত-মূলনীতি মেনে চলতে হয়। মধ্যরাতে বারোটা এক মিনিটে আপনি কারও দরজায় করাঘাত করে যদি সাহায্যপ্রার্থনা করেন, সে আপনাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে; বিরক্তির স্বরে বলবে, তোমার কি সময়জ্ঞান, বিবেচনাবোধ কিছুই নেই?! কিন্তু আল্লাহ পাক কত দয়ালু! কত মহান দাতা! আমাদের সম্বোধন করে বলছেন, বান্দা! আমার দরবারে কোনো সময়সূচি নেই, কোনো নিয়ম-কানুন, শর্ত-মূলনীতি নেই। দিনে-রাতে, সকাল-সন্ধ্যায় যখন ইচ্ছা এসে যাও; শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে যে অবস্থায় থাক, আমার কাছে চাইতে থাক, আমার দরজা কখনোই তোমার জন্য বন্ধ নয়, উন্মুক্ত সবসময়। আমার দুয়ার হতে কেউ ফেরে না শূন্য হাতে! রমজানের রাতে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে থাকে—

«يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ! أَقْبِلْ، يَا بَاغِيَ الشَّرِّ! أَقْصِرْ»

ওহে কল্যাণ অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও।

ওহে অকল্যাণ কামনাকারী! নিবৃত্ত হও।

আছ কোনো ক্ষমার ভিখারি? আমি ক্ষমা করে দেবো।

আছ কোনো রিজিক ও জীবিকার ভিখারি? আমি রিজিক দান করব।

কী আজব গাফলত আমাদের! কী আশ্চর্য উদাসীন আমরা! দাতা করুণাভরে ডাকছেন, 'এসো, নিয়ে যাও'; আর আমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলছি, 'না, প্রয়োজন নেই'। দয়াময় আল্লাহ বলছেন, বরকতময় এ রজনীগুলোতে আমার কাছে চাও, আমি তোমার আঁজলা উপচে দেবো আর

আমরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ব্যস্ত জলসা-মজমার অনুষ্ঠানে, মিষ্টি-জিলাপি বিতরণে আর ডেকচি-দস্তরখানের আয়োজনে! আল্লাহ ডেকে ডেকে বলছেন, 'আমার কাছ থেকে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ চেয়ে নাও'; আর আমরা বলে দিচ্ছি, 'সময় কোথায়! কত ব্যস্ততা ঈদ মার্কেটিংয়ে'!

তো ভাইয়েরা! রমজানের এই সব রজনী ইবাদত করার জন্য; নফল নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দোয়ায় নিমগ্ন থাকার জন্য।

দোয়ার বিভিন্ন কিতাব তো উম্মাহর বিভিন্ন যুগের উলামায়ে কেরাম সংকলন করেছেন। বিভিন্ন কিতাব ছাপার অক্ষরে প্রকাশিতও হয়েছে। সেগুলো সংগ্রহ করুন। মোল্লা আলী কারি রহ.-এর '*আল-হিজবুল আজম*', হাকিমুল উম্মত থানবি রহ.-এর '*মুনাজাতে মকবুল*' ইত্যাদি কিতাব সংগ্রহ করতে পারেন। আমার ছোট্ট একটি রিসালা '*পুর নুর দোয়ায়েঁ*' নামে ছাপা হয়েছে; তাতেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত অনেক দোয়া একত্র করা হয়েছে।

আমরা আল্লাহর কাছে কী চাইব, কীভাবে চাইব তাও তো জানি না। আল্লাহর কাছে কী চাইতে হয়, কীভাবে চাইতে হয় তা উপলব্ধি করার মতো সমঝ ও আকল, বিবেক ও বুদ্ধি, তমিজ ও বিবেচনাবোধ কিছুই তো আমাদের নেই। কী চাইতে হবে, কীভাবে চাইতে হবে তা সবকিছুই নবীজি আমাদের শিখিয়ে গেছেন। সুতরাং নবীজির শিক্ষা ও নির্দেশনা সামনে রেখে আমরা দোয়া করব, আল্লাহর কাছে চাইব।

যদি আমরা এভাবে রমজানকে কাজে লাগাই, নফল নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দোয়ার মাধ্যমে বরকতময় এই রজনীসমূহ অতিবাহিত করি, তাহলে এই আশা করতে পারি যে, অসীম দয়াময় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব রজনীর রহমত ও বরকতে সিক্ত করবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রমজানের বরকত ও কল্যাণসমূহ নসিব করুন। রমজানের অবশিষ্ট প্রতিটি ভগ্নাংশকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর তাওফিক দান করুন। আমিন।

হাসান

বয়ান নং ৮

রমজানের শিক্ষা
কুরআনমুখী জীবন গড়া

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۚ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۖ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۖ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم ۚ مِن كُلِّ أَمْرٍ ۛ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ﴾

নিশ্চয়ই আমি এটা (অর্থাৎ কুরআন) শবে কদরে নাজিল করেছি। আপনি কি জানেন শবে কদর কী? শবে কদর এক হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফিরেশতাগণ ও রূহ প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়। সে রাত (আদ্যোপান্ত) শান্তি—ফজরের উদয় পর্যন্ত। [সুরা ক্বাদর: ১-৫]

হামদ ও সালাতের পর,

আল্লাহ তাআলা আপন ফজল ও করমে, দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের জন্য এই সময়ে, এই রাতে অনেক অনেক সাআদাত ও সৌভাগ্য একত্র করেছেন। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যতই শোকর আদায় করা হোক, কম হবে। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদিসে ইরশাদ করেছেন, কখনো কখনো বান্দাদের ওপর আল্লাহ পাকের রহমতের বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।

রুহামা

আজকের এই মোবারক রাত, যে রাতে আল্লাহ পাক আমাদের তারাবিতে কুরআন খতমের তাওফিক দান করেছেন, অনুভব হচ্ছে—এ রাতও আল্লাহর রহমতের হাওয়া প্রবাহিত হওয়ার রাত।

এক রাতে বরকত ও কল্যাণের কত কার্যকারণ!

একে তো বরকতপূর্ণ রমজান মাস; যার প্রতিটি মুহূর্তই অতি মূল্যবান, প্রতিটি ক্ষণই আল্লাহর রহমতে সিক্ত। অধিকন্তু রমজানের শেষ দশক, যা পুরো রমজানের নির্যাস। শেষ দশকের মধ্যেও রাতের সময়, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিশেষ রহমতের সময়। রাতের মধ্যেও বেজোড় রাত, যাতে শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বেজোড় রাতের মধ্যেও আজ হচ্ছে সাতাশতম রাত। যদিও শেষ দশকের প্রত্যেক বেজোড় রাতে শবে কদরের সম্ভাবনা থাকে; আর অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতও হচ্ছে শবে কদরের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নেই; বরং একেক বছর একেক তারিখে হয়; কোনো বছর একুশ তারিখে, কোনো বছর তেইশ তারিখে, কোনো বছর পঁচিশে; কিন্তু সকল বেজোড় রাতের মধ্যে সাতাশতম রাতে শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। এর কারণ এই যে, অনেক সাহাবায়ে কেরাম নির্দিষ্ট করে সাতাশ তারিখের রাতকেই শবে কদর বলে ব্যক্ত করেছেন। বরং বিশিষ্ট সাহাবি হজরত উবাই বিন কাব রাযি. তো কসম করে সাতাশ তারিখকেই শবে কদর বলেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! এতগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক রজনীতে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। অধিকন্তু এ রাতেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে তারাবির ন্যায় অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ আমলের তাওফিক দান করেছেন। তারাবির ফজিলত সম্পর্কে নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه»

যে ব্যক্তি ঈমানের কারণে এবং শুধু আল্লাহর কাছে আজর লাভের প্রত্যাশায় রমজানের রজনীতে ইবাদত করবে (তারাবি ইত্যাদি পড়বে), তার পূর্বে কৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৩৪]

---

[৩৪]. ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৭ ও ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৩।

হাসান

উপরন্তু তারাবিতে কুরআন শরিফ খতম করার মুহূর্ত! আল্লাহ পাক তারাবিতে কুরআন পড়ার তাওফিক দিয়েছেন এবং খতম পূর্ণ করার তাওফিকও দিয়েছেন। আর সাহাবাযুগ হতে পরম্পরায় চলে আসা অভিজ্ঞতা হলো—কুরআন খতমের মজলিসে যে দোয়া করা হয়, আল্লাহ তা কবুল করে নেন।

রহমত ও বরকতের এতগুলো কার্যকারণ আল্লাহ তাআলা এই সময়ে একত্র করেছেন। এ কারণেই আমি শুরুতে এ কথা আরজ করেছি যে, মনে হচ্ছে—আজকের রাতও নবীজির মোবারক জবানে বর্ণিত রহমতের বায়ুবিশিষ্ট রজনীসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

বরকতের রজনীগুলো কাটাতে হবে ভেবে-চিন্তে

সুতরাং এ রাতের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। প্রতিটি মুহূর্ত ভেবে-চিন্তে সঠিক কাজে ব্যয় করা উচিত। আমার মুহতারাম আব্বাজান মুফতিয়ে আজম হজরত মুফতি শফি সাহেব রহ. বলতেন, 'এসব বরকতময় রজনী দীর্ঘ বয়ান-আলোচনা বা জলসা করার রাত নয়। এসব রাত মূলত আপন পরওয়ারদিগারের সঙ্গে বান্দার নির্জনে সম্পর্ক তৈরি করার রাত। বান্দা আল্লাহর সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্ক কায়েম করবে যে, শুধু সে থাকবে আর আল্লাহ থাকবেন। আল্লাহ পাকের সামনে অনুনয়-বিনয় করে দোয়া করবে, ইবাদত করবে, নামাজ পড়বে, কুরআন তিলাওয়াত করবে, জিকির-তাসবিহ করবে।

সুতরাং আমার এখন আলোচনা দীর্ঘ করার কোনো ইচ্ছা নেই। বরং আজকের রাতের বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে সংক্ষিপ্ত কিছু নিবেদন পেশ করেই আলোচনা শেষ করব, ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ তাআলা আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের সবাইকে এসব কথার ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আলোচনা শেষে আমরা সকলে মিলে দোয়া করব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর তাআলার অসীম রহমতের প্রতি আশা এই যে, তিনি আমাদের অবস্থার প্রতি দয়া করে আমাদের দোয়া কবুল করে নেবেন।

হাসান

বিপদ-আপদ, দুর্যোগ-দুর্বিপাক আমাদেরই কর্মফল

প্রথম নিবেদন এই যে, মাহে রমজানের যে দৌলত আল্লাহ আমাদের দান করলেন, তা থেকে আমাদের আগামী জিন্দেগির জন্য কিছু শিক্ষা অর্জন করা প্রয়োজন।

দেখুন, পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডে মুসলমানরা আজ নির্যাতিত-নিপীড়িত! দুর্যোগ-দুর্বিপাক যেন মুসলিম ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ! অগণিত মুসলিম ভাই-বোন এই মুহূর্তে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে। মাথা গোঁজার এতটুকু ঠাঁইও তাদের নেই। কত মুসলমান ভাইয়ের দু-বেলা মুখে দেওয়ার খাবারের ব্যবস্থাও নেই! আল্লাহর কুদরতের কারিশমা দেখুন, কত মানুষ বন্যার পানিতে বন্দি, চারিদিকে অথই পানি; অথচ পান করার সুপেয় পানির জন্য হাহাকার! বিপদ ও কষ্ট পানি বৃদ্ধির কারণে, অথচ পিপাসা দূর করার পানি নেই!

এই যে নানামুখী বিপদে আমরা আক্রান্ত—এর কারণ আমরা যা কিছুই বলি না কেন, কুরআনের দৃষ্টিতে এর কার্যকারণ হচ্ছে—

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾

মানুষ নিজ হাতে যা উপার্জন করে, তার ফলে জলে-স্থলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। [সুরা রূম: ৪১]

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾

যেসব বিপদ ও দুর্বিপাকের মুখোমুখি তোমরা হও, তা তোমাদের নিজ হাতের কৃতকর্মের কারণে। আর তিনি (আল্লাহ) তোমাদের অনেক অপরাধ তো ক্ষমাই করে দেন। [সুরা শূরা: ৩০]

কুরআনের এই ঘোষণা শতভাগ সত্য; এতে মিথ্যার কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং পুরো মুসলিম উম্মাহর পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আমরা নিজেদের আমলি হালতের পর্যালোচনা করি এবং রমজানের এই মোবারক মুহূর্তে আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার প্রতিজ্ঞা করি। পূর্বের তুলনায় রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার চেষ্টা করি।

ইসলাম

কুরআন মুসলমানের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ

আজ আল্লাহ পাক আমাদের তারাবিতে কুরআন খতমের তাওফিক দান করলেন। কিন্তু দেখুন, সুরা নাস তিলাওয়াত করে খতম শেষ করার পর আজকের তারাবিতেই পুনরায় সুরা বাকারা শুরু করে প্রথম তিন আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে। এটি একটি মুতাওয়ারিস ও যুগ পরম্পরায় চলে আসা আমল। এক হাদিসে কুরআন তিলাওয়াতকারীকে এই আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। একবার জনৈক সাহাবি নবীজিকে প্রশ্ন করলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ পাকের নিকট সর্বোত্তম আমল কোনটি?' নবীজি উত্তর দিলেন—

«اَلْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ»

প্রত্যাবর্তন করা ও পুনরায় রওনা করা।

সাহাবি এবার জিজ্ঞেস করলেন, প্রত্যাবর্তন করা ও পুনরায় রওনা করার অর্থ কী?

নবীজি উত্তর দিলেন—

«الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ»

যে ব্যক্তি কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে। যখনই শেষ করে, পুনরায় শুরু করে।[৩৫]

অর্থাৎ এমনভাবে কুরআন তিলাওয়াত করো যেমন কোনো ব্যক্তি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন ঘোড়া থেকে অবতরণ করল; এরপর সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে রওনা হয়ে গেল।

কুরআন শরিফ খতম করে রেখে দেওয়ার বস্তু নয়। কুরআন তো সেই মহাগ্রন্থ, যার পেছনে জিন্দেগি শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু তিলাওয়াত শেষ হবে না।

---

৩৫. ইমাম তিরমিজি, *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ২৯৪৮।
ইবনুল জাযারি রহ., ইমাম নববি রহ. ও ইমাম সুয়ুতি রহ.-সহ অনেকেই আমলটিকে মুতাওয়ারিস ও মুসতাহাব আমল বলেছেন।

সুতরাং আজকের এই মজলিস থেকে আমরা এই শিক্ষা অর্জন করব যে, আমাদের কুরআন তিলাওয়াত দ্বিতীয়বার শুরু হয়ে গেছে। এখন তা জারি রাখতে হবে। প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি পবিত্র কুরআনের এই হক রয়েছে যে, সে প্রতিদিন ভোরে কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত না করে অন্য কোনো কাজ শুরু করবে না। একসময় তো মুসলিম উম্মাহর অবস্থা এমন ছিল যে, কোনো মুসলিম বসতি অতিক্রম করলে প্রতিটি ঘর হতে কুরআন তিলাওয়াতের ধ্বনি ভেসে আসত। আফসোস! আজ তেমন পরিবেশ কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহর ওয়াস্তে সেই পরিবেশ জিন্দা করতে চেষ্টা করুন।

শাইখুল হিন্দের দৃষ্টিতে মুসলিম উম্মাহর দুর্গতির কারণ

আজ মুসলিম উম্মাহর এই যে দুর্গতি ও অবনতি, দুর্যোগ ও দুর্বিপাক এর বুনিয়াদি ও মৌলিক কারণ কী? আব্বাজান রহ.-এর মুখে শুনেছি, হজরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর মতে এর মৌলিক কারণ দুটি। এক. মুসলমানদের কুরআন হতে দূরে সরে যাওয়া। দুই. নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ, বিভেদ ও বিভক্তি।

এ দুটি মুসলমানদের পতন ও অধঃপতনের মূল কার্যকারণ। শাইখুল হিন্দ রহ. জীবনসায়াহ্নে যখন বন্দি ছিলেন মাল্টার জিন্দানখানায়, তখন নির্জনে দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

আশি বছরের বয়োবৃদ্ধ এক মনীষী তার অভিজ্ঞতার নির্যাস আমাদের সামনে পেশ করেছেন যে, মুসলমানদের দুরবস্থার মৌলিক কারণ দুটি। মুসলমানদের কুরআন ছেড়ে দেওয়া এবং পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ, বিভেদ ও বিভক্তি, একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, জাতিগত-গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ। এসবের কারণেই আমাদের ওপর বিভিন্ন দুর্যোগ আপতিত হয়েছে।

সুতরাং আপনাদের উদ্দেশে প্রথম নিবেদন এই যে, আসুন, আজকের এই মজলিস থেকেই সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, পবিত্র কুরআনকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন সূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নেব।

হাসান

প্রতিটি মুসলমানের প্রতি আল-কুরআনের তিনটি দাবি

প্রতিটি মুসলমানের প্রতি কুরআন মাজিদের তিনটি হক ও দাবি রয়েছে। এক. কুরআন তিলাওয়াত। তিলাওয়াত একটি স্বতন্ত্র ইবাদত, স্বতন্ত্র নেকি ও সাওয়াবের মাধ্যম এবং স্বতন্ত্র বরকতের উসিলা। প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য, প্রতিদিন সকালে কিছুক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করে এরপর দৈনন্দিন কাজ শুরু করা। প্রতিদিন সামান্য হলেও তিলাওয়াত করা—এক পারা, আধা পারা, সোয়া পারা যতটুকু তাওফিক হয় তিলাওয়াতের মামুল ও নিয়ম বানিয়ে নিন।

কুরআনুল কারিমের দ্বিতীয় হক হচ্ছে কুরআন বোঝার চেষ্টা করা। আলহামদুলিল্লাহ, নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে কুরআনের বিভিন্ন তরজমা ও তাফসির-গ্রন্থ ইতিমধ্যে ছেপে প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভব হলে কোনো নির্ভরযোগ্য আলিমের কাছে পড়ুন। সম্ভব না হলে নির্ভরযোগ্য কোনো তাফসিরগ্রন্থ ঘরে রেখে প্রতিদিন কিছু কিছু অধ্যয়ন করুন। আল্লাহ শোকর, আমার মুহতারাম আব্বাজানের হাতে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের অত্যন্ত সহজবোধ্য তাফসির *'তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন'* সংকলন করিয়েছেন। বেশ দীর্ঘ কলেবরের তাফসিরগ্রন্থ। অন্যান্য নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামেরও বিভিন্ন কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিদিন এসব তাফসিরগ্রন্থ হতে কিছু কিছু অধ্যয়ন করুন।

এমন যেন না হয় যে, একটি কুরআন তরজমা কিনে বইয়ের তাকে রেখে দিলাম কিংবা মাঝে মধ্যে বিশেষ কোনো বিষয় জানার জন্য তা খুলে দেখলাম। বরং আমরা প্রতিদিন কিছু অংশ অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে তুলব, ইনশাআল্লাহ।

কুরআনুল কারিমের তৃতীয় হক হলো কুরআনের বিধান অনুযায়ী আমল করা। নিজে আমল সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা, আল্লাহর কাছে তাওফিকও প্রার্থনা করা।

এই হলো মুসলমানের প্রতি কুরআনের তিনটি হক।

রুহামা

প্রতিটি বিপদ এক একটি গায়বি সতর্কবাণী

ভাই, প্রতিটি দুর্যোগ ও বিপদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে গায়বি সতর্কবাণী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾

তারা তাতে (কেয়ামতের দিন) আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে মুক্তি দান করুন, আমরা পূর্বে যে কাজ করতাম তা ছেড়ে ভালো কাজ করব। (উত্তরে তাদেরকে বলা হবে) আমি কী তোমাদেরকে এমন দীর্ঘ আয়ু দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? এবং তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং এখন মজা ভোগ করো! কেননা, জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। [সুরা ফাতির: ৩৭]

নবীগণ আগমন করেছিলেন, নবীদের ওয়ারিসগণ এসেছিলেন। বুজুর্গানে দ্বীন ও দ্বীনের প্রচারকগণ তোমাদের কাছে এসে তোমাদের বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তোমরা সতর্ক হওনি। গাফলতের মাঝেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছ। এখন সতর্ক হওয়ার সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন ভোগ করো জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি।

এভাবে আল্লাহ তাআলা পূর্ব থেকেই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং আমরা সবক গ্রহণ করি এবং কুরআনকে আপন করে নিই।

রমজানের আলোকেই গড়ে তুলি আগামীর জীবন

দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, আসুন প্রতিজ্ঞা করি আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধি-বিধানের আলোকে গড়ে তুলব। আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে রমজান মাসে প্রত্যেকেরই কিছু ইবাদত করার তাওফিক হয়, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক হয়। এখন আরেকটু অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ মাফ করুন, এমন যেন না হয় যে, রমজানও শেষ হলো, ঈমানও বিদায় নিল। এমন যেন না হয় যে,

হাসান

রমজানও শেষ হলো, নেক আমলের জজবা ও স্পৃহাও বিদায় নিল। রমজানের পরও যেন নেক আমলের এই স্পৃহা, গুনাহ পরিত্যাগের এই জজবা বাকি থাকে এই প্রতিজ্ঞা করে আমরা এ মজলিস ত্যাগ করব।

আমার দৃষ্টিতে এই অধঃপতনের কারণ

আজ আমরা মুসলমানরা যে বিপদ ও দুর্যোগে আক্রান্ত, আমার দৃষ্টিতে তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে হারাম সম্পদ ভক্ষণ। ঘুষ, সুদ, অন্যায় পন্থায় অর্জিত সম্পদ, ধোঁকার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ। যে যেভাবে পারছে, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করছে। এই হারাম ভক্ষণের শাস্তি আল্লাহ আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আজ শবে কদরের এই মোবারক ক্ষণে আসুন সকলে প্রতিজ্ঞা করি, কখনো কোনো হারাম লোকমা মুখে দেবো না। সততার সঙ্গে হালাল পন্থায় যা অর্জিত হয়, তাতেই তুষ্ট ও সন্তুষ্ট থাকব। হারামের পথ যতই আকর্ষণীয় হোক, সম্পদ যত অধিকই হোক, নির্দ্বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করব। আজ রাতে আল্লাহর কাছে তাওফিকও চাইব, তিনি যেন আমাদেরকে হারাম থেকে বেঁচে থাকার এবং হালালে তুষ্ট থাকার শক্তি দান করেন।

যদি আমরা এ কাজগুলো করতে পারি, তাহলে আমরা রমজানের ফায়েদা ও কল্যাণ, বরকত ও ফয়জান এবং নুর ও আলোকচ্ছটা লাভ করতে পারব, ইনশাআল্লাহ। আর যদি এভাবেই রমজান কেটে যায়, সাতাশ রমজান চলে গেল, কুরআন খতম হলো, দোয়া হলো, এরপর জীবনের সেই পূর্বের গতিধারা, আগের মতো হারাম কামাই, আগের মতো দ্বীনি বিষয়ে গাফলত, তাহলে তা হবে আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা। আল্লাহ মাফ করুন, এমন ভুল করবেন না। আসুন, আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তরে তাওবা করি এবং ভবিষ্যৎ জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার প্রতিজ্ঞা করে এ মজলিস থেকে উঠি। তাহলে ইনশাআল্লাহ, বাস্তবেই এ রাত কল্যাণ, রহমত ও বরকতের রাতে পরিণত হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন।

হাসান

দোয়া করার আদবও দোয়া করে চাইতে হবে!

এখন আমরা দোয়া করব। দোয়ার আদব হচ্ছে আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন—এই বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করা। দোয়া কবুল হওয়ার অনেকগুলো কার্যকারণ আজকের রাতে একত্র হয়েছে। তাই আমরা বড় আশাবাদী যে, আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করবেন।

বাস্তবতা তো এই যে, আমাদের দোয়া করার যোগ্যতাও নেই। আল্লাহ আপন দয়া ও রহমতে তাওফিক দিলেই কেবল দোয়া সম্ভব। দোয়া কীভাবে করব, আল্লাহর কাছে কী প্রার্থনা করব—তাও আমরা জানি না। স্বয়ং নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছেন—

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وَخَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ الْعَمَلِ، وَخَيْرَ الثَّوَابِ، وَخَيْرَ الْحَيَاةِ، وَخَيْرَ الْمَمَاتِ ....»

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সর্বোত্তম প্রার্থনা, সর্বোত্তম দোয়া, সর্বোত্তম সফলতা, সর্বোত্তম আমল, সর্বোত্তম সাওয়াব, সর্বোত্তম জীবন ও সর্বোত্তম মরণের (তাওফিক) চাচ্ছি।[৩৬]

হাকিমুল উম্মত হজরত থানবি রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা হজরত খাজা আজিজুল হাসান মজযুব রহ.-এর ঘটনা। তিনি বলেন, একদিন হজরত থানবি রহ. বয়ানে বললেন, আল্লাহর মুহাব্বত ও ভালোবাসা সকল সৎ-কর্মের ভিত্তি। সুতরাং সবকিছু তার কাছেই চাও। আল্লাহ তাআলার দিতে কোনো কার্পণ্য নেই; কিন্তু চাইতে তো হবে। আল্লাহর দরবারে ঝুলি তো পাততে হবে।

খাজা আজিজুল হাসান মজযুব রহ. বলেন, এ কথা শোনার পর আমি হাকিমুল উম্মত রহ.-কে প্রশ্ন করলাম, 'হজরত, কোনো ব্যক্তির কাছে যদি পাতার ঝুলিই না থাকে, তাহলে সে কী করবে?!' অর্থাৎ কীভাবে চাইতে হবে, তাই যদি জানা না থাকে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার ভাবই যদি সৃষ্টি না হয়, তাহলে কী করবে? উত্তরে হজরত থানবি রহ. বললেন,

---

[৩৬]. হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, ১/৫২০, তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ৭১৭ ও *আল-মুজামুল আওসাত*, হাদিস নং ৬২১৮।

‘ঝুলিও তার কাছ থেকেই চাইতে হবে। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, হে আল্লাহ, আমি অভাগা কীভাবে আপনার কাছে চাইতে হয়, কীভাবে দোয়া করতে হয়, তাও জানি না। আপনি দয়া করে আপনার রহমত দ্বারা আমাকে দোয়া করার তাওফিক দিয়ে দিন।’ সুতরাং দোয়ার শুরুতেই আমরা নবীজির শিক্ষা দেওয়া এই দোয়া করব—

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وَخَيْرَ الدُّعَاءِ ....»

এরপর প্রথমে আমরা মাছুর (কুরআন-হাদিসে বর্ণিত) দোয়াসমূহ করব। তারপর নিজের প্রয়োজনের জন্য দোয়া করব। সবশেষে পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করব। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

হাসান

বয়ান নং ৯

হেলায় নষ্ট না করি
মাহে রমজানের অর্জন

আজ রমজানুল মোবারকের শেষ জুমা। রমজান শেষ হতে হাতে গোনা অল্প কিছু মুহূর্ত বাকি আছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে দু-চারটি কথা আপনাদের খেদমতে নিবেদন করছি।

জুমাতুল বিদার হাকিকত

প্রথম কথা এই যে, এই জুমাকে অর্থাৎ রমজানের শেষ জুমাকে পাক-ভারত উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে জুমাতুল বিদা বা বিদায়ী জুমা বলা হয়। জনসমাজে জুমাতুল বিদা সম্পর্কে বিভিন্ন ফাজায়িলের কথাও প্রচলিত আছে।

প্রথমেই এ বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, এই নাম অর্থাৎ 'জুমাতুল বিদা' আমি উপমহাদেশের বাইরে অন্য কোথাও শুনিনি। আরব দেশসমূহ বা অন্য কোথাও এভাবে এ দিনকে কোনো নামকরণ করা হয় না।

দ্বিতীয়ত এ দিন সম্পর্কে লোকমুখে যেসব বর্ণনা প্রচলিত আছে, যেমন এ দিনকে বিশেষ ইবাদতের দিন হিসেবে গণ্য করা, বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করা, কোনো দোয়াকে এ দিনের স্বতন্ত্র দোয়া মনে করা—এসব একটিও সঠিক নয়।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না কোথাও 'জুমাতুল বিদা' শব্দ ব্যবহার করেছেন, না এ দিনের জন্য বিশেষ কোনো ইবাদত নির্ধারণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-ও এ দিনের জন্য বিশেষ কোনো ইবাদত নির্ধারণ করেননি। তারা পরবর্তী উম্মতের উদ্দেশে এ বার্তা পৌঁছিয়ে দেননি যে, ভাই, এ দিন এই ইবাদত করতে হবে, এই পদ্ধতিতে

জুমাতুল বিদার নামাজ পড়তে হবে, অমুক দোয়া করতে হবে, অমুক সুরা পড়তে হবে; যেমনটি লোকমুখে প্রচলিত আছে। অর্থাৎ এসব বিষয় কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

অবশ্য এই দৃষ্টিতে এ দিনের গুরুত্ব অবশ্যই অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি যে, এটি মহিমান্বিত মাস রমজানের একটি দিন; রমজানের দিনগুলোর মধ্যেও জুমার দিন, আবার এমন জুমার দিন যে, এরপর এ বছরের রমজানে আর কোনো জুমা আসবে না। এরপর আর এ বছর এ ধরনের বরকতপূর্ণ রমজানের বরকতপূর্ণ জুমার দিন নসিব হবে না। এসব বিবেচনায় অবশ্যই এটি বরকতপূর্ণ একটি দিন। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো ব্যক্তি যদি এ দিনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে; কৃত গুনাহের জন্য ইসতেগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে, ভবিষ্যতের কল্যাণকর জীবনের জন্য দোয়া করে, তাহলে তা বৈধ। কিন্তু বিশেষ কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবে না।

রমজানের শেষ সময়ে করণীয়

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, রমজান প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। মাত্র দু-একদিন বাকি আছে। এ সময় দুটি কাজ করণীয়।

প্রথম কাজ হচ্ছে আল্লাহর শোকর আদায় করা। এর শোকর করা যে, আল্লাহ তাআলা আপন ফজল ও করমে আমাদের রমজান নসিব করেছেন, রমজানের রোজা রাখার, রাতে তারাবির নামাজ আদায়ের তাওফিক দান করেছেন। আমাদের রোজা রাখা ও তারাবি আদায় আল্লাহ তাআলার তাওফিকেই, তার ফজল ও করমেই সম্পন্ন হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ মাফ করুন, কত মুসলিম পরিবার এমন আছে, যাদের এই খবরও নেই যে, রমজান কবে এসেছে, কবে গেছে। গাফলতের মাঝেই কেটে গেছে তাদের রমজান। না রোজার তাওফিক হয়েছে, তা তারাবির; না দোয়ার তাওফিক হয়েছে, না তিলাওয়াতের। আল্লাহ হেফাজত করুন। আল্লাহ আমাদেরকে এ শ্রেণির লোকদের অন্তর্ভুক্ত না করুন।

সুতরাং এ বিষয়ে আল্লাহর শোকর করা কর্তব্য যে, আল্লাহ আমাদের সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত না করে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যাদের ঘরে বাস্তবেই রমজান এসেছে।

হাসান

কোনো ইবাদতকে তুচ্ছজ্ঞান করতে নেই

অনেকে নিজের ইবাদতকে তুচ্ছরূপে তুলে ধরতে বিভিন্ন কথা বলে থাকে। অনেক সময় এ ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে ফেলে এবং পরিণামে এমন কথা বলে বসে, যা আল্লাহ-প্রদত্ত তাওফিকের সুস্পষ্ট না-কদরি ও না-শোকরি।

আরে ভাই, আমরা আর কী রোজা রাখব! এ তো রোজা না, কিছুক্ষণ উপবাস থাকা মাত্র। রোজাই হয়নি!

আমরা আর কী নামাজ পড়েছি! নামাজ তো নয়, কিছুক্ষণ ওঠা-বসা, ঠোকর মারা!

এগুলো শোকরের কথা নয়, কৃতজ্ঞতার ভাষা নয়। আল্লাহ তাআলা যে আপন দয়া ও অনুগ্রহে তার দরবারে হাজিরির ও কপাল স্পর্শ করার তাওফিক দান করেছেন, সেজন্য প্রথমে শোকর তো আদায় করুন।

আলহামদুলিল্লাহ! আপনার কপাল তো স্পর্শ করেছে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবার! তুচ্ছ কোনো দরবার নয়! ইকবাল মরহুমের ভাষায়—

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدہ سے دیتا ہے آدمی کو نجات

> স্রষ্টার তরে এই একটি সিজদা, যাকে তুমি ভাবছ তুচ্ছ-অতি তুচ্ছ, এত মুক্তি দেয় ইনসান ও ইনসানিয়াতকে হাজারো প্রণামের দাসত্ব হতে।

কবুল হোক না হোক, তারপরও ইবাদত করতে পারা আল্লাহর একটি নিয়ামত। এ সিজদার সম্পর্ক তো আপনার স্রষ্টার সঙ্গে, এ বিনয় তো আপনার রবের শানে। সুতরাং ইবাদতের তাওফিক তুচ্ছ কোনো বিষয় নয়। আল্লাহর এই নিয়ামতের, দয়া ও অনুগ্রহের শোকর আদায় করুন। অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ মন্তব্য-উক্তি পরিহার করুন। আল্লাহ রোজা রাখার, তারাবি পড়ার, কুরআন তিলাওয়াত ও তাসবিহ-জিকিরের তাওফিক দিয়েছেন বলে শোকর-বাক্য উচ্চারণ করুন।

শোকরের পাশাপাশি চাই ইসতেগফার

হ্যাঁ, এটি পূর্ণ বাস্তবতা যে, আমাদের কোনো ইবাদতই এমন নয়, যা পূর্ণ আদবের সঙ্গে, ভাব-গাম্ভীর্যের সঙ্গে, খুশু-খুজু ও বিনয়-নম্রতার সঙ্গে যেভাবে আদায় করা উচিত ছিল, সেভাবে আদায় হয়েছে। আল্লাহ

হাসান

তাআলার তাওফিক শামিলে হাল ছিল বলে ইবাদতের তাওফিক হয়েছে। কিন্তু আমাদের ত্রুটি ও ভুলও ছিল। সুতরাং প্রথম কর্তব্য শোকরের পর দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে ইসতেগফার।

একদিকে আল্লাহ পাকের তাওফিক দানের ওপর শোকর, অপরদিকে নিজের অলসতা, ত্রুটি ও ভুলের জন্য ইসতেগফার। আল্লাহর দরবারে দু-হাত প্রসারিত করে করজোরে নিবেদন করুন—

> "হে আল্লাহ, আপন দয়া ও অনুগ্রহে আপনিই মাহে রমজান দান করেছেন, রোজা রাখার তাওফিক আপনিই দিয়েছেন, নামাজ পড়ার তাওফিক আপনিই দিয়েছেন, তিলাওয়াতের তাওফিকও আপনারই দান। হে আল্লাহ, এই সব নিয়ামতের জন্য আপনার শোকর আদায় করছি। কিন্তু এসব ইবাদতের কোনটিই আমরা হক আদায় করে করতে পারিনি। নামাজ যেরূপ খুশু-খুজুর সঙ্গে আদায় করা উচিত ছিল, আদায় করতে পারিনি। রোজার আদব বজায় রাখতে পারিনি। কুরআন তিলাওয়াতের হক আদায় করতে পারিনি। হে আল্লাহ, আমাদের এসব ত্রুটির কারণে আমরা আপনার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি, ইসতেগফার করছি; আমাদের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করুন।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সুন্নাত হলো, বান্দা যখন কোনো নেক আমল করার পর ইসতেগফার করে, কায়মনোবাক্যে উচ্চারণ করে—হে আল্লাহ, আমি আবদিয়াত ও দাসত্বের দাবি আদায় করতে পারিনি; তখন আল্লাহ তার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করেন এবং আপন দয়া ও অনুগ্রহে তার সকল ইবাদত কবুল করে নেন।

দেখুন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মুমিন বান্দাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন—

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾

তারা রাতের অল্প সময়ই ঘুমাত।

[সুরা যারিয়াত: ১৭]

তারা রাতে কম ঘুমায়। রাতের অধিকাংশ সময় আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান থাকে, আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহর জিকির করে। তাদের পার্শ্বদেশ পৃথক

রুমান

থাকে শয্যা হতে, রাতের সিংহভাগ কাটে স্রষ্টার সকাশে; জায়নামাজে সিজদার চিহ্ন এঁকে।

এর পরের আয়াতেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

এবং তারা সাহরির সময় ইসতেগফার করত।

[সুরা যারিয়াত: ১৮]

সারা রাত আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান থাকার পর, ইবাদতে নিমগ্ন থাকার পর যখন সুবহে সাদিকের সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তারা আল্লাহর দরবারে ইসতেগফার করে।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. নবীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আল্লাহর রাসুল, সে তো সারা রাত ইবাদত করেছে, সে কেন ইসতেগফার করবে?!'

ইসতেগফার তো করা হয় কোনো গুনাহ করা হলে। এই ইবাদতগুজার বান্দা কোন গুনাহ হতে তাওবা-ইসতেগফার করবে?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, 'রাতভর সে যে ইবাদত করেছে, তাতে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য ইসতেগফার করবে।'

কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে এভাবেই আমাদেরকে মৌলিক একটি আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর এতে কল্যাণও আমাদের। আদবটি হলো, যখনই আল্লাহ পাক কোনো ইবাদত করার তাওফিক দান করেন, তারপরই দুটি কাজ করো। এক. ইবাদতের তাওফিক হওয়ায় আল্লাহর শোকর করো। দুই. নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ইসতেগফার করো।

এভাবে প্রতিটি ইবাদতের পর শোকর ও ইসতেগফার করে নিলে আশা করা যায়, আল্লাহ আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে ইবাদতসমূহ কবুল করে নেবেন।

হাসান

বাকি মুহূর্তগুলোও কাজে লাগান

আপনাদের উদ্দেশে দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, রমজানুল মোবারকের বরকতপূর্ণ সময় শেষ হওয়ার পথে। দেড়-দুইদিন মাত্র বাকি আছে। এই বাকি সময়টুকুর গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করা উচিত। এ মহামূল্যবান সময়কে গনিমত মনে করা উচিত। পেছনের সাতাশ-আটাশ দিন যেভাবেই কাটিয়ে থাকি, কিছু ইবাদতের তাওফিক হয়তো হয়েছে, হয়তো গাফলতিও হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ পাকের মাগফিরাত ও ক্ষমার দরজা এখনও খোলা আছে। আল্লাহ তাআলা তাওফিক দিলে সামান্য সময়েও মানুষের জীবনের গতিপথ বদলে যেতে পারে। তাই পেছনের গাফলতির কথা ভুলে যান, সামনের এই মহামূল্যবান মুহূর্তগুলো কাজে লাগান।

আল্লাহর দরজা এখনও খোলা। আল্লাহ তো কুরআনে বলেছেন—

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾

হে মুমিনগণ, আল্লাহর কাছে আন্তরিক তাওবা করো।

[সুরা তাহরীম : ৮]

আল্লাহু আকবার! অনুগ্রহের কী চমৎকার প্রকাশভঙ্গি! আল্লাহ যেন বলছেন, তাওবার দরজা সর্বদা খোলা। চব্বিশ ঘণ্টা খোলা। তোমার জীবনে অন্তিম মুহূর্ত আসার পূর্ব পর্যন্ত খোলা। সুতরাং যখনই কোনো সতর্কবাণী শোনো, ফিরে এসো আমার দিকে।

باز آ باز آ چہ ہستی باز آ گر کافر و بت پرستی باز آ

ایں درگاہ ما درگاہ نا امید نیست صد بار توبہ شکستی باز آ

এ পয়গাম আল্লাহর পক্ষ থেকে! ফিরে এসো, বান্দা! ফিরে এসো। যা কিছু হোক, যত কিছু হোক, ফিরে এসো আমার কাছে। যদি কাফিরও হও, করে থাক কুফরি, কিংবা হও পৌত্তলিক, করে থাক মূর্তিপূজা; তারপরও ফিরে এসো আমার কাছে। তাওবা করে নাও। আমার এই দরবার নিরাশ হয়ে ফিরে যাওয়ার দরবার নয়। শতবার তাওবা করেছ, শতবারই ভেঙেছ, তবুও ফিরে এসো!

রুহামা

এ তো এক হাদিসের মর্মকথা, যাতে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةٍ»

যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে তাওবা করতে থাকে, নিজের গুনাহর জন্য ক্ষমা চাইতে থাকে, আল্লাহ তাকে গুনাহর কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না; যদিও সে দিনে সত্তরবার তাওবা থেকে ফিরে আসে।[৩৭]

বান্দা যদি কায়মনোবাক্যে হাত তুলে বলে, হে আল্লাহ! আমি কমজোর, আমি দুর্বল; শয়তান ও নফসের প্ররোচনায় গুনাহ করে ফেলেছি। হে আল্লাহ, আপনি দয়া করে মায়া করে ক্ষমা করে দিন। আমি ভবিষ্যতের জন্য ওয়াদা করছি, আর গুনাহর পথে ফিরে যাব না।

এভাবে তাওবা করতে পারলে আল্লাহ তার দোয়া প্রত্যাখ্যান করবেন না; বরং তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

'শতবার তাওবা ভঙ্গ করেছ; তবুও ফিরে এসো'—এমন করুণাপূর্ণ আহ্বান আর কোনো দরবারে আছে?! এ তো কেবল রহমানের দরবারেরই আহ্বান!

আল্লাহর দরবার হতে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। দয়াময় আল্লাহ তো গুনাহগার বান্দাদের ডেকে বলছেন—

﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজ সত্তার ওপর সীমালঙ্ঘন করেছে, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সুরা যুমার: ৫৩]

---

[৩৭]. ইমাম তিরমিজি, *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৫৫৯ ও ইমাম আবু দাউদ, *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ১৫১৪।

অসীম করুণার আধার আল্লাহ তাআলা তো ইরশাদ করেছেন—

﴿مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾

তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হয়ে যাও এবং (সত্যিকারভাবে) ঈমান আনো, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কী করবেন?! [সুরা নিসা: ১৪৭]

যে মহান সত্তা ডেকে ডেকে বলছেন তার দরবার হতে নিরাশ না হতে, বান্দা যদি তার রহমত হতে নিরাশ হয়ে যায়, তাহলে কত বড় অবাধ্যতা হবে! কত বড় অকৃতজ্ঞতার বিষয় হবে!

ফজিলতের মুহূর্তগুলো যেন হেলায় নষ্ট না হয়

সুতরাং বাকি সময়গুলো আল্লাহর ইবাদতের মাঝে কাটানোর চেষ্টা করা উচিত। আজকের রাত রমজানের উনত্রিশতম রাত। হতে পারে এটি শবে কদরের রাত। হতে পারে এটিই এ বছরের রমজানের শেষ রাত। এ রাত আল্লাহর দরবারে হাজিরির রাত। এ রাত দরবারে ইলাহিতে অনুনয়-বিনয় করার রাত। এ রাত শোকর আদায়ের রাত। এ রাত ইসতেগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনার রাত। এ গুরুত্বপূর্ণ রাতকে অর্থহীন-অন্যায় কাজ ও ব্যস্ততার মাঝে কাটানো থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকুন।

বর্তমান সময়ে তো এই ফিতনার বিস্তার ঘটেছে যে, মানুষ রমজান মাসের এই শেষ রাতগুলোকে ঈদের প্রস্তুতিতে ব্যয় করে। বাজারে, দোকান-পাটে কাটায়। বাজারে তো গুনাহও হয়। রমজানের বরকতপূর্ণ রাত মানুষ কাটিয়ে দেয় গান-বাজনা শুনে! রমজানের মোবারক রজনী মানুষ কাটিয়ে দেয় বাজারে তর্ক-বিতর্ক আর পণ্যের মূল্য নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করে!

ভাই, এ তো এমন নির্বুদ্ধিতা যে, আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে স্বর্ণের বারিধারা বর্ষণ করছেন আর আমরা তা এই বলে ফিরিয়ে দিচ্ছি যে, আমার এর প্রয়োজন নেই। আমি পথে পড়ে থাকা ওই কংকরগুলো কুড়িয়ে নেব, ওগুলো সংগ্রহে সময় ব্যয় করব; ওগুলোর জন্যই তর্ক-বিবাদ, মারামারি করব।

নিঃসন্দেহে ঈদের দিন উত্তম পোশাক পরিধান করা সুন্নাত। আল্লাহর রাসুল ঈদের দিন উত্তম পোশাক পরিধান করতে বলেছেন। কিন্তু উত্তম

হাসান

পোশাকের উদ্দেশ্য কী? আপন সামর্থ্য অনুযায়ী যে পোশাক সর্বোত্তম, তা-ই পরিধান করো—এই হলো বিধান। উদ্দেশ্য এই নয় যে, ধার-কর্জ করে, ঘুষের টাকা দিয়ে, হারাম পন্থায় পয়সা উপার্জন করে তা দিয়ে উত্তম পোশাক কিনতে হবে। আপন স্ত্রী-সন্তানদের হারাম উপার্জনের পোশাকে সজ্জিত করতে হবে।

মাসআলা ছিল সুন্নাতের। ঈদের দিন আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতের শোকরিয়াস্বরূপ আপন সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করা হলো সুন্নাত। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে ধার-কর্জ করা, এ উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে হাত পাতা, ঘুষ খাওয়া, ধোঁকা দিয়ে অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করা; তারপর সে পয়সা দিয়ে সুন্নাত আদায়ে সচেষ্ট হওয়া—এর কোনো বৈধতা নেই। তদ্রূপ এ উদ্দেশ্যে ফজিলতের মুহূর্তগুলোকে অর্থহীন তর্ক-বিতর্কে ব্যয় করা, বাজারে সময় কাটানো নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়।

নিজের সামান্য উপার্জনে তুষ্ট থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম পোশাকের ব্যবস্থা যদি করা হয়, তাতে আল্লাহ এত বরকত দেবেন, শোকরিয়ার বিনিময়ে এমন এমন পুরস্কার দান করবেন, যা শানদার অতি মূল্যবান পোশাকে পাওয়া যাবে না। হালাল অল্প হলেও তাতে আল্লাহ অনেক বরকত দান করেন। হারাম যত বেশিই হোক, তাতে কোনো বরকত নেই। হারামে কেবল অকল্যাণ আর অভিশাপ। হারামের কারণেই আসে অকল্যাণ, আসে রোগ-ব্যাধি, আসে দুর্যোগ-দুর্বিপাক। মানুষ বোঝে না এগুলোর নেপথ্য কারণ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সব নসিহতের ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন। শোকর ও ইসতেগফার, তাওবা ও দোয়ার ইহতেমাম করার তাওফিক দান করুন। জীবনের বাকি অংশটুকু তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাটানোর তাওফিক দান করুন। আমিন।

রুমান

পরিশিষ্ট

রমজান ও রোজা-সংশ্লিষ্ট হাদিসে নববি

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১. হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর রাখা হয়েছে। এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাসুল, সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, হজ করা এবং রমজানের রোজা রাখা।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ০৮, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৬]

٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ». أَخْرَجَه أَحْمَدُ.

২. হজরত আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজব মাস শুরু হলে এই দোয়াটি পাঠ করতেন,

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ»

হে আল্লাহ, রজব ও শাবান মাসে আমাদের বরকত দান করুন এবং আমাদের রমজান নসিব করুন।

[মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৩৪৬ ও আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস নং ৩৯৩৯]

٣. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا - وَحَضَرَنَا رَمَضَانُ- : أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ بَرَكَةٍ، يَغْشَاكُمُ

اللهُ فِيْهِ، فَيُنْزِلُ الرَّحْمَةَ، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، وَيَسْتَجِيْبُ فِيْهِ الدُّعَاءَ، يَنْظُرُ اللهُ تَعَالٰى إِلٰى تَنَافُسِكُمْ فِيْهِ، وَيُبَاهِيْ بِكُمْ مَلَائِكَتَه، فَأَرُوْا اللهَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا؛ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيْهِ رَحْمَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». أَخْرَجَه الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّيْنَ.

৩. হজরত উবাদা বিন সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত, রমজান মাসের নিকটবর্তী সময়ে একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, রমজান মাস এসে গেছে। এ মাস অতি বরকতের মাস। এ মাসে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি (বিশেষ) দৃষ্টি দেন, রহমত অবতীর্ণ করেন, গুনাহ ক্ষমা করেন এবং দোয়া কবুল করেন। আল্লাহ তাআলা তোমাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা দেখেন এবং তোমাদের নিয়ে ফিরেশতাদের সঙ্গে গর্ব করেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে তোমাদের নেক কাজ দেখাও। বড় হতভাগা ওই ব্যক্তি, যে এই মাসেও আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। [মুসনাদুশ শামিয়্যিন, হাদিস নং ২২৩৮]

٤. عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، فَقَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللهُ صِيَامَه فَرِيْضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِه تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ أَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَه مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِهِ، وَعِتْقَ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَه مِثْلُ أَجْرِه مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِه شَيْءٌ». قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يُعْطِي اللهُ هذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُه رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُه مَغْفِرَةٌ،

وَآخِرُه عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِه فِيْهِ غَفَرَ اللهُ لَه وَأَعْتَقَه مِنَ النَّارِ».
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

৪. হজরত সালমান ফারসি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবানের শেষ দিন আমাদের সামনে খুতবা প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'হে লোকসকল, তোমাদের ওপর ছায়া বিস্তার করতে যাচ্ছে মর্যাদাসম্পন্ন একটি মাস, অত্যন্ত বরকতময় একটি মাস। এ মাসে এমন একটি রজনী রয়েছে, যা হাজার রজনী হতেও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা এ রমজান মাসের দিবসে রোজা রাখা ফরজ করেছেন এবং রাতে দণ্ডায়মান হয়ে নামাজ পড়া নফল (অর্থাৎ ফরজ স্তরের আবশ্যকীয় নয়) করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো কল্যাণ-কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হবে, তাহলে সে সাওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির ন্যায় হবে, যে রমজান ছাড়া অন্য মাসে কোনো ফরজ আদায় করেছে। আর যে ব্যক্তি রমজান মাসে কোনো ফরজ ইবাদত আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ওই ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব দান করবেন, যে রমজান ছাড়া অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করেছে। এ মাস সবরের মাস, আর সবরের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত। এ মাস সহমর্মিতার মাস। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে (বছরের অন্যান্য দিনের তুলনায়) রমজান মাসে মুমিনদের প্রতি দান ও অনুগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। যে ব্যক্তি রমজান মাসে কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার গুনাহ মাফ করা হবে এবং এ আমল তার জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভের কারণ হবে। শুধু তাই নয়, বরং কোনো রোজাদারকে ইফতার করালে উক্ত রোজাদার রোজা রেখে যে সাওয়াব লাভ করেছে, ইফতারের ব্যবস্থাকারীও সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।' বর্ণনাকারী বলেন, (এ কথা শুনে) আমরা বললাম, 'আমাদের সবার তো এ সামর্থ্য নেই যে, কোনো রোজাদারকে ইফতার করাব।' তখন নবীজি বললেন, 'যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে এক ঢোক দুধ পান করাবে কিংবা একটি খেজুর; তাও সামর্থ্য না হলে সামান্য পানি পান করাবে, আল্লাহ পাক তাকেও এই সাওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে পেট পুরে খাওয়াবে, আল্লাহ তাকে আমার হাউজ থেকে (অর্থাৎ হাউজে কাওসার

থেকে) পানি পান করাবেন। এর ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত আর তৃষ্ণার্ত হবে না। এ মাসের প্রথম অংশে আছে রহমত, মধ্যের অংশে মাগফিরাত এবং শেষ অংশে জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি লাভ। যে ব্যক্তি এ মাসে তার অধীনস্থদের কর্মভার লাঘব করবে, আল্লাহ পাক তাকে মাগফিরাত ও ক্ষমার পুরস্কারে ভূষিত করবেন এবং তাকে জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি দান করবেন। [শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৩৩৬]

٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّه، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوْمٌ». أَخْرَجَه ابْنُ مَاجَهْ.

৫. হজরত আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রমজান মাস এলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয় এই মাস তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে। এতে এমন একটি রজনী আছে যা (ইবাদতের মর্যাদা ও সাওয়াবের দিক থেকে) হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি এ রজনীর বরকত থেকে বঞ্চিত হলো, সে পুরো কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো। আর এ রজনীর বরকত থেকে কেবল অভাগা ব্যক্তিই বঞ্চিত হতে পারে। [সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৬৪৪]

٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. فَلَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ..

৬. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রমজানে যখন জিবরাইল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন (যেন) তার বদান্যতা আরও বৃদ্ধি পেত। আর জিবরাইল রমজানে প্রতিরাতেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তারা পরস্পর কুরআনের দাওর করতেন (একে অপরকে শোনাতেন)।

নিঃসন্দেহে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবাহিত বাতাস থেকেও অধিক বদান্য ছিলেন।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ০৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৩০৮]

٧. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيْرَانِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِيْ مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ». أَخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

৭. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রমজান মাসের প্রথম রজনীতে শয়তান ও অবাধ্য জিনদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। জাহান্নামের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং (রমজান শেষ হওয়া পর্যন্ত) কোনো দরজা উন্মুক্ত করা হয় না। জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং (রমজান শেষ হওয়া পর্যন্ত) কোনো দরজা বন্ধ করা হয় না। (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) একজন ঘোষক ঘোষণা করে, 'হে কল্যাণ অন্বেষণকারী, অগ্রসর হও। হে অকল্যাণ কামনাকারী, নিবৃত্ত হও।' আল্লাহ পাক রমজানে অনেককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন এবং প্রতি রজনীতেই এরূপ করা হয়।

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৬৮২; সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৬৪২]

٨. عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرُقْهَا». أَخْرَجَه النَّسَائِيُّ.

৮. হজরত আবু ওবায়দা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রোজা (শয়তানের অনিষ্টতা ও আজাব-গজব থেকে বাঁচার জন্য মুমিনের) ঢালস্বরূপ, যতক্ষণ না সে (মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি গুনাহর মাধ্যমে) তা ভেঙে ফেলে। [সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং ২২৩৩]

٩. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের দাবিতে, শুধু আল্লাহর কাছে আজর লাভের প্রত্যাশায় রমজানের রোজা রাখবে, তার পূর্বে কৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের কারণে এবং শুধু আল্লাহর কাছে আজর লাভের প্রত্যাশায় কদরের রজনীতে ইবাদত করবে (তারাবি ইত্যাদি পড়বে), তার পূর্বে কৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯০১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৭৬০]

١٠. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের কারণে এবং শুধু আল্লাহর কাছে আজর লাভের প্রত্যাশায় রমজানের রজনীতে ইবাদত করবে (তারাবি ইত্যাদি পড়বে), তার পূর্বে কৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৭৫৯]

١١. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ». أَخْرَجَه ابْنُ مَاجَهْ.

১১. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর জাকাত আছে আর শরীরের জাকাত হচ্ছে রোজা। [সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৭৪৫]

١٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُعْطِيَتْ أُمَّتِيْ خَمْسَ خِصَالٍ فِيْ رَمَضَانَ لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ، خَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى يُفْطِرُوْا،

وَيُزَيِّنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَه، ثُمَّ يَقُوْلُ: يُوْشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ أَنْ يُّلْقُوْا عَنْهُمُ الْمُؤْنَةَ وَالْأَذٰى وَيَصِيْرُوْا إِلَيْكَ، وَيُصَفَّدُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ، فَلَا يَخْلُصُوْا إِلٰى مَا كَانُوْا يَخْلُصُوْنَ إِلَيْهِ فِيْ غَيْرِه، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِيْ آخِرِ لَيْلَةٍ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفّٰى أَجْرَه إِذَا قَضٰى عَمَلَه». أَخْرَجَه أَحْمَدُ.

১২. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রমজানে আমার উম্মতকে এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যা পূর্বের কোনো উম্মতকে দান করা হয়নি। (আর তা হলো) রোজাদারের মুখের (উপবাসজনিত) দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের ঘ্রাণের চাইতেও প্রিয়। রোজাদারের জন্য ফিরেশতাগণ ইফতারের সময় পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। (রমজান মাসের) প্রতিদিন আল্লাহ পাক রোজাদারের জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন। এরপর আল্লাহ তাআলা (জান্নাতকে সম্বোধন করে) বলেন, 'অতিসত্বর আমার নেক বান্দারা নিজেদের পার্থিব জীবনের কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার কাছে আসবে।' এ মাসে অবাধ্য শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়। ফলে, অন্যান্য মাসে তারা যেসব মন্দ কাজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারত, এ মাসে সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। রমজানের সর্বশেষ রাতে রোজাদারদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, সে রাত কি শবে কদর?' রাসুল উত্তরে বললেন, 'না, বরং নিয়ম হলো মজদুরকে কাজের শেষে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়'।

[মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৭৯১৭]

١٣. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: اَلْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتّٰى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ». أَخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

১৩. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না— নীতিবান শাসক, রোজাদার (ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত) ও নিপীড়িতের দোয়া।

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৩৫৯৮ ও সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৭৫২]

١٤. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا إِلٰى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّه لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِه، يَدَعُ شَهْوَتَه وَطَعَامَه مِنْ أَجْلِيْ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِه، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّه، وَلَخُلُوْفُ فِيْهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». أَخْرَجَه مُسْلِمٌ.

১৪. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনি আদমের প্রত্যেক আমলের সাওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ পাক বলেন, একমাত্র রোজা এর ব্যতিক্রম। কেননা তা আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দিয়ে থাকি। রোজাদার আমার জন্যই প্রবৃত্তি-চাহিদা ও পানাহার থেকে বিরত থাকে। রোজাদারের দুটি আনন্দ। একটি ইফতারের সময়, অপরটি তার রবের সাক্ষাৎলাভের সময়। রোজাদারের মুখের (উপবাসজনিত) দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের খুশবুর চেয়েও প্রিয়।

[সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৫১]

١٥. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَه إِلَّا الصِّيَامَ؛ فَإِنَّه لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِه، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّه أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَه فَلْيَقُلْ إِنِّيْ امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِه، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّه فَرِحَ بِصَوْمِه». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, ‘বনি আদমের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্য, একমাত্র রোজা এর ব্যতিক্রম। কেননা রোজা শুধু আমার জন্য আর আমি নিজে তার বিনিময় দান করি। আর রোজা (শয়তানের অনিষ্টতা ও আজাব-গজব থেকে বাঁচার জন্য মুমিনের) ঢালস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের কেউ যেদিন রোজা রাখবে, সে যেন সেদিন

কোনো অন্যায়-অশ্লীল আচরণ-উচ্চারণ না করে, আর ঝগড়া-বিবাদ (হইচই-শোরগোল)-ও না করে। কেউ তাকে গালমন্দ করলে বা তার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইলে সে যেন বলে দেয়, আমি তো রোজাদার। ওই সত্তার কসম যার (কুদরতি) হাতে (আমি) মুহাম্মাদের প্রাণ, নিশ্চয় রোজাদারের মুখের (উপবাসজনিত) দুর্গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মেশকের খুশবুর চেয়েও প্রিয় হবে। আর রোজাদারের জন্য আছে দুটি আনন্দ, যা দ্বারা সে আনন্দিত হয়। যখন সে ইফতার করে তখন সে ইফতার দ্বারা আনন্দ লাভ করে, আর যখন সে আপন প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে তখন সে তার রোজা দ্বারা আনন্দ লাভ করবে।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯০৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৫১]

١٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ! مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ. وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ. قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ». أَخْرَجَه أَحْمَدُ.

১৬. হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রোজা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে আমার রব, আমি তাকে পানাহার ও প্রবৃত্তি-চাহিদা থেকে বিরত রেখেছিলাম। তাই (আজ) তার জন্য আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম। তাই (আজ) তার জন্য আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরপর তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। [মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৬৬২৬]

١٧. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ. يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ. فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭. হজরত সাহল বিন সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই জান্নাতে 'রাইয়ান' নামে একটি দরজা আছে; কিয়ামতের দিন রোজাদারগণ তা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। অন্য কেউ তাদের সঙ্গে (সে দরজা দিয়ে) প্রবেশ করতে পারবে না। (সে দরজা হতে) আহ্বান করা হবে: রোজাদারগণ কোথায়? তখন রোজাদারগণ তা দিয়ে প্রবেশ করবে। সর্বশেষ রোজাদার প্রবেশ করার পর দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে আর কেউ তা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৮৯৬ ও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৫২]

١٨. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَه، فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কেউ রমজান মাসের দু-একদিন পূর্ব থেকে রোজা শুরু করবে না। তবে কেউ যদি পূর্ব থেকেই এ সময় রোজা রেখে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে সে এ দিন রোজা রাখতে পারবে।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯১৪ ও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৮২]

١٩. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعَدَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৯. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখবে, চাঁদ দেখে রোজা ছাড়বে। আর (উনত্রিশ তারিখ সন্ধ্যায়) যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে (ত্রিশ দিনের) নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ করবে।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯০৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৮১]

٢٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَقْضِيْ حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِيْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হাসান

২০. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রমজানে কৃত উমরা হজের সমতুল্য বা আমার সঙ্গে হজ করার সমতুল্য।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৮৬৩ ও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৫৬]

٢١. عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعَوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِيْ الشِّتَاءِ». أَخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ.

২১. হজরত আমির বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শীতকালের রোজা হচ্ছে শীতল গনিমত।

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৭৯৭]

٢٢. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اُحْضُرُوْا الْمِنْبَرَ». فَحَضَرْنَا. فَلَمَّا ارْتَقى دَرَجَةً قَالَ: «آمِيْن»، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ: «آمِيْن»، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: «آمِيْن». فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُه. قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيْلَ عَرَضَ لِيْ، فَقَالَ: بُعْدًا لِّمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَه. قُلْتُ: آمِيْن. فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَه فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ. قُلْتُ: آمِيْن. فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بُعْدًا لِّمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ عِنْدَه أَوْ أَحَدُهُما فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: آمِيْن». أَخْرَجَه الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ.

২২. হজরত কা'ব বিন উজরা রাযি. থেকে বর্ণিত, (একবার) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা মিম্বরের কাছে এসে বসো। আমরা মিম্বরের কাছে এসে বসলাম। নবীজি মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে বললেন, 'আমিন'। দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার সময় বললেন, 'আমিন'। এরপর তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখার সময়ও বললেন, 'আমিন'। যখন তিনি (খুতবা শেষ করে) মিম্বর থেকে নামলেন, আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা আপনাকে মিম্বরে ওঠার সময় এমন কিছু বলতে শুনেছি, যা ইতিপূর্বে বলতে শুনিনি। (উত্তরে) তিনি বললেন, এইমাত্র জিবরাইল আমার কাছে এসেছিলেন। (আমি যখন প্রথম

হাসান

সিঁড়িতে পা রাখলাম) তিনি বললেন, ধ্বংস হোক ওই ব্যক্তি, যে (ক্ষমা অর্জনের মাস) মাহে রমজান পেয়েও ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় না। আমি বললাম, 'আমিন'। যখন আমি দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখি, তিনি বললেন, ধ্বংস হোক ওই ব্যক্তি, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও সে আপনার নামে দুরুদ পড়ে না। আমি বললাম, 'আমিন'। আমি যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখি, তিনি বললেন, ধ্বংস হোক ওই ব্যক্তি, যে আপন পিতা-মাতা উভয়কে বা কোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পায়, কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারে না। আমি বললাম, 'আমিন'।

[মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস নং ৭২৫৬]

٢٣. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَه مِنْ صِيَامِه إِلَّا الْجُوْعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَه مِنْ قِيَامِه إِلَّا السَّهْرُ». أَخْرَجَه ابْنُ مَاجَهْ.

২৩. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনেক রোজাদার ব্যক্তি এমন আছে, (গিবত-শেকায়েত ও বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত থাকার কারণে) যাদের রোজার বিনিময়ে অনাহারে থাকা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। অনেক রাত্রিজাগরণকারী এমন আছে, (কোনো গুনাহ কিংবা রিয়ার কারণে) যাদের রাত্রিজাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই অর্জন হয় না।

[সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৬৯০]

٢٤. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ لَه لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ». أَخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

২৪. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে শরিয়তপ্রদত্ত কোনো ছাড় ব্যতীত রমজানের একটি রোজাও ভঙ্গ করবে, সে রমজানের বাইরে সারাবছর রোজা রাখলেও তার বদলা হবে না।

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৭২৩, সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৬৭২ ও সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৩৯৬]

ওমান

٢٥. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِه فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَه وَشَرَابَه». أَخْرَجَه الْبُخَارِيُّ.

২৫. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (রোজা অবস্থায়) মিথ্যাচার ও অন্যায় কর্ম পরিহার করল না, তার পানাহার ত্যাগ করার প্রতি আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯০৩]

٢٦. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَه، فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৬. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কেউ রমজান মাসের দু-একদিন পূর্ব থেকে রোজা শুরু করবে না। তবে কেউ যদি পূর্ব থেকেই এ সময় রোজা রেখে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে সে এ দিন রোজা রাখতে পারবে।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯১৪ ও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৮২]

٢٧. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعَدَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৭. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখবে, চাঁদ দেখে রোজা ছাড়বে। আর (উনত্রিশ তারিখ সন্ধ্যায়) যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে (ত্রিশ দিনের) নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ করবে।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯০৯, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৮১]

٢٨. عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَالَا أُحْصِيْ أَوْ أَعُدُّ. أَخْرَجَه الْبُخَارِيُّ.

হাসান

২৮. হজরত আমির বিন রাবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রোজা অবস্থায় অসংখ্যবার মেসওয়াক করতে দেখেছি। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১২১০]

٢٩. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَه؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৯. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় ভুলে পানাহার করে ফেলে, সে যেন রোজা পূর্ণ করে নেয়। কেননা, আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯৩৩, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৫৫]

٣٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِـيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اِشْتَكَتْ عَيْـنِيْ، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أَخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ.

৩০. হজরত আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে আরজ করল, আমি চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত। আমি কি রোজা রেখে চোখে সুরমা ব্যবহার করতে পারব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, (পারবে)। [সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৭২৬]

٣١. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

৩১. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যক্তির বমি হলে

তার রোজা কাজা করতে হবে না (অর্থাৎ তার রোজা ভাঙবে না)। আর যে ইচ্ছাকৃত বমি করবে, সে যেন আপন রোজা কাজা করে নেয়। (অর্থাৎ তার রোজা ভেঙে গেছে)।

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৭২০ ও সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৬৭৬]

٣٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوْا؛ فَإِنَّ فِيْ السَّحُوْرِ بَرَكَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩২. হজরত আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাহরি গ্রহণ করো। কেননা, সাহরিতে বরকত রয়েছে।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯২৩, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৯৫]

٣٣. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ». أَخْرَجَه مُسْلِمٌ.

৩৩. হজরত আমর বিন আস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাদের ও (ইহুদি-নাসারা তথা) আহলে কিতাবদের রোজার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহরি গ্রহণ করা। (অর্থাৎ আমরা সাহরি গ্রহণ করি, তারা করে না)। [সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৯৬]

٣٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَه يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ». أَخْرَجَه الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ.

৩৪. হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সাহরি গ্রহণকারীদের ওপর রহমত অবতীর্ণ করেন এবং তার ফিরেশতাগণ তাদের জন্য দোয়া করে। [আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস নং ৬৩৪]

রুমান

٣٥. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّحُوْرُ أَكْلُه بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوْهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَه يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ». أَخْرَجَه أَحْمَدُ.

৩৫. হজরত আবু সাইদ খুদরি রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাহরি খাওয়া বরকতপূর্ণ কাজ। সুতরাং তোমরা তা ছেড়ে দিয়ো না; যদিও এক ঢোক পানি দিয়ে হোক না কেন। কারণ যারা সাহরি গ্রহণ করে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তার ফিরেশতাগণ তাদের জন্য দোয়া করে।

[মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১১০৮৬]

٣٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُؤَخِّرَ سَحُوْرَنَا، وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ». أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ.

৩৬. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সকল নবীকে (সময় হয়ে গেলে দেরি না করে) দ্রুত ইফতার করতে আদেশ করা হয়েছে এবং সাহরি বিলম্বে খেতে বলা হয়েছে। আর নামাজে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস নং ১৮৮৪]

٣٧. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ». أَخْرَجَه أبو داود.

৩৭. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, খেজুর মুমিনের জন্য কতই না উত্তম সাহরি। [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৩৪৫]

٣٨. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৮. হজরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন রজনী আগমন করে, দিবস বিদায় নেয় এবং সূর্য অস্তমিত হয়, তখন (যেন) রোজাদার ইফতার করে নেয়।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯৫৪, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১০০]

٣٩. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৯. হজরত সাহল বিন সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যতদিন মানুষ (সূর্যাস্তের পর সঙ্গে সঙ্গে) দ্রুত ইফতার করবে, ততদিন কল্যাণের পথে থাকবে।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯৫৭ ও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৯৮]

٤٠. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَّا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ؛ لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ». أَخْرَجَه أَبُوْ دَاوُدَ.

৪০. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দ্বীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন মানুষ (সময়মতো) দ্রুত ইফতার করবে। কেননা, ইহুদি-নাসারারা ইফতারে (অহেতুক) বিলম্ব করে থাকে। [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৩৫৩]

٤١. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللهُ تَعَالٰى : أَحَبُّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا». أَخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ.

৪১. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার প্রিয়তম বান্দা হলো যে দ্রুত ইফতার করে। [সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৭০০]

٤٢. عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ؛ فَإِنَّه بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى مَاءٍ؛ فَإِنَّه طَهُوْرٌ». أَخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ.

৪২. হজরত সালমান বিন আমির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ ইফতার করলে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কেননা, খেজুরে বরকত আছে। আর খেজুর না পেলে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কেননা, পানি হলো পবিত্রকারী।

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৬৯৫]

٤٣. عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ». أَخْرَجَه أَبُوْ دَاوٗدَ.

৪৩. হজরত মুআয বিন যুহরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইফতারের সময় এই দোয়া পাঠ করতেন—

«اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ»

হে আল্লাহ, আপনার (সন্তুষ্টির) জন্যই আমি রোজা রেখেছি এবং আপনার (দেওয়া) রিজিক দ্বারাই আমি ইফতার করেছি।

[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৩৫৮]

٤٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ». أَخْرَجَه أَبُوْ دَاوٗدَ.

৪৪. হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইফতারের সময় এই দোয়া পাঠ করতেন—

«ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَ ثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ»

পিপাসা দূর হয়েছে, শিরা-উপশিরা সিক্ত হয়েছে এবং আল্লাহ চাহে তো আজর নিশ্চিত হয়েছে। [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৩৫৭]

٤٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: أَفْطَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ

عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ». أَخْرَجَه ابْنُ مَاجَهْ.

৪৫. হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) সাদ বিন মুআযের (বাড়িতে) ইফতার করলেন। তখন তিনি বললেন—

«أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ»

রোজাদারগণ তোমাদের কাছে ইফতার করুন, নেককারগণ তোমাদের আহার গ্রহণ করুন, আর ফিরেশতাগণ তোমাদের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করুন। [সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৭৪৭]

٤٦. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَه مِثْلُ أَجْرِه غَيْرَ أَنَّه لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْـئًا». أَخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

৪৬. হজরত যায়দ বিন খালিদ জুহানি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে ওই রোজাদারের সমান আজর লাভ করবে। তবে (এর কারণে) রোজাদারের আজর বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাবে না।

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৮০৭, সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৭৪৬]

٤٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِيْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِه». أَخْرَجَه مُسْلِمٌ.

৪৭. হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (রমজানের) শেষ দশকে যে পরিমাণ মুজাহাদা করতেন, অন্য কখনো তা করতেন না। [সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৭৫]

রুমান

٤٨. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِيْ كُلِّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا. أَخْرَجَه الْبُخَارِيُّ.

৪৮. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমজানে দশদিন ইতেকাফ করতেন। যে বছর তিনি ইনতেকাল করেন, সে বছর বিশদিন ইতেকাফ করেন।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২০৪৪]

٤٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُعْتَكِفِ: «هُوَ يَعْكُفُ الذُّنُوْبَ، وَيُجْرِيْ لَه مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا». أَخْرَجَه ابْنُ مَاجَهْ.

৪৯. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতেকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন, ইতেকাফকারী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে আর সে (আমল না করেও) ওই সব নেক আমলের সাওয়াব লাভ করে, যা বাইরে অবস্থানকারীগণ (বাইরের বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে) লাভ করে থাকে।

[সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৭৮১]

٥٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ مَشٰى فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ خَيْرًا لَه مِن اعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَه وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ». أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

৫০. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এক দিন ইতিকাফ করবে, আল্লাহ তাআলা তার এবং জাহান্নামের

রুমান

মাঝে তিন খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। প্রতি খন্দকের দূরত্ব আসমান-জমিনের মাঝের দূরত্বের চেয়েও বেশি।

[আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস নং ৭৩২৬ ও শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৬৭৯]

٥١. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحٰى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحٰى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسٰى أَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ». أَخْرَجَه الْبُخَارِيُّ.

৫১. হজরত উবাদা বিন সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ আমাদের জানানোর জন্য বের হলেন। এ সময় দুজন মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ তোমাদের জানানোর জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক ও অমুক ঝগড়া করছিল বিধায় তার নির্দিষ্ট তারিখ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। হয়তো (এ উঠিয়ে নেওয়ার মধ্যেই) তোমাদের কোনো কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব তোমরা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রজনীতে শবে কদর অন্বেষণ করো।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২০২৩]

٥٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». أَخْرَجَه الْبُخَارِيُّ.

৫২. হজরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা রমজান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রজনীগুলোতে শবে কদর তালাশ করো।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২০১৭]

হাসান

٥٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَـيْلَةٍ لَـيْلَةُ الْـقَدْرِ، مَا أَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ: «قُوْلِيْ: اَللّٰهُمَّ إِنَّـكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّيْ». أَخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

৫৩. হজরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোনো রাতটি লাইলাতুল কদর আমি যদি তা বুঝতে পারি তাহলে সে রাতে আমি কী দোয়া করব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এই দোয়া করবেড়

«اَللّٰهُمَّ إِنَّـكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّيْ»

হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল-মহান। আপনি ক্ষমা পছন্দ করেন। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৩৫১৩ ও সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ৩৮৫০]

٥٤. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِيْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهٰى بِهِمْ مَلَائِكَتَه، فَقَالَ: يَا مَلَائِكَتِيْ! مَا جَزَاءُ أَجِيْرٍ وَفّٰى عَمَلَه؟ قَالُوْا: رَبَّنَا! جَزَاؤُه أَنْ يُوَفّٰى أَجْرَه. قَالَ: مَلَائِكَتِيْ! عَبِيْدِيْ وَإِمَائِيْ قَضَوْا فَرِيْضَتِيْ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوْا يَعُجُّوْنَ إِلَى الدُّعَاءِ، وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكَرَمِيْ وَعُلُوِّيْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِيْ! لَأُجِيْبَنَّهُمْ. فَيَقُوْلُ: ارْجِعُوْا، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ. قَالَ: فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْرًا لَهُمْ». أَخْرَجَه الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

৫৪. হজরত আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শবে কদরে জিবরাইল আলাইহিস সালাম ফিরেশতাদের একটি জামাতসহ অবতরণ করেন এবং যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বা বসে আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকে, তার জন্য রহমতের দোয়া করেন। এরপর ঈদুল ফিতরের দিন আল্লাহ তাআলা ফিরেশতাদের সামনে আপন

বান্দাদের নিয়ে গর্ব করেন। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, হে ফিরেশতারা! যে মজদুর আপন দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছে, তার বিনিময় কী থেকে পারে? ফিরেশতাগণ আরজ করে, হে আমাদের রব! তাকে তো বিনিময় হিসেবে তার পূর্ণ পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। এরপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে ফিরেশতারা! আমার বান্দা-বান্দিগণ তাদের ওপর আরোপিত আমার ফরজ বিধান পরিপূর্ণরূপে পালন করেছে, এরপর এখন উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করতে করতে ঈদগাহের দিকে যাচ্ছে। আমার মহত্ত্ব ও প্রতাপের কসম, আমার দয়া ও মহত্ত্বের কসম, আমার অত্যুচ্চ মর্যাদার কসম, আমি অবশ্যই তাদের দোয়া কবুল করব। এরপর আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, যাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাদের গুনাহসমূহকে নেকি দ্বারা বদলে দিলাম। তখন তারা (ঈদগাহ থেকে) ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় ফিরে আসে।

[শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৪৪৪]

٥٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: «فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». أَخْرَجَه أَبُوْ دَاودَ وَابْنُ مَاجَهْ.

৫৫. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজাদারের অনর্থক ও অশ্লীল কর্মকাণ্ডের কাফফারা হিসেবে এবং দরিদ্রদের খাবার হিসেবে সদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে তা আদায় করে, তা গ্রহণযোগ্য সদকা হিসেবে গণ্য হয়ে। আর যে সালাতের পর আদায় করবে, তা সাধারণ সদকা হিসেবে গণ্য হয়।

[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৬০৯ ও সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৮২৭]

٥٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُوْمُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: «صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৬. হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. থেকে বর্ণিত, হজরত হামজা আসলামি রাযি. (একদা) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি নিয়মিত রোজা রেখে থাকি। সফরেও কি আমি রোজা রাখব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি রোজা রাখতে পারো, চাইলে না রাখলেও পারো।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯৪৩ ও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১২১]

٥٧. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ يَوْماً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ زَحْزَحَ اللهُ وَجْهَه عَنِ النَّارِ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيْفاً». أَخْرَجَه النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

৫৭. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় যে ব্যক্তি একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তাকে (সে দিনের রোজার বিনিময়ে) জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেবেন।

[সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং ২২৪৪ ও সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৭১৮]

٥٨. عَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَه سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». أَخْرَجَه مُسْلِمٌ.

৫৮. হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখবে, এরপর শাওয়ালের ছয় রোজাও রাখবে, তার এই রোজা 'সিয়ামুদ-দাহর' (পুরো বছর রোজা রাখা)-এর সমতুল্য হবে।

[সহিহ মুসলিম: ১১৬৪]

-সমাপ্ত-

রুমান

আমার রমজানের প্রস্তুতি

বই পরিচিতি

মাকতাবাতুল হাসান

৩৭ নথ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

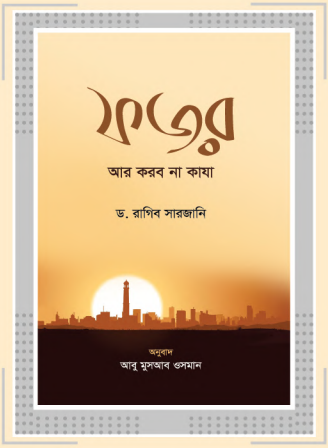

ফজর আর করব না কাযা

লেখক : ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ : আবু মুসআব ওসমান
মূল্য : ৩২০/-
পৃষ্ঠা : ১৮৪ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা

আমরা স্বপ্ন দেখি একটি সুন্দর পৃথিবীর।
সুন্দর পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন পরিবর্তনের।
যে পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় প্রতিটি মুসলমান।
এই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন 'ফজর-প্রজন্ম'র!
কারণ ফজর স্রষ্টা-নির্ধারিত পরিবর্তন-ক্ষণ।
মুমিনের এক ঈমানি পরীক্ষা।
ফজর ব্যতীত বিজয়–এ যেন এক ধূসর মরীচিকা!
ফজর আদায়ে শিথিলতা করে সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা এ যে এক দিবাস্বপ্ন!
আসুন, সুন্দর পৃথিবীর জন্য তাই প্রতিজ্ঞা করি **"ফজর আর করব না কাযা।"**

ফজরকে জানতে এবং ফজর নামাযের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে আপনার জন্য মাকতাবাতুল হাসানের অনন্য উপহার–

"ফজর আর করব না কাযা"

পাঠকদের মন্তব্য

Mir Tanbin

আলহামদুলিল্লাহ। বইটি বর্তমান তরুণ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত দরকারী। মোবাইল, কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত থাকাতে মুসলিম উম্মাহর অনেকেরই রাতে ঘুমাতে দেরি হয়। ফজর কাযা হয়ে যায়! যা প্রকৃত মুসলিম হওয়ার পথে বাধা। ইসলাম নিয়ে ভাবেন কিন্তু ফজরের নামায কাযা হয়ে যায়, এর সমাধান আছে এই বইটিতে।

Redwan Nabil

আলহামদুলিল্লাহ,
বইটি খুব ভালো লেগেছে।
যারা নিয়মিত নামাজ পড়ে কিন্তু ফজরের নামাজ সঠিকভাবে পড়ে না বা ফজর সম্পর্কে উদাসীন তাদের জন্য বইটি খুব উপযোগী।

Mohshin Quraishi

I have purchased this book. I found this book is essentially need for Muslims who didn't offer Fazar salat regularly or seriously. This is a differently good book.

আমাদের কথা

আমাদের শুরুটা হয়েছিল ২০১১-তে বই আমদানির মধ্য দিয়ে। বেশকিছু বছর আমাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল বিদেশি বই বিক্রি ও সরবরাহের মাঝেই। সে-সূত্রে বিভিন্ন দেশের বই, বইয়ের বাজার, বইমেলা এবং লেখক, পাঠক ও প্রকাশকদের আমরা কাছ থেকে দেখার এবং অনেককিছু শেখার সুযোগ পাই। সেইসব অনুপ্রেরণাদায়ী অভিজ্ঞতায় আমরা বাংলার প্রকাশনা জগতে আসার প্রয়োজন অনুভব করি। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য খুব সহজ ও পরিষ্কার।

'আমরা ভালো বই প্রকাশ করব, মানুষের কল্যাণের জন্য।'

আমরা অভিনব কিছু না আনলেও অবশ্যই ভালো কিছু নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ। আর তা অবশ্যই পাঠকের প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে। তাই বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা জানতে চাই পাঠকের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা আর নিয়ে আসতে চাই শূন্যতাগুলোতে পূর্ণতা। সাধ্য ও যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা সকলেরই থাকে, আমাদেরও আছে। সীমাবদ্ধ সাধ্যের ভেতর ভালো কাজ উপস্থাপনার শতভাগ চেষ্টা আমাদের থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় পাঠক, মান-উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ও ভুলগুলো শুধরে নিতে আপনার মূল্যবান মতামত-পরামর্শ আমরা চাই। আমাদের কাজের বা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে যেকোনো অভিযোগ জানাতে পারেন ইমেইলের মাধ্যমে ।

মাকতাবাতুল হাসান পরিবার
rakib1203@gmail.com

যোগাযোগ
মাকতাবাতুল হাসান
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৭০০৭০৩০
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ
০১৬৭৫৩৯৯১১৯
www.facebook.com/Maktabahasan ।। www.maktabatulhasan.com
অনলাইনে বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com - www.niyamahshop.com - www.wafilife.com

এক নজরে আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

কোড	বইয়ের নাম	মূল্য
	ড. রাগিব সারজানি সিরিজ	
B0001	আন্দালুসের ইতিহাস (১ম)	৭৪০/-
B0002	আন্দালুসের ইতিহাস (২য়)	৪৬০/-
B0003	তাতারীদের ইতিহাস	৪৪০/-
B0004	তিউনিসিয়ার ইতিহাস	২৪০/-
B0005	শোনো হে যুবক	১২০/-
B0006	পড়তে ভালোবাসি	৬০/-
B0049	আমরা সেই জাতি	১২০/-
B0050	এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান	১৩০/-
B0051	ফজর আর করব না কাযা	৩২০/-
B0052	কেমন ছিল প্রিয়নবীর আলাপচারিতা	১৬০/-
B0053	হজ–যে শিক্ষা সবার জন্য	১২০/-
B0056	আমরা আবরাহার যুগে নই	১২০/-
B0057	কে হবে রাসুলের সহযোগী	১২০/-
	শিশু-কিশোর সিরিজ	
B0038	এসো আল কুরআনের গল্প শুনি	৫০/-
B0036	এসো বিসমিল্লাহ সুবহানাল্লাহ'র গল্প শুনি	১০০/-
B0034	গল্প শুনি হাদিস শিখি	১০০/-
B0041	নবীগণের গল্প শুনি	১০০/-
B0037	সীরাতের ছায়াতলে	১২০/-
B0040	মহীয়সীদের গল্প শুনি	১৩০/-
B0039	আল আসমাউল হুসনা	৩২০/-
B0048	সোয়াদ	২৬০/-
B0035	গল্পে আঁকা সীরাত	৩৬০/-
B0031	ড্রাইভিং সিটে দু'জন	১০০/-
B0032	গল্পে আঁকা জীবন	১০০/-
B0033	আবার দেখা হবে	১০০/-
	গল্প ও উপন্যাস	
B0026	আঁধার মানবী (মাহিন মাহমুদ)	২৪০/-
B0027	শেষ চিঠি (মাহিন মাহমুদ)	২৪০/-
B0028	একটি লাল নোটবুক (মাহিন মাহমুদ)	২০০/-
B0055	পুণ্যময়ী (মাহিন মাহমুদ)	৩৩০/-

কোড	বইয়ের নাম	মূল্য
B0058	বিমর্ষ বিকাল	১৬০/-
B0029	অন্তহীন প্রহর	২৭০/-
B0030	ওয়েসিস অব দ্য সিস	১৮০/-
B0044	মাআরিফুল কুরআনের গল্প-ঘটনা	২৫০/-
B0043	আকাবির মনীষীদের দুনিয়াবিমুখ জীবন	১৫০/-
	বিবিধ	
B0059	নব্যক্রুসেডের পদধ্বনি	৪৮০/-
B0020	সবুজ পৃথিবী ও মুসলমানদের অবদান	১৩০/-
B0009	স্পেনের কান্না	২৪০/-
B0007	তুরস্কের স্মৃতি	১৬০/-
B0054	হৃদয়ের দিনলিপি	৭৮০/-
B0047	তালিবুল ইলম গঠনের আদর্শ রূপরেখা	৫০০/-
B0046	বাইবেল কি আল্লাহর বাণী?	৫০০/-
B0012	আদর্শ মুসলিম ও তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ	৪৪০/-
B0008	নারী তুমি ভাগ্যবতী	৩৪০/-
B0042	মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবাআ	১২০/-
B0024	সৌভাগ্য আসলে কোথায়?	১৭০/-
B0014	সনাতন হিন্দুধর্ম ও ইসলাম	২৪০/-
B0010	অনিবার্য মৃত্যুর ডাক	২০০/-
B0023	সুবিচার নৈতিকতা ও ইহসান সম্পর্কে ইসলামের বিধান	২৫০/-
B0018	মনীষীদের স্মৃতিকথা	৩৮০/-
B0017	গীবত ও পরনিন্দা	১৭০/-
B0045	মহিলারা নামাজ পড়বে কোথায়?	১০০/-
B0022	কীভাবে হবেন একজন আদর্শ শিক্ষক	১২০/-
B0021	ফিকাহ সংকলন	১৬০/-
B0019	আদর্শ সন্তান প্রতিপালনে আলী তানতাভী	১৭০/-
B0011	আমি কেন হানাফি	৪০/-
B0013	সাহাবীদের অন্তর্দৃষ্টি	১৭০/-
B0015	শাশ্বত ঈমানের পরিচয়	১১০/-
B0016	আপনার দুআ কি কবুল হচ্ছে না	১১০/-

*মুদ্রিত মূল্য পরিবর্তন হতে পারে।

March-2020

ড. রাগিব সারজানি সিরিজ

আন্দালুসের ইতিহাস (দুই খণ্ড)

লেখক : ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ : আবু মুসআব ওসমান
মূল্য : ১ম খণ্ড: ৭৪০/-
২য় খণ্ড: ৪৬০/-
পৃষ্ঠা : ৬০৮ ও ৩৮৪ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : ইতিহাস **কোড:** B0001-02
ISBN : 978-984-9353-30-0

'আন্দালুস', যা বর্তমান স্পেন ও পর্তুগাল নামের আলাদা দুটি রাষ্ট্র। একসময়ের ইউরোপের অসভ্য জাতিকে সভ্যতার চাদরে আবৃত করেছে আমাদের 'আন্দালুস'। কিন্তু সেই আন্দালুসকে আমরা হারিয়েছি আজ প্রায় ৬০০ বছর। মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের আধার, প্রায় ৮০০ বছরের রাজত্বের ইতিহাস, আমাদের হারানো আন্দালুসের ইতিহাসকে কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ করে দুই খণ্ডের উপস্থাপনা ***"আন্দালুসের ইতিহাস"***।

তাতারীদের ইতিহাস

লেখক : ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আলীম
মূল্য : ৪৪০/-
পৃষ্ঠা : ৪০০ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : ইতিহাস
কোড : B0003
ISBN : 978-984-8012-05-5

মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে কালো অধ্যায় তাতারী সাম্রাজ্য বিস্তারের সময়টা। বলা হয়ে থাকে যদি তাতারী আগ্রাসনের ঘটনা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ না থাকত তাহলে মানুষ এই ঘটনাকে রূপকথা মনে করত। তাতারীদের হামলা শিশু থেকে বৃদ্ধ কাউকেই রেহাই দেয়নি। পাষাণ হৃদয়ের তাতারীরা ডেকে নিয়ে এসেছিল আব্বাসী খিলাফতের উপসংহার। তাতারীদের আগ্রাসনের প্রেক্ষাপট, কারণ, ফলাফল অতঃপর মুসলমানদের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প নিয়ে ড. রাগিব সারজানির রচনা ***"তাতারীদের ইতিহাস"***।

তিউনিসিয়ার ইতিহাস

লেখক : ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ : আবদুস সাত্তার আইনী
মূল্য : ২৪০/-
পৃষ্ঠা : ১২৮ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : ইতিহাস
কোড : B0004
ISBN : 978-984-8012-15-4

তিউনিসিয়া। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় আফ্রিকা মহাদেশের এই দেশটিতে। এটি ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্যতম নিদর্শন। সাহাবা রাযি.-দের দ্বারা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় এ দেশে। কিন্তু কালের পরিক্রমায় ৯৮ ভাগ মুসলমানের দেশ তিউনিসিয়া আজ সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তিউনিসিয়ায় ইসলামের উত্থান, বিপ্লব, রাজনৈতিক অভ্যুত্থান, চলমান অরাজকতাসহ এর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ড. রাগিব সারজানি মাত্র দুই সপ্তাহে রচনা করেছেন ***"তিউনিসিয়ার ইতিহাস"*** বইটি।

শোনো হে যুবক

লেখক : ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ : আবদুল আলীম
মূল্য : ১২০/-
পৃষ্ঠা : ৮০ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
কোড : B0005
ISBN : 978-984-8012-07-9

'যুবক' শব্দটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একদল ঈমানদীপ্ত তরুণ চেহারা, ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত করতে যাদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু যুগের করাল থাবায় তারা আজ ভুলে গিয়েছে তাদের শাশ্বত পরিচয়। ভুলে যাওয়া পরিচয় স্মরণ করিয়ে দিতে কলম ধরেছেন যুগের অন্যতম ইতিহাসবেত্তা ড. রাগিব সারজানি। তুলে ধরেছেন বর্তমানে যুবকদের অধঃপতনের কারণ, এ থেকে পরিত্রাণের জন্য করণীয় এবং বর্জনীয়। ইতিহাসের শিক্ষা থেকে সারনির্যাস তুলে এনে শাইখের রচিত *রিসালাতুন ইলা শাবাবিল উম্মাহ* এর সরল অনুবাদ ***"শোনো হে যুবক"***

ড. রাগিব সারজানি সিরিজ

পড়তে ভালোবাসি

লেখক : ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ : শামীম আহমাদ
মূল্য : ৬০/-
পৃষ্ঠা : ৫৬ [পেপার ব্যাক]
বিষয় : অধ্যয়ন ও ইলম চর্চা
কোড : B0006
ISBN : 978-984-8012-02-4

ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরজ। এজন্য পড়াশোনার বিকল্প কেবল পড়াশোনাই। কিন্তু আমার তো পড়ার অভ্যাস নেই! কোন বই পড়ব? কীভাবে পড়ব? আমি প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠক, কীভাবে শুরু করব? এই সব প্রশ্নের উত্তরের পসরা নিয়েই ***"পড়তে ভালোবাসি"*** বইটি। এখানে আরও আলোচনা রয়েছে পড়াশোনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। চলুন অবগাহন করি পড়ার রাজ্যে।

আমরা সেই জাতি

লেখক : ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ : শামীম আহমাদ
মূল্য : ১২০/-
পৃষ্ঠা : ৭২ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
কোড : B0049
ISBN : 978-984-8012-23-9

আমরা মুসলিমরা হলাম সেই জাতি, যারা একসময় পৃথিবী শাসন করেছি। আজ আমরা ভুলে গিয়েছি আমাদের আসল পরিচয়। আজ আমাদের নিজেদেরকে নিজেদের সাথেই পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আর এ নিয়েই আমাদের আয়োজন ***"আমরা সেই জাতি"***। বইটি মুসলিম জাতির হতাশার কারণ উল্লেখপূর্বক মুসলিম জাতির চিরন্তন পরিচয় তুলে ধরেছে। এতে রয়েছে মুসলিমদের নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা, রয়েছে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আশা, রয়েছে বিশ্বের সকল জাতির মাঝে তার সম্মান ফিরে পাবার আশা।

এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান

লেখক : ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ : আবু মুসআব ওসমান
মূল্য : ১৩০/-
পৃষ্ঠা : ৮৮ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
কোড : B0050
ISBN : 978-984-8012-24-6

বছরের উত্তম মাস হলো রমযান। মুমিনদের সবচেয়ে প্রিয় মাস রমযান। আল্লাহর আরও সান্নিধ্যে আসার মাস রমযান। উত্তম এই মাসকে ইবাদাতে কাটানোর জন্য চাই এক সুন্দর পরিকল্পনা। চাই এক সুন্দর গাইডলাইন। কীভাবে রমযানের প্রস্তুতি নেব, কীভাবে ইবাদাতের ক্ষেত্রে আরও উন্নতি লাভ করব তা নিয়ে ড. রাগিব সারজানির ***"এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান"***।

ফজর আর করব না কাযা

লেখক : ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ : আবু মুসআব ওসমান
মূল্য : ৩২০/-
পৃষ্ঠা : ১৮৪ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
কোড : B0051
ISBN : 978-984-8012-30-7

ফজর নামাজ হলো ঈমানের পরীক্ষা ও মুমিনের সৌভাগ্য। যখন দিনের শুরু আল্লাহর ইবাদত তথা ফজর নামাজের মাধ্যমে হয়, সারাদিনের সফলতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে ফজর নামাজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। অথচ ফজর নিয়েই আমরা বেশি গাফলতি করি। আমাদের এই গাফলতি দূর করার জন্যই ড. রাগিব সারজানির লেখা ***'ফজর আর করব না কাযা'*** বইটি। ফজর নামাজের গুরুত্ব, ফজিলত, নামাজের জন্য সময়মতো ওঠার অত্যন্ত কার্যকর উপদেশ নিয়ে সাজানো মূল্যবান এ বই। আসুন বইটির সাথে যোগ দিই ফজরের কাফেলায়।

ড. রাগিব সারজানি সিরিজ

কেমন ছিল প্রিয়নবীর আলাপচারিতা

লেখক : ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ : মাহদি হাসান
মূল্য : ১৬০/-
পৃষ্ঠা : ৮৮ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : শিষ্টাচার
কোড : B0052
ISBN : 978-984-8012-31-4

রাসুল প্রেমিকমাত্রই রাসুলের অনুসারী। তাঁর জীবনযাপনের অনুসারী। তাঁর কথাবার্তার ভঙ্গিমার অনুসারী। স্বভাবতই এই প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি দেয় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে কথা বলতেন? কেমন ছিল তার কথাবার্তার ভঙ্গিমা? তিনি তো ধনী, দরিদ্র, ব্যবসায়ী, গোলাম সকলের সঙ্গেই মিশতেন। কার সাথে কীভাবে কথা বলতেন? অনুসন্ধিৎসু পাঠককে অবহিত করতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলাপচারিতার সংকলন ***"কেমন ছিল প্রিয়নবীর আলাপচারিতা"***।

হজ–যে শিক্ষা সবার জন্য

লেখক : ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ : মহিউদ্দিন কাসেমী
মূল্য : ১২০/-
পৃষ্ঠা : ৮০ [পেপার ব্যাক]
বিষয় : ইসলামি আমল **কোড:** B0053
ISBN : 978-984-8012-32-1

ইসলামের অন্যতম রুকন হজ। সামর্থ্যবানদের ওপর অন্তত একবার হজ করা ফরজ। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য হজ ফরজ হলেও ইসলামের মূল ভিত্তি হওয়ার পেছনে মূল রহস্য কী? হজের মাহাত্ম্য, গুরুত্ব, শিক্ষা সকল মুসলিমের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কী সেই শিক্ষা? আমাদের জন্য সেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী? এ নিয়েই মাকতাবাতুল হাসানের অন্যতম উপস্থাপনা ***"হজ–যে শিক্ষা সবার জন্য"***।

আমরা আবরাহার যুগে নই

লেখক : ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ : মাহদি হাসান
মূল্য : ১২০/-
পৃষ্ঠা : ৮০ [পেপার ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
কোড : B0056
ISBN : 978-984-8012-36-9

একটা সময় ছিল যখন আল্লাহর শত্রুদের আল্লাহ তাআলা নিজেই শাস্তি দিতেন। আবরাহার হস্তী-অধিপতিদের আল্লাহ এভাবেই শাস্তি দিয়েছেন। রহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে আল্লাহ তাআলা তার শত্রুদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন উম্মতে মুহাম্মদির মাধ্যমে। উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে উম্মাহ তার দায়িত্ব ভুলে বসেছে। উম্মাহর প্রতি উম্মাহর দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে অনূদিত গ্রন্থ ***"আমরা আবরাহার যুগে নই"***।

কে হবে রাসুলের সহযোগী

লেখক : ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ : মহিউদ্দিন কাসেমী
মূল্য : ১২০/-
পৃষ্ঠা : ৮০ [পেপার ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
কোড : B0057
ISBN : 978-984-8012-37-6

আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলামকে আল্লাহ বিজয়ী করবেন এটি আল্লাহর ওয়াদা। ইসলামের বিজয় হবেই। আমাদের নিয়ে অথবা আমাদের ছাড়া। আমরা যদি সাহায্য না করি তাহলে আল্লাহ তাআলা নিজেই সাহায্য করবেন। কিন্তু এটা আমাদের জন্য কত বড় ক্ষতির বিষয় তা বলা বাহুল্য। রাসুল সা.-কে সাহায্য করতে হলে কী করণীয়, কীভাবে সাহায্য করতে হবে, কীভাবে যথাযথ সাহায্য হবে এসব নিয়েই আমাদের জানান দিতে আমাদের উপস্থাপনা ***"কে হবে রাসুলের সহযোগী"***।

শিশু-কিশোর সিরিজ

এসো আল কুরআনের গল্প শুনি

লেখক : আহমদ বাহজাত
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
মূল্য : ৫০/-
পৃষ্ঠা : ৪০ [পেপার ব্যাক]
বিষয় : শিশু-কিশোর
কোড : B0038
ISBN : 978-984-8012-22-2

ছোটরা স্বভাবতই গল্পপ্রিয়। তারা গল্প পড়ে, গল্প শেখে আর নিজেদের মতো করেই গল্প থেকে শিক্ষা নেয়। কুরআনে রয়েছে অসংখ্য ঘটনা যাতে রয়েছে আমাদের জন্য শিক্ষা। কেমন হবে যদি গল্প পড়ার মাঝেই কুরআনের শিক্ষা ছোটদের শিখিয়ে দেওয়া যায়? এই প্রচেষ্টাকে সামনে রেখেই কুরআনের ৫টি গল্পকে ছোটদের পাঠোপযোগী করে আমাদের আয়োজন ***"এসো আল কুরআনের গল্প শুনি"***।

এসো বিসমিল্লাহ সুবহানাল্লাহর গল্প শুনি

লেখক : আবদুত তাওয়াফ ইউসুফ
অনুবাদ : আহমাদ হারুন
মূল্য : ১০০/-
পৃষ্ঠা : ৬৪ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : শিশু-কিশোর **কোড:** B0036
ISBN : 978-984-8012-18-5

'বিসমিল্লাহ' এবং 'সুবহানাল্লাহ' অত্যন্ত মধুর দুটি শব্দ। এর দ্বারা ছোট ছোট কাজকে সাওয়াবের কাজে পরিণত করা যায়। আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনার পাশাপাশি তার নামেই কাজ শুরু করতে ছোট থেকেই অভ্যাস তৈরির বিকল্প নেই। আর যেহেতু ছোটরা গল্পপ্রিয়, তাই গল্পের ছলে তাদের শেখানোর জন্য শিশু-সিরিজের অন্যতম বই ***"এসো বিসমিল্লাহ সুবহানাল্লাহর গল্প শুনি"***।

গল্প শুনি হাদিস শিখি

লেখক : সামাহ কামেল
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আর ফারুক
মূল্য : ১০০/-
পৃষ্ঠা : ৬৪ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : শিশু-কিশোর
কোড : B0034
ISBN : 978-984-8012-27-7

শরিয়তের অন্যতম ভিত্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস। দৈনন্দিন কাজের সৌন্দর্য, সুন্নাহ ইত্যাদি শেখা যায় হাদিস থেকে। মুমিনের জীবনের সকল কাজই পরিচালিত হবে রাসুলের দিকনির্দেশনা অনুসারে। ছোট্ট সোনামণিদের দৈনন্দিন কাজের সুন্নাহ শিখিয়ে দিতে গল্পের কথামালায় সাজানো ১০টি গল্প নিয়ে শিশু সিরিজের বই ***"গল্প শুনি হাদিস শিখি"***।

নবীগণের গল্প শুনি

লেখক : উসামা মুহাম্মদ কুতুন
অনুবাদ : আশেক মাহমুদ
মূল্য : ১০০/-
পৃষ্ঠা : ৮০ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : শিশু-কিশোর
কোড : B0041
ISBN : 978-984-8012-03-1

আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবীদের প্রেরণ করেছেন। তাঁরা মানুষকে সত্য, সরল ও সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। পৃথিবীতে থাকার সময় তাঁরা সহ্য করেছেন অনেক দুঃখ-কষ্ট। তবুও নিজ জাতির জন্য তারা ছিলেন একনিষ্ঠ কল্যাণকামী। নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামের জীবনীতে রয়েছে মহিমান্বিত হওয়ার শিক্ষা। সোনামণিদের নবী-রাসুলগণের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে শিশু-সিরিজের বই ***"নবীগণের গল্প শুনি"***।

শিশু-কিশোর সিরিজ

সীরাতের ছায়াতলে

লেখক : আবদুত তাওয়াফ ইউসুফ
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
মূল্য : ১২০/-
পৃষ্ঠা : ১১২ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : শিশু-কিশোর
কোড : B0037
ISBN : 978-984-8012-24-6

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি দুনিয়া-আখিরাত দুই জাহানেরই সরদার। তিনি রহমাতুল্লিল আলামিন। তিনিই সেই-জন যিনি নিজের কষ্টের সময়েও উম্মত তথা আমাদের জন্য কেঁদেছেন। কিন্তু তাঁকে আমরা কতটুকু জানি? আমাদের সোনামণিরা তাঁকে চেনে কি? সোনামণিরা কি তাঁকে ভালোবাসে? ছোট্ট সোনামণিদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গল্পাকারে ছোট্ট জীবনী গ্রন্থ ***"সীরাতের ছায়াতলে"***।

মহীয়সীদের গল্প শুনি

অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
মূল্য : ১৩০/-
পৃষ্ঠা : ৯৬ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : শিশু-কিশোর
কোড : B0040
ISBN : 978-984-9353-355

ইসলামের ইতিহাসে নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। দ্বীন পালন ও প্রতিষ্ঠায় তারা পুরুষের সঙ্গ দিয়েছে। সাহায্য করেছে। ত্যাগ স্বীকার করেছে। ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ আছে স্বমহিমায়। তাদের জীবনী দ্বীনের পথে চলার পাথেয় স্বরূপ। ছোট্ট সোনামণিদের দ্বীনের পথে অবিচল রাখার প্রয়াসে আমাদের শিশু-সিরিজের সংযোজন ***"মহীয়সীদের গল্প শুনি"***।

আল আসমাউল হুসনা

লেখক : সামির হালবী
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
আশেক মাহমুদ
মূল্য : ৩২০/-
পৃষ্ঠা : ২৬৪ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : শিশু-কিশোর **কোড:** B0039
ISBN : 978-984-8012-48-2

আল্লাহ তাআলার এমন কিছু গুণ আছে যেগুলো মানুষ তার জীবনে প্রতিফলন ঘটালে সে হয়ে উঠবে স্রষ্টার রঙে রঙিন। পরিণত হবে সোনার মানুষে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে খুবই সংক্ষেপে তাঁর গুণগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাথে গল্পে-গল্পে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেগুলোর চমৎকার আবহ। বইটি পড়ে নতুন প্রজন্ম বড় হবে স্রষ্টার রঙে রঙিন হওয়ার বাসনা নিয়ে।

সোয়াদ

লেখক : এরদোগান তুজান
অনুবাদ : আবু তালহা সাজিদ
মূল্য : ২৬০/-
পৃষ্ঠা : ১৭৬ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : শিশু-কিশোর
কোড : B0039
ISBN : 978-984-8012-21-5

শিশুদের বিশ্বাসদীপ্ত আদর্শ মানুষ হওয়ার রঙিন পাঠ খুঁজে পাওয়া যায় গল্পের পাতায়। গল্পের মাধ্যমে জীবনের বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে, ইসলামের দীক্ষায় তাদের জীবনকে রাঙিয়ে দিতে তুরস্কের সাহিত্যিক এরদোগান তুজান'র বেশ কিছু ছোট গল্পের পসরা নিয়ে আমাদের উপস্থাপনা ***"সোয়াদ"***।

শিশু-কিশোর সিরিজ

গল্পে আঁকা সীরাত

লেখক : আবদুত তাওয়াফ ইউসুফ
অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদবি
মূল্য : ৩৬০/-
পৃষ্ঠা : ১৯৬ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : শিশু-কিশোর
কোড : B0035
ISBN : 984-78364-0006-7

ছোট্ট সোনামণিদের গল্পের প্রতি ভালোবাসা খুবই মুগ্ধকর। গল্পের প্রতি তাদের ভালোবাসা আল্লাহর দান। তাদের জন্য রচিত গল্পগুলো প্রধানত জড়বস্তুকে সম্বোধন করে কিংবা জড়বস্তুর আত্মকথন ধাঁচের হয়। ছোটদের গল্প পড়ার অভ্যাসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে মাকতাবাতুল হাসানের অনন্য উপস্থাপনা গল্পে আঁকা সীরাত। গতানুগতিক গল্পের আঙ্গিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বইটিতে। বিশুদ্ধ হাদিসের ঘটনাগুলোকে গল্পাকারে সাজিয়ে ছোটদের জন্য এক অনন্য উপহার ***"গল্পে আঁকা সীরাত"***।

ড্রাইভিং সিটে দু'জন

লেখক : ইসমাইল রফিক
মূল্য : ১০০/-
পৃষ্ঠা : ৮০ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : শিশু-কিশোর
কোড : B0031
ISBN : 978 984 8012 086

দ্বীনের আলোয় উদ্ভাসিত করতে আমরা ছোটদের জন্য কত প্রচেষ্টাই-না করে থাকি। তারই একটি অংশ গল্প শোনানো। শিশু-কিশোরদের জন্য গল্পের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা পৌঁছে দিতে 'গল্পে আঁকা জীবন' সিরিজের দ্বিতীয় বই ***"ড্রাইভিং সিটে দু'জন"***।

গল্পে আঁকা জীবন

লেখক : ইসমাইল রফিক
মূল্য : ১০০/-
পৃষ্ঠা : ৬৪ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : শিশু-কিশোর
কোড : B0032
ISBN : 978-984-8012-28-4

"গল্পে আঁকা জীবন" শিশু-কিশোরদের দ্বীনি ধাঁচে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় লেখা গল্পের বই। ১৭টি গল্পের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষাকে গল্পের আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। জীবনের গল্পগুলো শুধু শুধু নয়, নিতান্ত দায়বদ্ধতা থেকেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি গল্পের সঙ্গে মিশে আছে সুস্থ মনন তৈরির অঙ্গীকার। আছে অনৈতিকতার বিপরীতে মৌন প্রতিকার এবং সুস্থ বিনোদনে বোধ ও বিবেক জেগে ওঠার উপকরণ।

আবার দেখা হবে

লেখক : মাহদী হাসানাত খান
মূল্য : ১০০/-
পৃষ্ঠা : ৬৪ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : শিশু-কিশোর
কোড : B0033
ISBN : 978-984-93533-2-4

গল্প পড়তে কার না ভালো লাগে! কি বড়, কি ছোট সবাই ভালোবাসে গল্প পড়তে। সব গল্প কিন্তু ছোট-বড় নির্বিশেষে পড়ার উপযোগী নয়। শুধু বড়দের জন্যে লেখা গল্পগুলো ছোটরা পড়তে পারে না। কিন্তু ছোটদের জন্যে লেখা গল্পগুলো সবাই পড়তে পারে। এতে কোনো বাধা নেই, নিষেধ নেই। শিক্ষণীয় কিছু গল্প সন্নিবেশিত করা হয়েছে সবার জন্যে। জীবনের রঙে আঁকা হয়েছে এই বইয়ের প্রতিটি গল্প। যা পাঠককে আবিষ্ট করে রাখবে অনন্য এক মোহে।

গল্প ও উপন্যাস

আঁধার মানবী

লেখক : মাহিন মাহমুদ
মূল্য : ২৪০/-
পৃষ্ঠা : ২২৪ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : উপন্যাস **কোড:** B0026
ISBN : 978-984-8012-14-7

নাস্তিকতা একটা ব্যাধি। এটা এক মুদ্রার দুইটা পিঠ। যার একপাশে থাকে নাস্তিকতা, অপর পাশে থাকে ইসলামবিদ্বেষ। নাস্তিকতা একটা আঁধার। নাস্তিকতার আঁধার থেকে দ্বীনে ফিরে আসা এক মেয়ের গল্প নিয়ে সাজানো ইসলামি অঙ্গনের অন্যতম সাহিত্যিক মাহিন মাহমুদ-এর উপন্যাস ***"আঁধার মানবী"***।

শেষ চিঠি

লেখক : মাহিন মাহমুদ
মূল্য : ২৪০/-
পৃষ্ঠা : ১৬০ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : উপন্যাস **কোড:** B0027
ISBN : 978-984-8012-19-2

দ্বীনদার পরিবারের মেয়ের আধুনিক হয়ে বেড়ে ওঠা, না জেনে এক নারীপাচারকারীর প্রেমে পড়া, তরুণ লেখক ও আলিমের স্ত্রী হওয়া মেনে নিতে না পারা কিন্তু শেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিয়তির কাছেই আত্মসমর্পণ করার কাহিনি নিয়ে আয়োজন ***"শেষ চিঠি"***।

একটি লাল নোটবুক

লেখক : মাহিন মাহমুদ
মূল্য : ২০০/-
পৃষ্ঠা : ১৬০ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : উপন্যাস **কোড:** B0028
ISBN : 978-984-8012-04-8

মাদ্রাসাছাত্রের রাসুল প্রেমের কাহিনি, শাতিমে রাসুল এক ব্লগারকে হত্যা, মুসলিম থেকে খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়া মানুষের দ্বারে দ্বারে দ্বীনের আলো নিয়ে দাওয়াত পৌঁছানোর রোমাঞ্চকর ঘটনা-সংবলিত ***"একটি লাল নোটবুক"***। কী লেখা আছে সেই নোটবুকে?

পুণ্যময়ী

লেখক : মাহিন মাহমুদ
মূল্য : ৩৩০/-
পৃষ্ঠা : ২০০ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : উপন্যাস **কোড:** B0055
ISBN : 978-984-8012-35-2

"পুণ্যময়ী" উপন্যাসটি এক মেয়ের পুণ্যময়ী হয়ে ওঠার কাহিনি নিয়ে রচিত। কীভাবে দ্বীনে ফিরে আসে মেয়েটি। কীভাবে তারই মতো দ্বীনবিমুখ থাকা সকল মেয়ের কাছে দ্বীন পৌঁছে দেওয়ার সদিচ্ছা নিয়ে দাওয়াতের মেহনতে নেমে পড়ে। যার কারণে তাকে ভূষিত হতে হয় জঙ্গি হিসেবে। দ্বীনে ফিরে আসা মেয়ের এসব উত্থানের গল্প নিয়েই রচিত "পুণ্যময়ী"।

বিমর্ষ বিকাল

লেখক : শামীম আহমাদ
মূল্য : ১৬০/-
পৃষ্ঠা : ১১২ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : গল্প ও ঘটনা **কোড:** B0058
ISBN : 978-984-8012-41-3

বিমর্ষ বিকাল বইটি গল্পের আঙ্গিকে জীবনের বিভিন্ন গল্পকে ফুটিয়ে তুলেছে। কলমের কালিতে এনেছে জীবনের হাসি-কান্নার গল্প, উত্থান-পতনের গল্প। জীবনের প্রান্তে নতুন কারও আগমনের খুশি কিংবা জীবন থেকে প্রস্থানের বিরহগাথা। হৃদয় পরমাণুতে জমা গল্পের অনুরণনে সাজিয়ে তোলা বই ***"বিমর্ষ বিকাল"***।

গল্প ও উপন্যাস

অন্তহীন প্রহর

লেখক : আবু ইয়াহইয়া
অনুবাদ : মুশফিক হাবীব
মূল্য : ২৭০/-
পৃষ্ঠা : ২০৮ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : উপন্যাস **কোড:** B0029
ISBN : 978-984-9353-36-2

মৃত্যু এক চিরন্তন সত্য। মৃত্যু থেকে শুরু করে আখিরাতের সকল ধাপের বর্ণনা আমরা অনেকেই শুনেছি। কেমন হবে যদি সেটা কিছুটা গল্পাকারে উপস্থাপন করা হয়? যা আমাদের আল্লাহভীতি বাড়িয়ে দেবে। বাড়িয়ে দেবে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করার ইচ্ছা। ***"অন্তহীন প্রহর"*** বইটিতে মৃত্যু থেকে শুরু করে আখিরাতের সকল ধাপের ঘটনা উপন্যাসের আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

ওয়েসিস অফ দ্য সিস

লেখক : মাসউদ আহমাদ
মূল্য : ১৮০/-
পৃষ্ঠা : ১৪৪ [পেপার ব্যাক]
বিষয় : উপন্যাস **কোড:** B0030
ISBN : 978-984-8012-01-7

জীবনের ভালোলাগা, ভালোবাসা, স্বপ্ন ও আশাকে পুঁজি করে লেখা বইটি, ***"ওয়েসিস অফ দ্য সিস"***। এক নীরব বন্ধুহীন একাকীত্ব থেকে শুরু করে লক্ষ-কোটি সমবয়সীর জনস্রোতে মিশে যাওয়ার কাহিনি যা দেশ-সমাজ পূর্ণভাবে বদলে দিয়ে একটি নতুন পৃথিবীকে দৃশ্যপটে তুলে আনে। এ বইয়ের গল্পের কাহিনির সাথে মিলে-মিশে আছে নানা শাস্ত্র-বিদ্যার কথা। আছে সমাজ, অর্থনীতি; গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা। আছে জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল। ***"ওয়েসিস অফ দ্য সিস"***–একটি চেতনামূলক কাহিনি-বিন্যাস।

মাআরিফুল কুরআনের গল্প-ঘটনা

লেখক : মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ.
অনুবাদ : শাফি বিন নুর
মূল্য : ২৫০/-
পৃষ্ঠা : ২৬৪ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : গল্প ও ঘটনা **কোড:** B0044
ISBN : 978-984-8012-10-9

জীবন্ত গ্রন্থ কুরআন। অসংখ্য ঘটনার মাধ্যমে আমাদের হিকমাহ ও পরিশুদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেয়। মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. তার রচিত তাফসির গ্রন্থ ***"মাআরিফুল কুরআনের গল্প-ঘটনা"***-তে অসংখ্য গল্প ও ঘটনা তুলে এনেছেন বিভিন্ন ইতিহাসের বই থেকে। সেসব ঘটনাসহ আরও কিছু প্রাসঙ্গিক গল্প ও ঘটনাকে এক মলাটে সাজিয়ে আমাদের উপস্থাপনা ***"মাআরিফুল কুরআনের গল্প-ঘটনা"***।

আকাবির মনীষীদের দুনিয়াবিমুখ জীবন

লেখক : সাইয়েদ হাবিবুল্লাহ মারদানি
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
মূল্য : ১৫০/-
পৃষ্ঠা : ১১২ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : গল্প ও ঘটনা **কোড:** B0043
ISBN : 978-984-8012-09-3

উলামায়ে কেরাম হলেন নবীদের উত্তরসূরি। তাঁদের জীবনযাপনে ছিল দুনিয়াবিমুখতার ছোঁয়া। তাঁরা ছিলেন তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের বিমূর্ত প্রতীক। আকাবিরে দেওবন্দ উপমহাদেশের উলামায়ে কেরামের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাদের দুনিয়াবি-মুখ, স্বনির্ভরশীল জীবনের গল্প ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ***"আকাবির মনীষীদের দুনিয়াবিমুখ জীবন"*** বইয়ের পাতায়।

বিবিধ

নব্যক্রুসেডের পদধ্বনি

লেখক : আইনুল হক কাসেমী
মূল্য : ৪৮০/-
পৃষ্ঠা : ২৭২ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : ইতিহাস
কোড : B0059
ISBN : 978-984-8012-42-0

১০৯৫ সালের পর থেকে শুরু মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদি খ্রিষ্টানের আগ্রাসী আক্রমণ। ক্রুসেডের ক্রমধারা এখনো শেষ হয়নি। সর্বশেষ ২০১৯ সালে ক্রাইস্টচার্চ হামলাই প্রমাণ করে আমরা ক্রুসেডের হামলা ভুলে গেলেও তারা ভুলে যায়নি। হামলাকারীর সেমি-অটোমেটিক রাইফেলে অঙ্কিত চিত্র আপাতদৃষ্টিতে শুধু কিছু লিখা মনে হলেও আদতে তা প্রাচীন ক্রুসেডের ইতিহাসকেই প্রতিনিধিত্ব করে। ক্রুসেডীয় চেতনার ইতিবৃত্তি নিয়ে জানতে পড়ুন ***"নব্যক্রুসেডের পদধ্বনি"***।

সবুজ পৃথিবী ও মুসলমানদের অবদান

লেখক : লুকমান নাজী
অনুবাদ : আহমদ হারুন
মূল্য : ১৩০/-
পৃষ্ঠা : ১২৮ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : ইতিহাস **কোড:** B0020
ISBN : 978-984-8012-49-9

সময় এগিয়ে গিয়েছে। প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের কাজকে করেছে সহজ। বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার যেমন পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে তেমনই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে করেছে স্মরণীয়। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সবুজ ও টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবনে মুসলিমদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এসকল উদ্ভাবনী দেখতে সাদামাটা কিন্তু যথেষ্ট বাস্তবসম্মত ও সহজসাধ্য। পরিবেশ রক্ষায় এসকল উদ্ভাবনীর গুরুত্ব ও পরিচয় নিয়ে রচিত ***"সবুজ পৃথিবী ও মুসলমানদের অবদান"*** বইটি।

স্পেনের কান্না

লেখক : মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি
অনুবাদ : কাজি মোহাম্মদ হানিফ
মূল্য : ২৪০/-
পৃষ্ঠা : ১৯২ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : ভ্রমণ কাহিনি
কোড : B0009
ISBN : 978-984-8012-20-8

স্পেন থেকে পুরোপুরিভাবে মুসলিমদের উৎখাত করা হয়েছে প্রায় ৬০০ বছর আগে। কিন্তু আজও সেখানে মুসলিমদের সভ্যতার ছাপ স্পষ্ট। স্পেনের দালানকোঠা, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান আজও মুসলিমদের পরিচয়কে ধারণ করে আছে। এজন্যই কোনো মুসলিম স্পেন ভ্রমণ করলে তিনি শুনতে পান স্পেনের হাহাকার। স্মৃতির পাতা পিছিয়ে যায় ছয়শ বছর আগের সভ্যতায়। এমনই ভ্রমণকাহিনি শাইখুল ইসলাম তাকি উসমানি লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই ভ্রমণ কাহিনি নিয়েই অনূদিত ***"স্পেনের কান্না"***।

তুরস্কের স্মৃতি

লেখক : আবুল হাসান আলি নদবি
অনুবাদ : মানসূর আহমাদ
মূল্য : ১৬০/-
পৃষ্ঠা : ১১২ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : ভ্রমণ কাহিনি **কোড:** B0007
ISBN : 978-984-9353-30-0

তুরস্ক। যার পূর্ব নাম কনস্টান্টিনোপল। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে রাসুলের ভবিষ্যৎবাণীকে বাস্তবে পরিণত করেছেন। ইতিহাস ঐতিহ্যের শহর তুরস্ক। নিজ জীবদ্দশায় প্রখ্যাত ইতিহাস-বিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. গিয়েছিলেন তুরস্কের সফরে। ঘুরে বেড়িয়েছেন সেখানকার ঐতিহাসিক স্থান। সেই ভ্রমণ কাহিনি কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন। উল্লেখ করেছেন সেখানকার প্রাচীন ইতিহাস। সেই ভ্রমণ কাহিনি নিয়েই রচিত ***"তুরস্কের স্মৃতি"***।

বিবিধ

হৃদয়ের দিনলিপি

লেখক : ইমাম ইবনুল জাওযি রহ.
অনুবাদ : শামীম আহমদ
মূল্য : ৭৮০/-
পৃষ্ঠা : ৬০৮ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
কোড : B0054
ISBN : 978-984-8012-34-5

প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে নানান ঘটনা ঘটে। অনেকেই আবার সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করি ডায়েরির পাতায়। ঠিক এমনই করতেন ষষ্ঠ হিজরির নক্ষত্র ইমাম ইবনুল জাওযি রহ.। তিনিও ডায়েরি লিখতেন। সেসব থেকে নিজের চিন্তার জগৎকে আরও উন্নত করতেন। তিনি তার ডায়েরির নাম দিয়েছিলেন "সাইদুল খাতির"। সেই ডায়েরিকেই বাঙালি পাঠকদের জন্য অনুবাদ করে উপস্থাপন করা হয়েছে ***"হৃদয়ের দিনলিপি"*** নামে।

তালিবুল ইলম গঠনের আদর্শ রূপরেখা

লেখক : মুহাম্মদ আওয়ামা
অনুবাদ : উমাইর লুৎফর রহমান
মূল্য : ৫০০/- **কোড:** B0047
পৃষ্ঠা : ৪০০ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
ISBN : 978-984-8012-12-3

তালিবুল ইলমগণ হলেন উম্মাহর রাহবার। উম্মাহর দিক নির্দেশক। দ্বীনের বিষয়ে তাদের সামান্য ভুল উম্মাহর ক্ষতির জন্য যথেষ্ট। তাই তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তারা উম্মাহর কল্যাণকামিতায় নিয়োজিত থাকে। একজন তালিবুল ইলমের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে, তালিবুল ইলম গঠনে উস্তাদের দায়িত্ব কী ইত্যাদি নিয়ে রচিত শাইখ মুহাম্মদ আওয়ামার রচিত এক অনবদ্য গ্রন্থের অনুবাদ ***"তালিবুল ইলম গঠনের আদর্শ রূপরেখা"***।

বাইবেল কি আল্লাহার বাণী?

লেখক : ড. আহমাদ দিদাত
অনুবাদ : মুনশী মুহাম্মদ মহিউদ্দিন
মূল্য : ৫০০/-
পৃষ্ঠা : ২৮৮ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : ধর্মতত্ত্ব
কোড : B0046
ISBN : 978-984-8012-16-1

শান্তির ধর্ম ইসলামের পরিপূর্ণতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলিমদের অনেকেরই ইসলাম সম্পর্কে তেমন জানা নেই। আর এই সুযোগে খ্রিষ্টান মিশনারিরা তাদের বিকৃত ধর্মীয়গ্রন্থ বাইবেল দিয়ে এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। বাইবেলকে ইঞ্জিল বলে পরিচয় করিয়ে দিলেও বাইবেল কি আসলেই আল্লাহর সেই আসমানি কিতাব ইঞ্জিল? তা কি এখনো অবিকৃত? এসব সংশয়ের সমাধান নিয়ে ড. আহমাদ দিদাতের রচিত বই ***"বাইবেল কি আল্লাহর বাণী"***।

আদর্শ মুসলিম ও তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ

লেখক : ড. মুহাম্মদ আলী আল-হাশেমী
অনুবাদ : ইসমাইল রফিক
মূল্য : ৪৪০/- **কোড:** B0012
পৃষ্ঠা : ৩৫২ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
ISBN : 978-984-8012-06-2

আমি তো মুসলিম। কিন্তু মুসলিম হিসেবে আমার আচরণ কেমন হবে আমি কি জানি? ব্যক্তি হিসেবে নিজের উপর যেমন কিছু দায়িত্ব আছে আবার তেমনই অন্যান্য মানুষের প্রতিও আছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। আছে আত্মীয়ের প্রতি দায়িত্ব, দাসীর প্রতি দায়িত্ব। আমি এসব বিষয়ে কতটুকু অবগত? এসব বিষয়ে অবহিত করতে আমাদের অনন্য উপস্থাপনা ***"আদর্শ মুসলিম ও তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ"***।

বিবিধ

নারী তুমি ভাগ্যবতী

লেখক : ড. আয়েয আল কারনী
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
মূল্য : ৩৪০/-
পৃষ্ঠা : ৩৩৬ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
কোড : B0008
ISBN : 978-984-8012-25-3

জাহিলি যুগের অবসান ঘটিয়ে ইসলাম নারীদের প্রাপ্য সম্মান দিয়েছে। অধিকারের দিক থেকে ইসলাম মায়ের মর্যাদা বেশি রেখে নারীজাতিকে সম্মান দিয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার মোহে পড়ে নারীরা আজ দিগ্‌ভ্রান্ত। নারী-স্বাধীনতার নামে তাদের পরাধীন করে দেওয়া হচ্ছে অন্য কারও। তারা ভুলে গিয়েছে তাদের মহিমান্বিত অবস্থান। সেই অবস্থানকে স্মরণ করিয়ে দিতে এবং দ্বীনের পরশে নারীদের সৌভাগ্যবতী করার উপায় নিয়ে ড. আয়েয আল কারনী রচিত অনবদ্য গ্রন্থ ***"নারী তুমি ভাগ্যবতী"***।

মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবাআ

লেখক : ড. আলী ওয়ানীস
অনুবাদ : আবু মুসআব ওসমান
মূল্য : ১২০/-
পৃষ্ঠা : ৮০ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : দাম্পত্য জীবন
কোড : B0008
ISBN : 978-984-8012-11-6

বিয়ে রাসুলের সুন্নাত। প্রয়োজনীয়তা আর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ তাআলা শর্তসাপেক্ষে পুরুষদের একসঙ্গে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর এই বিধান থাকার পরেও অনেক দ্বীনদার ভাই-বোনের মাঝে রয়েছে এ বিষয়ে অনেক প্রচলিত বিরূপ ধারণা ও নানান আপত্তি। এসকল আপত্তি, বিভিন্ন সমালোচনার জবাব ও বহুবিবাহের বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ***"মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবাআ"*** বইতে।

সৌভাগ্য আসলে কোথায়

লেখক : ড. আনাস আহমাদ কারযুন
অনুবাদ : আবদুস সাত্তার আইনী
মূল্য : ১৭০/-
পৃষ্ঠা : ১৪৪ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
কোড : B00024
ISBN : 978-984-8012-47-5

আল্লাহর দ্বীন মেনে চলার মাঝেই সফলতা। শান্তি। পরিপূর্ণতা। দুনিয়ার মোহে আমরা জড়িয়ে যাচ্ছি কুপ্রবৃত্তি, লোভ-লালসাসহ বিভিন্ন ফেতনা-ফ্যাসাদের মাঝে। আর সবসময় খুঁজে ফিরছি সৌভাগ্যের একটুখানি ছায়া। সৌভাগ্যের পথ দেখাতে কিছু উপকারী দিকনির্দেশনা, উপকারী উপদেশ, পরামর্শ নিয়ে আমরা উপস্থাপন করছি ড. আনাস আহমাদ কারযুনের অমূল্য বই ***"সৌভাগ্য আসলে কোথায়?"***

সনাতন হিন্দুধর্ম ও ইসলাম

লেখক : ওবায়েদুল্লাহ মালিরকোটলায়ি
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আর ফারুক
মূল্য : ২৪০/-
পৃষ্ঠা : ২২৪ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : ধর্মতত্ত্ব
কোড : B0014
ISBN : 978-984-8012-50-5

শাশ্বত জীবনব্যবস্থা ইসলাম। যার প্রতিটা বিধানই মধ্যপন্থী। পৌত্তলিক ধর্মের কালো ছায়া থেকে অনেকেই ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে এই দ্বীনের পরিপূর্ণতার বিষয়কে অন্যের সামনে তুলে ধরে। তেমনই একজন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মাঝে তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করেছেন ***"সনাতন হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম–যুক্তি ও প্রামাণ্যতার নিরিখে"*** বইটিতে।

বিবিধ

অনিবার্য মৃত্যুর ডাক

লেখক : শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
মূল্য : ২০০/- **কোড:** B0010
পৃষ্ঠা : ১৯২ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
ISBN : 978-984-8012-39-0

মৃত্যু এক অবশ্যম্ভাবী সত্য। জীবন মানেই মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার অপেক্ষা। আস্তিক নাস্তিক সকলেই মৃত্যুকে স্বীকার করে। মৃত্যুর চিন্তা আমাদের ঈমানকে জাগ্রত করে। বাড়িয়ে দেয় আল্লাহভীতি। প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শাইখ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী তার অনেক বয়ানে মৃত্যু সময়কার চিত্র, মৃত্যুর পরের অবস্থা, সুন্দর মৃত্যুর জন্য করণীয় ইত্যাদি বিষয়ের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তারই কিছু মৃত্যু বিষয়ক আলোচনার পাণ্ডুলিপি ***"অনিবার্য মৃত্যুর ডাক"***।

সুবিচার নৈতিকতা ও ইহসান সম্পর্কে ইসলামের বিধান

লেখক : মুফতি মুহাম্মদ মানসুরপুরী
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
মূল্য : ২৫০/-
পৃষ্ঠা : ২৫৬ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : শিষ্টাচার **কোড:** B0023
ISBN : 978-984-8012-51-2

ইসলাম ন্যায়পরায়ণতার ধর্ম। ইহসানের ধর্ম। আচার আখলাক, লেনদেন সবকিছুতেই ইসলামের নির্দিষ্ট বিধিবিধান রয়েছে। ইহসান কী, ইহসানের ব্যাপ্তি কতটুকু, কীভাবে ইহসান অর্জন করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রখ্যাত আলিম শাইখ মুহাম্মদ মানসুরপুরী রচনা করেছেন এক অনবদ্য গ্রন্থ। সেই গ্রন্থকে ৪ খণ্ডে প্রকাশের প্রত্যাশা নিয়ে প্রথম খণ্ডের উপস্থাপনা ***"সুবিচার নৈতিকতা ও ইহসান সম্পর্কে ইসলামের বিধান"***।

মনীষীদের স্মৃতিকথা

লেখক : মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
মূল্য : ৩৮০/-
পৃষ্ঠা : ২৮৮ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : জীবনী **কোড:** B0018
ISBN : 978-984-8012-17-8

মনীষীদের জীবনাচরণ আমাদের ব্যক্তিজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। আমরা কতটুকু সময় দিই তাদের জীবনী পাঠের পেছনে? আমাদের ব্যস্তজীবনের একটু সময়ও এর পেছনে দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই সংক্ষিপ্ত কলেবরে ৭৪ জন মনীষীর সংক্ষিপ্ত জীবনীকে কাগজের পাতায় উপস্থাপন করে আমাদের আয়োজন ***"মনীষীদের স্মৃতিকথা"***।

গীবত ও পরনিন্দা

লেখক : মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
মূল্য : ১৭০/-
পৃষ্ঠা : ১১২ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
কোড : B0017
ISBN : 978-984-8012-33-8

গীবত একটা আত্মিক ব্যাধি। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গীবত জিনার চেয়েও মারাত্মক। কিন্তু এত বড় একটা গুনাহকে আমরা কেউই আমলে নিই না। গীবত সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা নেই। ***"গীবত ও পরনিন্দা"*** বইতে শাইখুল ইসলাম তাকি উসমানি খুব সাবলীলভাবে গীবতের ভয়াবহতা, গীবতের মাসায়িল ও এটা থেকে পরিত্রাণের উপায় আলোচনা করেছেন।

বিবিধ

মহিলারা নামাজ পড়বে কোথায়?

লেখক : আতাউল কারীম মাকসুদ
মূল্য : ১০০/-
পৃষ্ঠা : ৭২ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : ফিকহ
কোড : B0045
ISBN : 978-984-8012-08-6

নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। সালাত আদায়ের কিছু বিধান রয়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের সালাতের মাঝে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। বেশ কিছু বিষয়ে তাদের জন্য রয়েছে আলাদা বিধান। আমরা অনেকেই এই ব্যাপারে অজ্ঞ। এরমধ্যে অন্যতম হলো জামাতে সালাত আদায়ের বিধান। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের বিষয়বস্তু বর্ণনার আলোকে রচিত হয়েছে ***"মহিলারা নামাজ পড়বে কোথায়"*** বইটি।

কীভাবে হবেন একজন আদর্শ শিক্ষক

লেখক : কারি সিদ্দিক আহমদ বান্দবি রহ.
অনুবাদ : বিনতে অধ্যাপক মতিউর রহমান
মূল্য : ১৯০/- **কোড:** B0008
পৃষ্ঠা : ১৫২ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
ISBN : 978-984-8012-43-7

শিক্ষক হলেন জাতি গড়ার কারিগর। নিজের হাতে গড়ে তুলেন একটি জাতি। একটি আদর্শ জাতি গড়ে তুলতে হলে নিজেকেও হতে হয় আদর্শ। ***"কীভাবে হবেন একজন আদর্শ শিক্ষক"*** এমনই এক বই যা কর্মস্থলে প্রবেশ করার পূর্বে আপনাকে গড়ে তুলবে। ছাত্রদের জন্য আপনি কীভাবে একজন আদর্শ হয়ে উঠবেন এসব কিছুরই দিকনির্দেশনা রয়েছে বইটিতে। এভাবেই বইটি হয়ে উঠেছে শুধু ধর্মীয় অঙ্গনের জন্য নয়, সকল অঙ্গনের জন্য একটি পরিপূর্ণ গাইডলাইন।

ফিকাহ্ সংকলন

লেখক : আবুল হাসান আলি নদবি
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
মূল্য : ১৬০/-
পৃষ্ঠা : ১৬০ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : ফিকহ
কোড : B0021
ISBN : 978-984-8012-52-9

আল্লাহ তাআলা কুরআনকে আমাদের জীবন বিধান বানিয়ে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান বের করার পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। কোনো বিষয়ে কুরআনে স্পষ্ট বিধান খুঁজে না পাওয়া গেলে হাদিস, ইজমা ইত্যাদির মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। এটাই ফিকহ। ইসলামে ফিকহ ও ফিকহের গুরুত্ব, ফুকাহা মুজতাহিদগণের ত্যাগ-তিতিক্ষা, সমকালীন সময়ে ফিকহ ও ফিকহের কার্যকর উপকারিতা, মুফতিদের দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আবুল হাসান আলি নদবি রহ. এর রচনা সংকলন ***"ফিকাহ্ সংকলন–প্রাসঙ্গিক কিছু কথা"***।

আদর্শ সন্তান প্রতিপালনে নানাজী আলী তানতাভী রহ.

লেখক : আবিদা আল মুআইয়াদ
অনুবাদ : নাজীবুল্লাহ সিদ্দিকী
মূল্য : ১৭০/- **কোড:** B0019
পৃষ্ঠা : ১২৪ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
ISBN : 978-984-8012-26-0

শিশুকে আগামী দিনের জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রয়োজন একটি সুন্দর দিকনির্দেশনা। সময়ের অন্যতম ইসলামি আরব ব্যক্তিত্ব ড. আলী তানতাভী রহ. যিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ আলিম, দাঈ, অবিভাবক। শিশুদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে তার দেখানো কৌশল ও দিকনির্দেশনা কলমের আঁচড়ে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তার দৌহিত্রী আবিদা আল মুআইয়াদ। আদর্শ সন্তান গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা নিয়ে আমাদের উপস্থাপনা ***"আদর্শ সন্তান প্রতিপালনে নানাজী আলী তানতাভী রহ."***।

বিবিধ

আমি কেন হানাফি

লেখক : মাওলানা আমিন ছফদার
অনুবাদ : হাবীবুল্লাহ মিসবাহ
মূল্য : ৪০/-
পৃষ্ঠা : ৩২ [পেপার ব্যাক]
বিষয় : গল্প ও ঘটনা
কোড : B0011
ISBN : 978-984-8012-13-0

"আমি কেন হানাফি" বইটি হিন্দুস্তানের একজন আলিমের জীবনের গল্প নিয়ে রচিত যিনি তার শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেছেন আহলে হাদিস মতাদর্শের মাদ্রাসায়। কিন্তু জীবনের একটা সময়ে তিনি হানাফি মতাদর্শের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং একদম পুরোদমে হানাফি মতাদর্শের অনুসারী হয়ে ওঠেন। লেখকের জীবনের ঘটে যাওয়া এই ঘটনার অভিব্যক্তি তার নিজ কলমে ফুটে উঠেছে *"আমি কেন হানাফি"* বইটিতে।

সাহাবীদের অন্তর্দৃষ্টি

লেখক : শাইখ সালেহ আহমদ আশ-শামী
অনুবাদ : মাওলানা রহমতুল্লাহ
মূল্য : ১৭০/-
পৃষ্ঠা : ১৪৪ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : আত্মশুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা
কোড : B0013
ISBN : 978-984-9353-39-3

রাসুলের সান্নিধ্যে থাকা মানুষগুলো ছিলেন একেকজন তারকা। রাসুলের সাক্ষাৎ পেয়েই তারা ধন্য হয়েছেন। রাসুলের সান্নিধ্যের প্রতিটি সময়ই ছিল তাঁদের কাছে ঈর্ষা করার মতো। তবুও তারা রাসুলের আরও সান্নিধ্যের আশায় দিনাতিপাত করতেন। কেমন ছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি? এ নিয়ে প্রখ্যাত সীরাত বিশ্লেষক সালেহ আহমদ আশ-শামী রচনা করেছেন এক অনবদ্য গ্রন্থ যার অনুবাদ *"সাহাবীদের অন্তর্দৃষ্টি"*।

শাশ্বত ঈমানের পরিচয়

লেখক : শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
মূল্য : ১১০/-
পৃষ্ঠা : ১১২ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : ঈমান-আকিদা **কোডঃ** B0015
ISBN : 978-984-8012-45-1

দুনিয়ার মোহে পড়ে আমরা আজ আমাদের পরিচয় ভুলে গিয়েছি। আমাদের মাঝে অনেক মেধাবী, বুদ্ধিজীবী, যোগ্য ব্যক্তি রয়েছে। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না ঈমান কী? ঈমানের দাবি কী? যার ফলে তৈরি হয় ধর্মবিদ্বেষ। তাই সংক্ষিপ্ত কলেবরে ঈমানের পরিচয়কে ফুটিয়ে তুলেছেন শাইখ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী। ঈমানের পরিচয় তুলে ধরতে মাকতাবাতুল হাসানের উপস্থাপনা *"শাশ্বত ঈমানের পরিচয়"*।

আপনার দোয়া কি কবুল হচ্ছে না

লেখক : শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
মূল্য : ১১০/-
পৃষ্ঠা : ১১২ [হার্ড ব্যাক]
বিষয় : ইসলামি আমল **কোডঃ** B0016
ISBN : 978-984-8012-46-8

দোয়া! অন্যতম ইবাদত। মুমিনের হাতিয়ার। মুমিনের চাওয়া পাওয়ার মাধ্যম। আমরা অনেকেই দোয়া করলেও তা কবুল হয় না। কিন্তু কেন? রবের নিকটে দোয়া কবুল করাতে হলে রয়েছে কিছু করণীয়, বর্জনীয়, কিছু আদব। এসবের পরিপূর্ণতা না থাকলে দোয়া কবুল হয় না। তাহলে কী সে-সকল বিষয়? আসুন, জেনে নিই *"আপনার দোয়া কি কবুল হচ্ছে না?"* বই থেকে।

মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিতব্য বইসমূহ

১। উসওয়াতুল্লিল আলামিন (সিরাত) - ড. রাগিব সারজানি
২। আর রাহমাহ (সিরাত) - ড. রাগিব সারজানি
৩। জাগরণের ডাক দিয়ে যাই - ড. রাগিব সারজানি
৪। পরিবেশ আমাদের বন্ধু - ড. রাগিব সারজানি
৫। যুগে যুগে ফিতনা - ড. রাগিব সারজানি
৬। মানব; এক দুর্বল আঁধার - ড. রাগিব সারজানি
৭। শিয়া মতবাদ - ড. রাগিব সারজানি
৮। রবের সাথে কথোপকথন - ড. রাগিব সারজানি
৯। হজ ও উমরাহ–ফাজাইল ও মাসাইল - ড. রাগিব সারজানি
১০। নবিজির প্রতিদিন - ড. রাগিব সারজানি
১১। ইসলামি ইতিহাস (৫খণ্ড) - ড. রাগিব সারজানি (ভূমিকা)
১২। ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস (৬খণ্ড) - ড. রাগিব সারজানি
১৩। মুসলিম জাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে (২খণ্ড) - ড. রাগিব সারজানি
১৪। ইসলামি সভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ - ড. রাগিব সারজানি
১৫। রুহামাউ বাইনাহুম - ড. রাগিব সারজানি
১৬। কুরআন হিফজ করবেন যেভাবে - ড. রাগিব সারজানি
১৭। মহান ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণ - ড. রাগিব সারজানি
১৮। কে কিনবে জান্নাত - ড. রাগিব সারজানি
১৯। ইতিহাসে ফিলিস্তিন ও আমাদের করণীয় - ড. রাগিব সারজানি
২০। সিরাতে নববি সা.
২১। আরবের চাঁদ (সিরাত) - স্বামী লক্ষণ প্রসাদ
২২। হজরত আবু বকর রা. (জীবন ও কর্ম)
২৩। হজরত উমর রা. (জীবন ও কর্ম)
২৪। হজরত উসমান রা. (জীবন ও কর্ম)
২৫। হজরত আলি রা. (জীবন ও কর্ম)
২৬। উসমানি সালতানাতের ইতিহাস (৩খণ্ড)
২৭। কাসাসুল কোরআন (৫খণ্ড)
২৮। প্রাসাদপুত্র (উপন্যাস) - মাহিন মাহমুদ
২৯। মিলানের ডায়েরি (উপন্যাস) - মাসউদ আহমাদ
৩০। তাজকিয়া ও নফস - আবুল হাসান আলি নদবি
৩১। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা - আবুল হাসান আলি নদবি
৩২। নবিজির প্রতি ভালোবাসা - নুরুদ্দিন ইত্‌র
৩৩। মানুষের মন (উপন্যাস) - মুহাম্মদ ফজলুল হক
৩৪। ইতিকথার পরের কথা (উপন্যাস) - মুহাম্মদ ফজলুল হক
৩৫। একটি ভুল প্রেমের জবানবন্দী (উপন্যাস) - মুহাম্মদ ফজলুল হক

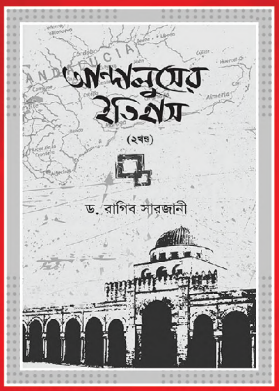

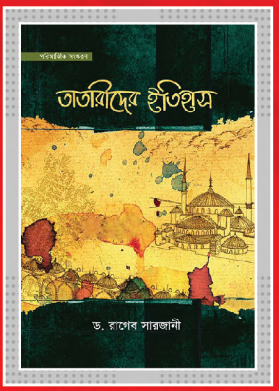

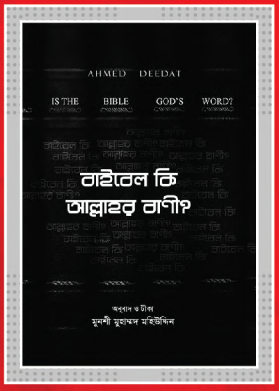

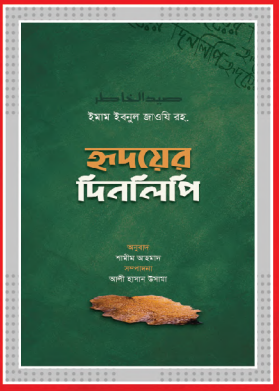

মাকতাবাতুল হাসান
পুস্তক আমদানিকারক ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
fb.com/Maktabahasan । www.maktabatulhasan.com